প্রেমের কাহিনী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৩৪০

প্রকাশক
শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন, কলিকাতা

দাম : এক টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সরকার
ক্লাসিক্ প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

'উত্তরা'-সম্পাদক, বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্ত্তী

বন্ধুবরেষু—

প্রেমের কাহিনী

প্রতুল ও রেণুকার প্রেমের ইতিহাস বড় বিচিত্র।

দু'-দু'বার বি-এ ফেল করার জন্য প্রতুলের বাবা সেজন্য তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়াছেন। প্রতুলও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আর সে কলেজের দরজা মাড়াইবে না। বাবা যদি নেহাৎ পীড়াপীড়ি করেন ত' তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। বই লইয়া কলেজে যাইতেছে বলিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইবে, কিন্তু কলেজে না গিয়া যেখানে-হোক্ সময়টা কোনরকমে কাটাইয়া দিয়া বৈকালে বাড়ী ফিরিবে। বেতনের টাকা লইয়া বায়োস্কোপ দেখিলেই চলিবে।

তাহার পর—বছরের শেষে, পরীক্ষার সময় ?

বাবা ততদিন বাঁচিলে হয় !

বুড়া বাপ—বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগিতেছেন, আগামী বৎসর বি-এ পরীক্ষার সময় পর্য্যন্ত না বাঁচিবারই সম্ভাবনা বেশি।

পিতার মৃত্যুর কথাটা ভাবিতে গিয়া প্রতুলের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তাহার ওই বৃদ্ধ পিতা—মরিয়া যাইবেন, বাড়ীতে তাহাদের কান্নার রোল উঠিবে, খাটে শোয়াইয়া চাদর ঢাকা দিয়া ফুল দিয়া সাজাইয়া 'হরি হরি হরিবোল' বলিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া যাইবে, তাহার পর সে-ই বড় ছেলে, তাহাকেই মুখাগ্নি করিতে হইবে, ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিবে এবং সেই চিতার আগুনে বাবাকে তাহার পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়া তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিবে। দৃশ্যটা কল্পনা করিতে গিয়াও প্রতুলের চোখ দুইটা সজল হইয়া আসিল। না—না, বাবা তাহার নাই-বা মরিলেন ! পরীক্ষার আগে সে অসুখের ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিবে, পরীক্ষা দেওয়া হইবে না। বাস্, তাহা হইলেই যথেষ্ট। বাবার মরিবার কি প্রয়োজন !

বাল্যকালে প্রতুলের মা মারা যান। এই প্রতুলই তখন তাঁহার একমাত্র পুত্র। কত যে আদর-যত্নে তিনি তাহাকে লালন করিয়াছেন সেকথা ভুলিবার নয়। আজ না হয় বাবা

তাঁহার আবার বিবাহ করিয়াছেন, সৎ-মার সংসারে সে আদর-যত্ন আজ আর নাই। আজ না থাকিলেও একদিন যাহা ছিল তাহা সত্যই দুর্লভ।

যাই হোক্, প্রতুল স্থির করিল কলেজে সে আর পড়িবে না। পড়িতে তাহার আর ভালও লাগে না। পড়াশুনা যদি শুধু চাকরি করিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্যই হয়, ত' তাহার পড়িবার প্রয়োজন নাই। পিতা তাহার যে পরিমাণ বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া যাইবেন, বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সঙ্গে তাহার আধা-আধি বখরা হইয়া গেলেও তাহার জন্য যাহা থাকিবে একটা মানুষের পক্ষে উহাই যথেষ্ট।

প্রতুলকে তিরস্কার করিয়া অবধি চন্দ্রমাধববাবুর মনে শান্তি ছিল না। সেদিন তিনি তাহাকে নিজের কাছে ডাকিয়া বলিলেন, 'হাঁরে প্রতুল, এবার পাশ করতে পারবি ত?'

'হাঁ' 'না' কিছুই না বলিয়া প্রতুল শুধু একবার ঘাড় নাড়িল।

চন্দ্রমাধববাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, পাশ করা চাই। আমি আর কতদিন বাবা? বিষয়-সম্পত্তি রাখতে হ'লে শিক্ষিত হ'তে হয়। নইলে আমার ছেলে, লোকে নিন্দে করবে যে!'

পিতার এই স্নেহবাক্যে মুগ্ধ হইয়া প্রতুল একবার ভাবিল, দেখিবে নাকি আর এক বৎসর চেষ্টা করিয়া! কিন্তু সিঁড়ি ভাঙিয়া নীচে নামিতে নামিতেই তাহার সে সঙ্কল্প কোন্‌দিক দিয়া যে উবিয়া গেল কে জানে, প্রতুল তাহার নিজের কল্পিত পথেই জীবনের যাত্রা সুরু করিল।

কিন্তু রেণুকার সঙ্গে তাহার প্রেমের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া এ-সব কথা আপনাদের হয় ত' ভাল না লাগিতেও পারে। প্রয়োজন নাই। আর বুড়াবুড়ীর কথা বলিব না। এই-বার আমাদের গল্পের নায়িকা পরমাসুন্দরী তরুণী রেণুকার কথাই বলি।

কলেজের নাম করিয়া কোনোদিন বেলা দশটার সময় কোনোদিন বা তাহারও আগে হাতে দুটা বই লইয়া প্রতুল বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়ে। কোনোদিন কোনও বন্ধুর বাড়ী কোনোদিন কোনও বই-এর দোকানে আবার কোনোদিন-বা পথে পথে টোঁ টোঁ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

সেদিনও অমনি সে বেলা দশটার সময় বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, কোথায় যাইবে তখনও পর্য্যন্ত তাহার কোনও স্থিরতা

নাই, ফুটপাতের উপর দিয়া লক্ষ্যহীনভাবে সে পথ চলিতেছিল, এমন সময় দৈবাৎ তাহার নজরে পড়িল, সুমুখে একখানি চলন্ত ট্রামের সামনের বেঞ্চে সুন্দরী এক যুবতী বসিয়া আছে। বাকি বেঞ্চিগুলি একরকম ফাঁকা বলিলেই হয়।

প্রতুল ছুটিয়া গিয়া ট্রামের হাতল্ ধরিয়া ঠিক তাহার সুমুখের বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। দেখিল, মেয়েটি চমৎকার! যেমন গায়ের রং তাহার তেমনি মুখশ্রী, তেমনি অঙ্গ-সৌষ্ঠব! পায়ে সাদা-রঙের ছোট ছোট দু'টি স্যাণ্ডেল, তাহারই উপর লাল শাড়ীখানির কালো চওড়া পাড়টি আসিয়া পড়িয়াছে, গায়ে অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য নাই, হাতে মাত্র দুইটি সরু সরু সোনার চুড়ি, কানে দুইটি দুল। সর্ব্ব শরীরের মধ্যে সোনাদানার চিহ্ন আর কোথাও কিছুই নাই। থাকিবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে হয় না। এমনিতেই তাহাকে মানাইয়াছে বেশ। টকটকে লালরঙের শাড়ীখানি সে এমনভাবে ঘুরাইয়া পরিয়াছে, মাথার এলো চুলগুলিকে খোঁপার আকারে এত সুন্দর করিয়া দুইটি গাটাপার্চ্চার কাঁটা ও ক্লিপ্ দিয়া আট্‌কাইয়া ঘাড়ের উপর আল্‌গাভাবে ফেলিয়া রাখিয়াছে যে, দেখিবামাত্র মনে হয়,—অতি অল্প আয়াসে নিজেকে লোভনীয় করিয়া তুলিবার দুর্লভ বিদ্যাটি সে ইহারই মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

মেয়েটিকে দেখিবামাত্র প্রতুলের মনে হইল, কলিকাতা শহরে আজকাল অনেক মেয়েই সে দেখিতে পায় বটে, কিন্তু ইহার মত সুন্দরী কেহ নয়। এ যেন সকলকে হার মানাইয়াছে। মনে হইল, এমনি একটি নারীকে যদি সে তাহার জীবন-সঙ্গিনীরূপে পায় ত' তাহার জন্ম সার্থক হইবে। কিন্তু নিতান্ত অপরিচিতা মহিলার সঙ্গে কেমন করিয়া আলাপ জমাইয়া তুলিতে হয়, কি বলিয়া প্রথমে কথা কহিতে হয় তাহা সে জানে না। প্রতুল একবার মেয়েটির মুখের পানে তাকাইল। কিন্তু অবাক্ কাণ্ড, দেখিল—মেয়েটিও তাহারই দিকে আড়-চোখে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। চোখোচোখি হইবামাত্র মেয়েটি সলজ্জ সঙ্কোচে চোখ দুইটি তাহার ধীরে-ধীরে সরাইয়া লইল। প্রতুল কিন্তু তাহার সে বিহ্বল মুগ্ধদৃষ্টি আর সরাইতে পারিল না, মেয়েটির আপাদ-মস্তক বারে-বারে দেখিয়া দেখিয়াও তাহার যেন খেদ মিটিতেছিল না। মেয়েটি আবার একবার তাকাইল। চার চোখে চোখোচোখি হইতেই আবার সে চোখের দৃষ্টি সরাইয়া লইল। এমনি করিয়া বারকতক দৃষ্টি বিনিময় হইবার পর মেয়েটি তাহার বইগুলি হাতে লইয়া নামিবার জন্য প্রস্তুত হইতেই প্রতুলের বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। ইহারই মধ্যে এত তাড়াতাড়ি সে নামিয়া যাইবে? প্রতুল দেখিল, সুমুখে বেথুন কলেজ। তাহা হইলে সম্ভবত সে এই কলেজেরই

ছাত্রী। প্রতুলও উঠিয়া দাঁড়াইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় ট্রামের কণ্ডাক্টার আসিয়া মেয়েটিকে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া তাহার কাছে টিকিট চাহিল। পয়সা দিয়া টিকিট লইয়া ট্রাম হইতে নামিবার আগেই প্রতুল দেখিল, মেয়েটি ততক্ষণ কলেজের দরজার কাছে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

যাক্। কাল ঠিক সেই জায়গায় তাহার জন্য আবার ঠিক এমনি করিয়াই অপেক্ষা করিবে।

শুধু একটুখানি দৃষ্টি বিনিময় ছাড়া সেদিন আর কাহারও মধ্যে কোনও কথাই হইল না। এমন কত হয়! প্রতুল একবার নিজের পরিচ্ছদের দিকে নিজেই তাকাইল। প্রিয়দর্শন বলিয়া বন্ধুমহলে খ্যাতি তাহার যথেষ্টই আছে। ভাবিল হয়ত' তাহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াই মেয়েটি অমন করিয়া তাহার মুখের পানে বারে বারে তাকাইয়াছে। রৌদ্রদগ্ধ পথের উপর দিয়া চলিতে চলিতে প্রতুল ভাবিতে লাগিল, দূর ছাই! আমাদের দেশের মেয়েগুলা যেন কী! অন্য কোনও দেশ হইলে এতক্ষণ তাহাদের আলাপ-পরিচয় হইয়া যাইত। বিলাতী বই পড়িয়া সে-দেশের কথা যতটুকু সে জানিয়াছে— কি চমৎকার! কোনও সঙ্কোচ নাই, জড়তা নাই, আড়ষ্টতা নাই— কেমন সহজ ভাবে কথা কয়, কত সহজে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করে। নিতান্ত অপরিচিত যুবক-যুবতী—জীবনে

হয়ত' কেহ কাহাকেও কোনোদিন দেখে নাই, অথচ দু'জনেরই দু'জনকে ভাল যদি লাগে ত' কথা কহিতে কিম্বা আলাপ-পরিচয় করিতে তাহাদের এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হ'বে না। আর আমাদের এই হতভাগা দেশে মেয়েরা আজকাল যথেষ্ট সাহসী হইয়াছে, একা একা ঘরের বাহিরে ট্রামে-বাসে ফুটপাথে চলিতে শিখিয়াছে বটে, কিন্তু তবু তাহাদের সেই সনাতন আড়ষ্টতা সেই সলজ্জ সঙ্কোচ এখনও তেমনি পুরামাত্রায় বজায় রহিয়াছে। পরপুরুষের সঙ্গে গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি হইলেই সর্ব্বনাশ।...

এমনি সব নিজের মনের মত কথাগুলি প্রতুল ভাবিতে ভাবিতে চলিল। ভগবানের কাছে মনে-মনে প্রার্থনা করিল—হে ভগবান, আমাদের দেশের মেয়েদের জড়তা ভাঙ্গিতে আর যেন বেশি দেরি না হয়। তাহারাও যেন স্বাধীন দেশের নারীদের মত পুরুষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে।

প্রতুল ভাবিতে লাগিল, কাল আবার ঠিক এমনি করিয়াই মেয়েটির সঙ্গে আবার যদি তাহার দেখা হয় ত' তখন সে কি করিবে, কেমন করিয়া কথা কহিবে!

কতকগুলা বিলাতী কায়দার কথা তাহার মনে পড়িল। সেগুলা তাহার বায়োস্কোপ দেখিয়া শেখা। যেমন ধরুন,—হাত হইতে তাহার সেই ছোট রুমালখানি পড়িয়া গেল, অমনি তৎক্ষণাৎ সেটি কুড়াইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে আলাপ সুরু

করিয়া দিল।···পায়ে হয় ত' পা ঠেকিয়া গেল, অম্‌নি তৎক্ষণাৎ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, 'এক্স কিউজ্‌ মি!'

কিন্তু না, ও-সব নিতান্ত বিলাতি। প্রতুলের কাছে ও-গুলো কেমন যেন বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হইল। ভাবিল, তাহার চেয়ে তাহার হাতের বইগুলার দিকে তাকাইয়া সে কোন্‌ 'ইয়ারে' পড়ে তাহাই জিজ্ঞাসা করিবে। তাহার পর ধীরে ধীরে পড়ার কথা, বইএর কথা, কলেজের কথা হইতে হইতে হঠাৎ এক সময় কৌশল করিয়া তাহার ঠিকানা জানিয়া লইবে।

কিন্তু কথার জবাব যদি সে একেবারেই না দেয়? প্রশ্ন করিবামাত্র মুখ-কান যদি তাহার রাঙা হইয়া ওঠে, যদি সে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, এবং তাহা যদি অন্য কেহ লক্ষ্য করে তাহা হইলেই ত' অপমানের একশেষ।—

রাত্রে সেদিন আর প্রতুলের ভাল ঘুম হইল না। শুধু সেই মেয়েটির চিন্তাই তাহাকে পাইয়া বসিল। তাহার সেই আল্‌তা-রাঙা ছোট ছোট দু'টি পা হইতে মাথার চুলগুলি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অবয়বখানি বারে-বারে মনে পড়িয়া প্রতুলকে রীতিমত অন্যমনা করিয়া দিতে লাগিল।

পরদিনও ঠিক তেমনি সময়ে তেমনি একটা গাড়ীতে ঠিক তেমনিভাবে বসিয়াই মেয়েটি আসিতেছে দেখিয়া প্রতুলের আনন্দের সীমা রহিল না। সেদিনও সে তেমনি করিয়াই ছুটিয়া গাড়ীতে চড়িল। কিন্তু হায়, অদৃষ্ট যাহার মন্দ, ভাল তাহার কোনও কিছুতেই হয় না। মরীয়া হইয়া মেয়েটির সঙ্গে কথা কহিবার জন্য প্রতুল তখন সবেমাত্র উস্‌খুস্‌ করিতেছে, এমন সময় আর এক ভদ্রলোক ট্রামে উঠিয়া ঠিক তাহার পাশে আসিয়া 'থপ্‌' করিয়া বসিয়া পড়িল।

বেথুন কলেজ আর কতদূর!

মেয়েটি নামিয়া চলিয়া গেল। তবে ভরসার মধ্যে এই যে, পথে নামিয়া ফুটপাথ ধরিয়া চলিয়া যাইবার সময় প্রতুলের মুখের পানে সে একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া গেল।

সেদিনের সম্বল মাত্র ওই আয়ত দুইটি কালো হরিণীর মত চক্ষের প্রাণ-ভুলানো সেই দৃষ্টিটুকু!

পরদিন আবার!

সেদিনও তাই। কিন্তু আজ যেন মেয়েটি আরও একটুখানি বেশি অগ্রসর হইয়াছে। পথের পাশে মাথায় পাগ্‌ড়ী বাঁধা

একটা লোক বাঁদর নাচাইতেছিল। ছোট একটা কালো লোমাবৃত ভল্লুকের পিঠের উপর বাঁদরটা চড়িয়া বসিয়াছে, আর এমনি মুখভঙ্গী করিয়া হাত পাতিয়া বাঁদরটা দর্শকদের কাছ হইতে পয়সা চাহিতেছে যে দেখিলে হাসি সম্বরণ করা দায়! মেয়েটি সেই দিক্ পানে তাকাইয়াই একবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসিয়া মুখে তাহার সেই ছোট্ট রুমালখানি চাপা দিয়া সে হাসি সাম্‌লাইতে যাইবে, হঠাৎ প্রতুলের সঙ্গে তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। দেখিল, প্রতুল'ও তাহার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিতেছে।

বেঞ্চে আর কেহ ছিল না। প্রতুল মরি-বাঁচি করিয়া বলিয়া উঠিল, 'বাঁদরজাতটা ভারি চালাক।'

'হাঁ' বলিয়া মেয়েটি ঘাড় নাড়িল।

বাস্! সেদিন ওই পর্য্যন্তই। প্রতুলের বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

সারা দিবারাত্র ধরিয়া প্রতুলের সেদিন মনে হইতে লাগিল তাহার চোখের সুমুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দৃশ্যই যেন বিলুপ্ত হইয়া গেছে; আছে মাত্র একটি প্রচণ্ড জনতা আর তাহারই মাঝখানে ভাল্লুক ও বাঁদরের নাচ, কানের কাছে ক্রমাগত ডুগ্‌ডুগি বাজিতেছে আর সেই জনতার একপার্শ্বে সেই মেয়েটি ও সে নিজে পরস্পর পরস্পরের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

পরদিন কিন্তু প্রতুল আর কিছুতেই কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। গাড়ীটি সেদিন একরকম ফাঁকা বলিলেই হয়। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হইবামাত্র হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া প্রতুল বলিয়া উঠিল, 'নমস্কার! আপনার সঙ্গে আমার রোজই দেখা হচ্ছে!'

মেয়েটি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া ঈষৎ হাসিল। ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু মিষ্টি একটুখানি হাসি! সেদিন আর প্রতুল বেঞ্চির একপাশে দূরে গিয়া বসিল না। তাহারই নিতান্ত সন্নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি বুঝি বেথুনে—'

হুড়্মুড়্ করিয়া একদল স্কুলের ছেলে হৈ হৈ করিতে করিতে গাড়ীতে উঠিয়া প্রায় সমস্ত বেঞ্চিগুলাই ভর্ত্তি করিয়া ফেলিল। প্রতুলের কথাও শেষ হইতে পাইল না, মেয়েটিরও জবাব দেওয়া হইল না।

প্রতুল মনে মনে ছেলেগুলার মুণ্ডপাত করিতে লাগিল।

কিন্তু বিধাতা বুঝি এতদিনে প্রসন্ন হইয়াছেন। মেয়েটি নামিবার সময় প্রতুলের পায়ের কাছে ছোট একটুকরা দলা পাকানো কাগজ কোথা হইতে যেন ছিট্কাইয়া পড়িল। প্রতুল তৎক্ষণাৎ সেটি কুড়াইয়া লইল, এবং আরও একটুখানি দূরে গাড়ী হইতে নামিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে সেই দলা পাকানো

কাগজের ভাঁজ খুলিয়া দেখিল, তাহাতে মেয়েলি অক্ষরে লেখা—রেণুকা সেন। ১৩, চৌধুরী লেন।

যাক, কাগজের টুক্‌রাটুকু প্রতুল সযত্নে তাহার বুকের পকেটে রাখিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় পথের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। ভগবান! তোমায় অজস্র ধন্যবাদ! এতদিন পরে মনস্কামনা তাহার পূর্ণ হইয়াছে। রেণুকা সেন!—বাঃ চমৎকার নাম!

ঠিকানা দেওয়া মানেই বাড়ীতে তাহাদের যাইবার ইঙ্গিত। প্রতুল স্থির করিল—সে যাইবে। সকালে যাইবে না, সকালে গেলে সুবিধা হইবে না। একটুখানি কথাবার্ত্তা বলিয়াই হয়ত সে কলেজ যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িবে। দুপুরে কলেজ, সুতরাং যাইতে হইলে সন্ধ্যার সময় যাওয়াই উচিত। সেই ভাল। আগামী কাল সে সন্ধ্যার সময় রেণুকাদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু বাড়ীতে তাহার মা আছেন, ভাই- বোন আত্মীয়-স্বজনে বাড়ী হয়ত' ভর্ত্তি...তাহাদের সুমুখে রেণুকার সঙ্গে দেখাই বা সে করিবে কেমন করিয়া! কেহ যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে ত' বলিবেই বা কি?

প্রতুল একটুখানি চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাহার চোখের সুমুখে ভাসিতে লাগিল—মস্ত একটা দোতলা বাড়ী. আর সে নিজে যেন তাহারই চারি পাশে হাঁ করিয়া উপরের দিকে তাকাইতে তাকাইতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভ্রমর যেমন গুন্ গুন্ করিয়া ফুলের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেও ঠিক তেমনি করিয়াই দিনের পর দিন ঘুরিয়া বেড়াইবে, তাহার পর হয়ত' কোন্ শুভ মুহূর্তে হঠাৎ একদিন দেখিবে ফট্ করিয়া উপরের একটা জানালা খুলিয়া গেল, তাহারই শব্দে উপরের দিকে তাকাইতেই দেখিবে— জানালার পাশে রেণুকা দাঁড়াইয়া আছে। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে হয়ত,— 'বাঃ, আপনি যে ওখানে দাঁড়িয়ে? আসুন, ভেতরে আসুন!'

প্রতুল ভিতরে যাইবে।

কিন্তু এ-সব তাহার কল্পনা মাত্র। ওরকম করিয়া না ডাকাই সম্ভব। বড় জোর হয়ত সেই রাঙা ঠোঁট দুইটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া একটুখানি হাসিবে এবং ঠিক যেমন করিয়া বাড়ীর ঠিকানা দিয়াছে, তেমনি করিয়াই একটুকরা কাগজে তাহাদের গোপন মিলনের নিভৃত একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া কাগজখানা দলা পাকাইয়া ফেলিয়া দিবে।

প্রতুলের মনে পড়িল রোমিও-জুলিয়েটের কথা, বিল্বমঙ্গলের কথা, ইউসুফ্-জুলেখার কথা, লয়লা-মজ্নু, শিরী-ফর্হাদ্— আরও কত আছে! প্রেমের জন্ত তাহারা করে নাই কী!...

প্রেমের জন্য একটু অসমসাহসী হইতেই হয়, তাহা না হইলে প্রেম হয় না।

সুতরাং ঠিকানা যখন সে পাইয়াছে, রেণুকার কাছে যাইবেই।

কিন্তু চৌধুরী লেন কোথায়? প্রতুল চোখ বুজিয়া একবার ভাবিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চৌধুরী লেন কোনোদিন তাহার চোখে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইল না। বাড়ীতে তাহাদের একটা পি-এম বাগ্‌চির পঞ্জিকা আছে। তাহাতে খুঁজিলেই ষ্ট্রীট-ডাইরেক্টরী পাওয়া যায়। তৎক্ষণাৎ সে পঞ্জিকাটা আনিয়া কোন্ রাস্তা দিয়া চৌধুরী লেন যাইতে হয় কাগজের উপর পেন্সিল দিয়া তাহাই সে লিখিয়া লইল।

পরদিন সন্ধ্যায় প্রতুল চলিল অভিসারে। শ্রীমতী রেণুকা সেন। তেরো নম্বর চৌধুরী লেন।

কিন্তু বিধাতা সুপ্রসন্ন। যতখানা অসাধ্য সাধন তাহাকে করিতে হইবে ভাবিয়াছিল, তাহা আর করিতে হইল না। রাস্তার ধারেই ছোট একখানি দোতলা বাড়ী। উপরের ঘরে তখন আলো জ্বলিয়াছে। দরজার কাছে প্রতুল একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া উপরের ঘরের দিকে তাকাইল। তাকাইতে তাহার

প্রতুল একটুখানি চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল—মস্ত একটা দোতলা বাড়ী, আর সে নিজে যেন তাহারই চারি পাশে হাঁ করিয়া উপরের দিকে তাকাইতে তাকাইতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভ্রমর যেমন গুন্ গুন্ করিয়া ফুলের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেও ঠিক তেমনি করিয়াই দিনের পর দিন ঘুরিয়া বেড়াইবে, তাহার পর হয়ত' কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে হঠাৎ একদিন দেখিবে ফট্ করিয়া উপরের একটা জানালা খুলিয়া গেল, তাহারই শব্দে উপরের দিকে তাকাইতেই দেখিবে— জানালার পাশে রেণুকা দাঁড়াইয়া আছে। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে হয়ত,— 'বাঃ, আপনি যে ওখানে দাঁড়িয়ে? আসুন, ভেতরে আসুন!'

প্রতুল ভিতরে যাইবে।

কিন্তু এ-সব তাহার কল্পনা মাত্র। ওরকম করিয়া না ডাকাই সম্ভব। বড় জোর হয়ত সেই রাঙা ঠোঁট দুইটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া একটুখানি হাসিবে এবং ঠিক যেমন করিয়া বাড়ীর ঠিকানা দিয়াছে, তেমনি করিয়াই একটুকরা কাগজে তাহাদের গোপন মিলনের নিভৃত একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া কাগজখানা দলা পাকাইয়া ফেলিয়া দিবে।

প্রতুলের মনে পড়িল রোমিও-জুলিয়েটের কথা, বিল্বমঙ্গলের কথা, ইউসুফ্-জুলেখার কথা, লয়লা-মজ্নু, শিরী-ফর্হাদ্— আরও কত আছে! প্রেমের জন্য তাহারা করে নাই কী!...

প্রেমের জন্য একটু অসমসাহসী হইতেই হয়, তাহা না হইলে প্রেম হয় না।

সুতরাং ঠিকানা যখন সে পাইয়াছে, রেণুকার কাছে যাইবেই।

কিন্তু চৌধুরী লেন কোথায়? প্রতুল চোখ বুজিয়া একবার ভাবিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চৌধুরী লেন কোনোদিন তাহার চোখে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইল না। বাড়ীতে তাহাদের একটা পি-এম বাগ্‌চির পঞ্জিকা আছে। তাহাতে খুঁজিলেই ষ্ট্রীট-ডাইরেক্টরী পাওয়া যায়। তৎক্ষণাৎ সে পঞ্জিকাটা আনিয়া কোন্ রাস্তা দিয়া চৌধুরী লেন যাইতে হয় কাগজের উপর পেন্সিল দিয়া তাহাই সে লিখিয়া লইল।

পরদিন সন্ধ্যায় প্রতুল চলিল অভিসারে। শ্রীমতী রেণুকা সেন। তেরো নম্বর চৌধুরী লেন।

কিন্তু বিধাতা সুপ্রসন্ন। যতখানা অসাধ্য সাধন তাহাকে করিতে হইবে ভাবিয়াছিল, তাহা আর করিতে হইল না। রাস্তার ধারেই ছোট একখানি দোতলা বাড়ী। উপরের ঘরে তখন আলো জ্বলিয়াছে। দরজার কাছে প্রতুল একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া উপরের ঘরের দিকে তাকাইল। তাকাইতে তাহার

লজ্জা করিতেছিল। এখনই যদি কেহ আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে—'কি চান?' জবাব দিবার কিছুই নাই। সুতরাং চলিয়া যাওয়াই ভাল। আবার বরং কিছুক্ষণ পরে আর-একবার আসিয়া ঠিক এম্‌নি করিয়াই দাঁড়াইবে।...এই সময় ডুগ্‌ডুগি বাজাইয়া সেই বাঁদর-নাচওয়ালারা যদি একটা ভাল্লুক কিংবা অম্‌নি একটা-কিছু লইয়া আসে ত' বড় ভাল হয়। কিন্তু সন্ধ্যার সে বাঁদর নাচাইতে কোথাও কাহাকেও দেখিয়াছে বলিয়া ত' মনে হয় না।

এমন সময় সশব্দে একখানি মোটরকার ঠিক তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি কয়েক পা আগাইয়া গিয়া প্রতুল একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই যুগপৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া সেদিক হইতে আর চোখ ফিরাইতে পারিল না। দেখিল, গাড়ী হইতে নামিয়া রেণুকা তাহারই দিকে সহাস্য-মুখে তাকাইয়া আছে। এ অবস্থায় কি করিতে হয়, কি তাহার বলা উচিত, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া প্রতুলও ঈষৎ হাসিয়া হাত দুইটি তাহার কপালে ঠেকাইয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, 'নমস্কার!'

রেণুও নমস্কার করিয়া বলিল, 'আসুন!'

মোটরটি তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহারই জন্য একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইতে হইল বলিয়া রেণুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে প্রতুলের দেরি হইল।

তাহার বুকের ভিতরটা তখন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। অপরিচিতা নারীর কাছে এমন করিয়া আসিয়া দাঁড়ানো জীবনে তাহার এই প্রথম।

রেণুকা বোধকরি কোথাও কোনও জিনিস কিনিতে গিয়াছিল। হাতে তাহার প্রকাণ্ড একটা কাগজের বাণ্ডিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'মার্কেটে আজ বড্ডো ঘুরেছি। চলুন, ওপরে গিয়ে গল্প করি।'

দু'জনে ঘরে ঢুকিল। চারিদিক অন্ধকার। কোথায় সিঁড়ি, কোন্ দিক দিয়া যাইতে হয় কে জানে। রেণুকা বলিল, 'এইটে ধরুন্ ত' দয়া করে', আমি আলোটা জ্বালি'—বলিয়া অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া কাগজে-মোড়া বাণ্ডিলটি সে প্রতুলকে ধরিতে দিল। কিন্তু হাত বাড়াইয়া বাণ্ডিলটি লইতে গিয়া দু'জনের হাতে হাতে ঠেকাঠেকি হইয়া গেল। রেণুকার তাহাতে কি হইল বলিতে পারি না, কিন্তু প্রতুলের আপাদমস্তক তখন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতুল আলোর অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু আলো জ্বলিল না, অন্ধকারে রেণুকা একেবারে তাহার মুখের কাছে মুখখানি আনিয়া হাসিয়া চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার নাম ?'

—'প্রতুল।'

—'প্রতুল কী ?'

—'বন্দ্যোপাধ্যায়।'

রেণুকার নিশ্বাসের বাতাস তাহার গায়ে আসিয়া লাগিল। আবার তেমনি আস্তে-আস্তে বলিল, 'মাকে মিছে কথা বলেছি! আপনি 'হুঁ' 'হাঁ' দিয়ে যাবেন। নইলে আমি বিপদে পড়ব।'

অন্ধকারেই ঘাড় নাড়িয়া প্রতুল বলিল, 'বেশ।' খুট্ করিয়া ইলেক্‌ট্রিকের সুইচ্ টেপার আওয়াজ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল আলো জ্বলিয়াছে। সুমুখে উপরে উঠিবার সিঁড়ি।

রেণুকা হাসিতে হাসিতে সেই কাগজের পোঁট্‌লাটি প্রতুলের হাত হইতে নিজের হাতে লইয়া সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। চওড়া সিঁড়ি। প্রতুল তাহার পাশে।

নানা রকম আসবাব-পত্র দিয়া চমৎকার সাজানো একখানি বসিবার ঘর। ঘরের দেওয়াল জুড়িয়া আলমারি-ভরা বই, চেয়ার, টেবিল, বড়-বড় আর্শী, সোফা, কৌচ্ কিছুরই অভাব নাই। একখানি সোফার উপর প্রতুলকে বসাইয়া রেণুকা বলিল, 'বসুন, আসছি।'

প্রতুল ঠিক যন্ত্রচালিত পুতুলের মত সোফার উপর বসিয়া এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিল। —চমৎকার মেয়েটি! এতদিন পরে বোধকরি ভাগ্যবিধাতা তাহার উপর সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, তাহা না হইলে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ঠিক সেই রূপকথার রাজকন্যার মত সুন্দরী রেণুকাকে সে পাইল কেমন করিয়া!

মিনিট্-কয়েক পরেই পায়ের শব্দে চমকিয়া মুখ ফিরাইতেই প্রতুল দেখিল, বর্ষীয়সী এক মহিলা ঘরে ঢুকিতেছেন। মুখ দেখিলেই চেনা যায়—রেণুকার মা। কাছে আসিয়া বলিলেন, 'এসো বাবা এসো! সেদিন যে উপকার তুমি করেছ বাবা, তার ঋণ আমরা শোধ করতে পারব না।'

প্রতুলের মুখখানা তখন সাদা হইয়া গেছে। কোনও উপকারই ত' সে করে নাই! মাকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মা তাহার হাতে ধরিয়া আবার সেইখানে বসাইয়া দিলেন। বলিলেন, 'বোসো বাবা বোসো, আমি এইখানে বসছি।' বলিয়া তিনি সুমুখের একটা কৌচে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়াই প্রতুলের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া বলিলেন, 'রেণুকে তাই আমি হাজারবার বলি। —সোমত্ত মেয়ে মা, একা-একা অমন করে' আর যাস্ নি। সেদিন তুমি যদি না থাকতে বাবা, তা' হ'লে কি হ'তো বল দেখি?'

রেণুকা তাহার সম্বন্ধে কি-গল্প যে তাহার মা'র কাছে বানাইয়া বলিয়াছে কে জানে! প্রতুল ভারি মুস্কিলে পড়িল।

মা আবার বলিলেন, 'আজ অম্'ন কলেজ থেকে ফিরেই ঝোঁক ধরে বসলো—মার্কেটে যাবে জামা কিনতে। বললাম, যাবি ত' একখানা ট্যাক্সি নিয়ে যা, হেঁটে যাস্ নি বাছা।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি হাঁকিলেন, 'রেণুকা! ও রেণু!'

দূরের একটা ঘর হইতে জবাব আসিল, 'ডাক্‌ছ ?'

—'হ্যাঁ, চা কি তুই পারবি আনতে, না যাব ?'

—'পারব।'

মা আবার প্রতুলের দিকে মুখ ফিরাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাড়ীতে তোমার কে কে আছে বাবা ?'

প্রতুল এইবার বিপদে পড়িল। বাবা যে তাহার বুড়া বয়সে আবার বিবাহ করিয়াছেন, এই কথাটি সে সহজে কাহারও কাছে জানাইতে চায় না। তাহা ছাড়া, সৎমার প্রসঙ্গটা উত্থাপন করিতে সে চিরকালই নারাজ ; তবু কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়। এবারেও সে মিথ্যা বলিতে পারিল না। বলিল, 'বাবা আছেন, মা আছেন।'

বলিয়াই সে একটা ঢোঁক্ গিলিয়া কেমন যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলিল, 'নিজের মা নেই—সৎমা, আর একটি সৎ-ভাই। আর কেউ না।'

মা একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, 'আহা বাছা আমার ! নিজের মা নেই ? তা' সৎ-মা তোমায় ভাল-টালো বাসেন ত ?'

প্রতুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হাঁ।'

—'কলকাতায় তোমাদের নিজের বাড়ী আছে ?'

—'হ্যাঁ, নিজের বাড়ী।'

—'দেশ কি তোমাদের এইখানেই ?'

প্রতুল বলিল, 'না। দেশ—বর্দ্ধমান জেলায়। দেশে বড়-একটা যাই না। সেখানে কিছু জমিদারী আছে।'

মা আর-একবার প্রতুলের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। বলিলেন, 'তা তুমি যে বাবা জমিদারের ছেলে, সে আমি প্রথম দেখেই চিনেছি।'

প্রতুল একবার মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিল।

মা বলিলেন, 'তোমার একটি সৎ-ভাই আছে বললে, না ? বিষয়-সম্পত্তি তা' হ'লে দু'ভাগ হ'য়ে যাবে, কি বল ?'

ঘাড় নাড়িয়া প্রতুল বলিল, 'হাঁ।'

—'তুমি বুঝি এখনও পড়ছ ?'

সত্য কথা বলিতে হইলে 'না' বলিতে হয়, কিন্তু প্রতুল ঘাড় নাড়িয়া মিথ্যা বলিল।

—'বিয়ে হয় নি ?'

—'না।'

তাহার পর উভয়েই নীরব। রেণুকার মা বোধ করি বলিবার কথা খুঁজিতেছিলেন আর প্রতুল ভাবিতেছিল, এত কথা উনি জিজ্ঞাসা করেন কেন ? তবে কি সে যাহা ভাবিয়াছে তাহাই সত্য ? ভাবিয়াছে—রেণুকার সঙ্গে তাহার বিবাহের কথা। কিন্তু রেণুকার মা বোধ হয় এখনও জানেন না যে, তাঁহারা

কায়স্থ আর সে নিজে বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্রাহ্মণ। এবং সেই জন্যই রেণুকা বোধকরি সে-কথা তাহাকে সে আসিবামাত্রই জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছে।

প্রতুল মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছে—ভবিষ্যতে একথা যদি কোনোদিন ওঠে ত সে অসবর্ণ বিবাহের কথাই তুলিবে এবং তাহার পিতাকে সম্প্রতি গোপন করিয়া রেণুকাকে যদি সে বিবাহ করে ত' তাহাতেই বা কি ক্ষতি! বৃদ্ধ পিতা তাহার আর কত দিন!

রেণুকা নিজের হাতে চায়ের 'ট্রে' লইয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিল।

মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কন্যার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'তোমরা দু'জনে বসে' বসে' গল্প-গুজব কর মা, আমার এখনও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে,—সন্ধ্যে-আহ্নিক সবই বাকি, আমি চল্‌লাম।'

রেণুকাও তাহার মা'র মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'যাও।'

প্রতুলের সুমুখে মুখোমুখি বসিয়া রেণুকা পেয়ালার ওপর চা ঢালিতে লাগিল, আর প্রতুল চাহিয়া রহিল তাহার মুখের পানে। সেই অনবদ্য সুন্দরী রেণুকাকে এত সহজে সে যে এমন করিয়া এত কাছে পাইবে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

পেয়ালাটি প্রতুলের হাতের কাছে আগাইয়া দিয়া রেণুকা তাহার সেই আয়ত চক্ষু দুইটি তুলিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া ফিক্ করিয়া একবার হাসিল। হাসিয়া বলিল, 'খান্।'

প্রতুলও ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'আচ্ছা, মাকে কি বলেছেন বলুন ত?'

রেণুকার মুখখানা সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এবং হাত বাড়াইয়া প্রতুলের একখানা হাত টেবিলের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে হাসিতে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ এক সময় হাসি থামাইয়া চুপি-চুপি বলিল, 'সেদিন বাড়ী ফিরেই মাকে বললাম, আজ ভারি বিপদে পড়েছিলাম মা, দুটো গুণ্ডা আমার পিছু নিয়েছিল; তারপর ভাগ্যিস্ একটি ছোক্‌রা আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'আসুন আপনি আমার সঙ্গে, ওরা কি করতে পারে দেখি!' তাই না দেখে গুণ্ডা দুটো পালালো। তাঁকে আমি বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে এসেছি। এলে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।' কেমন, ভাল করি নি? আপনি কি বলেন?'

প্রতুল তাহার পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিল, 'বেশ করেছেন।'

কিন্তু তাহার কথা বলিবার ভঙ্গীটি রেণুকার ভাল বলিয়া বোধ হইল না। বলিল, 'আচ্ছা, একটা কথা জিগ্যেস্ করব, আপনি সত্যি বলবেন?'

—'কি কথা বলুন।'

রেণুকা বলিল, 'আমার ওপর ধারণা আপনার নিশ্চয়ই খুব খারাপ হয়ে গেছে। ভেবেছেন হয়ত নিজে থেকে ফট্ করে' নিজের নাম-ঠিকানা দিয়ে গেল, আচ্ছা মেয়ে ত!'

প্রতুল বলিল, 'না, তা' কেন? আপনাকে দেখে অবধি আমার এত ভাল লেগেছিল—আমি তাই ত' চেয়েছিলাম!'

রেণুকা হাসিল। বলিল, 'কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায় প্রতুলবাবু? ধরুন, রোজই আমি এম্‌নি একা-একা কলেজে যাই, অনেকেই আমার পিছু ধরেন,হাবে-ভাবে ভঙ্গীতে চোখের চাউনিতে' অনেকের মনের কথাই বুঝতে পারি, নাম-ঠিকানা অনেকেই চান, কিন্তু কাউকেই দিই না, অথচ আপনাকেই বা দিলাম কেন?

প্রতুল খানিক ভাবিয়া আর একটুখানি চা খাইয়া বলিল, 'তা'হ'লে আমাকে আপনার ভাল লেগেছিল বলতে হবে।'

রেণুকা এমন ভাবে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া ঠোঁটের ফাঁকে এমন হাসি হাসিল যে, কথাটির আর জবাব দিবার প্রয়োজন হইল না।

আনন্দে প্রতুলের বুকের ভিতরটা তখন কেমন যেন করিতেছে। বলিল, 'চা যে আপনার জুড়িয়ে গেল। খান্।'

'খাই।' বলিয়া রেণুকাও চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিল, 'মা আমায় বড় বেহায়া বলেন। বলেন, মেয়েটার লজ্জা-সরম কিছু

নেই। তা' খানিকটে সত্যি, বুঝলেন? আমার লজ্জা শরম একটুখানি কম। যা' আমার ভাল লাগে তাই আমি করি।'

কথা বলিবার সময় রেণুকার ঠোঁট দুইটি কেমন করিয়া নড়ে, চোখের তারা দুইটি কেমন কাঁপিতে থাকে, মুখখানি কেমন উজ্জ্বল হইয়া ওঠে,—প্রতুল তাহার মুখের পানে একাগ্র মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া তাহাই দেখিতেছিল, এমন সময় রেণুকা হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'আপনার বাড়ী কোন্ জায়গায়? আমাদের কলেজের কাছে?'

প্রতুল বলিল, 'হ্যাঁ, ঠনঠনে কালীবাড়ীর কাছে, সাতাশ নম্বর বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট।'

কাছেই একটা টেবিলের উপর গানের কয়েকটি বই, খাতা ও একটা পেন্সিল পড়িয়া ছিল, হাত বাড়াইয়া একটা খাতা ও পেন্সিল আনিয়া রেণুকা বলিল, 'লিখে রাখি, যদি কোনোদিন দরকার হয়।' বলিয়াই সে আবার একবার তাহার মুখের পানে সেই চোখ দুইটি তুলিয়া আর একবার হাসিল।

হারমোনিয়মটা দেখাইয়া প্রতুল বলিল, 'ও হারমোনিয়ম কি আপনার নিজের? গান তা'হ'লে আপনি নিশ্চয়ই গাইতে পারেন।'

রেণুকা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'বুঝেছি। গান তা'হ'লে আপনি নিশ্চয়ই শুনতে চান।'

বলিয়া সে হারমোনিয়ামের কাছে গিয়া বসিল। প্রতুলের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'এগিয়ে এসে বসুন!'

তাহার পর গানের পর গান চলিতে লাগিল, আর প্রতুল বসিয়া রহিল মন্ত্রমুগ্ধের মত।

সেদিন ওই গান পর্য্যন্তই। বিদায় লইবার সময় প্রতুলের পিছু পিছু নীচের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া রেণুকা নিঃসঙ্কোচে তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'আবার আসবেন ত'? বলুন—কবে আসবেন?'

মূঢ় বিমুগ্ধ প্রতুল বলিল, 'কাল আসব।'

—'আসবেন ত' নিশ্চয়ই? আমার গা ছুঁয়ে শপথ করুন!'

নিজের এত সৌভাগ্য প্রতুল কল্পনা করে নাই। রেণুকার সেই শুভ্র সুকোমল হস্তখানি স্পর্শ করিয়া প্রতুল শপথ করিল—সে আসিবে। এবং তাহার পরের দিনই আসিবে।

পরদিন বৈকালে প্রতুল ঠিক আসিল। আসিয়া দেখিল, রেণুকা কলেজ হইতে ফিরিয়া তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং শুধু অপেক্ষা করা নয়, তাহার জন্য জল খাবার তৈরি করিয়া চা তৈরি করিয়া তাহারই প্রতীক্ষায় বিরহবিদগ্ধ বিরহিনীর মত

জানালার কাছে দাঁড়াইয়া অধীর আগ্রহে পথের পানে তাকাইয়া আছে।

রেণুকার অবস্থা দেখিয়া প্রতুল ক্ষমা চাহিল। বলিল, 'দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না।'

রেণুকা বলিল, 'এবার থেকে আপনি যদি আমায় আপনি বলেন ত' নিশ্চয়ই মনে করব।'

প্রতুল হাসিল। বলিল, 'কি বলব? তুমি?'

ঘাড় নাড়িয়া রেণুকা বলিল, 'হাঁ।'

দু'জনে বসিয়া গল্পগুজব করিয়া খাইতে খাইতে সন্ধ্যা হইল। বাহিরের রাস্তার আলো জ্বালিবার প্রয়োজন হইল বটে, কিন্তু কেহই আর দেওয়ালের কাছে উঠিয়া গিয়া সুইচ্‌টি টিপিয়া দিয়া আসিল না। জানালার পথে এতক্ষণ যে আলোটুকু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, সেটুকুও ধীরে-ধীরে অন্তর্হিত হইল। চারিদিক অন্ধকার। দু'জন দু'জনের পাশাপাশি বসিয়া আছে। কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পায় না।

রেণুকা হাত বাড়াইয়া প্রতুলের একখানি হাত তাহার কোলের উপর টানিয়া আনিয়া বলিল, 'এম্‌নি আব্‌ছা অন্ধকারে দু'জনে মুখোমুখি বসে থাকতে বেশ লাগে, না?'

এই বলিয়া সে উত্তরের প্রতীক্ষায় প্রতুলের মুখের কাছে

নিজের মুখখানি আগাইয়া লইয়া গিয়া বলিল, 'আমাকে কিন্তু তোমার ভাল লাগে না, না ?'

প্রতুলের বুকের ভিতরটা তখন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। নিজেকে সে আর কোনো প্রকারেই স্থির রাখিতে পারিল না। রেণুকার প্রশ্নের জবাব মুখে না দিয়া প্রতুল তাহার দুই ব্যগ্র ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার সেই প্রতীক্ষা-কাতর দুই ওষ্ঠপ্রান্ত রেণুকার আরক্তিম অধরপ্রান্তে সজোরে চাপিয়া ধরিল।

এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই অকস্মাৎ একেবারে অতর্কিতে ফট্ করিয়া সুইচ্ টেপার শব্দ হইল, চারিদিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই আলোকোদ্ভাসিত কক্ষের মধ্যে লজ্জায় ম্রিয়মান প্রতুল একেবারে হতভম্ভ হইয়া গিয়া তাকাইয়া দেখিল, তাহারই চোখের সুমুখে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—পূর্ব্বপরিচিতা সেই বর্ষীয়সী মহিলা—রেণুকার মা! চোখের দৃষ্টি তাহার যেমন প্রদীপ্ত তেমনি কঠোর, কর্কশ কণ্ঠস্বর! ডাকিল, 'রেণু!'

প্রতুলকে ছাড়িয়া দিয়া রেণুকা ভয়ে ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল।

'চলে আয়, ঘর থেকে বেরিয়ে আয় হতভাগী!'

রেণুকা তাহার মাতার আদেশ পালন করিল। ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া নতমুখে সে তাহার মা'র পাশে গিয়া দাঁড়াইল। মা তাহার মুখে আর কোনও কথা না বলিয়া ঘরের

দরজাটা বাহির হইতে সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল। প্রতুল রহিল ঘরের মধ্যে একাকী—বিভ্রান্ত, বিহ্বল, অপ্রস্তুত, নির্ব্বাক এবং বন্দী!

বাহির হইতে মা'র কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ও! এই জন্তেই তুমি এসেছ শয়তান? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!'

শুষ্কমুখে কাতরকণ্ঠে প্রতুল কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথাটা তাহার বাহির হইবার পূর্ব্বেই শোনা গেল, ত্রস্তপদে রেণুকার মা সিঁড়ি ধরিয়া নীচে নামিয়া যাইতেছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া প্রতুল একাকী বন্দী হইয়া রহিল। ঘরের মধ্যে কাহারও আর সাড়াশব্দ নাই। রেণুকার মা-ই বা কোথায় গেল, রেণুকাই বা গেল কোথায়, প্রতুল কিছুই বুঝিল না। এমন বিপদে সে কখনও পড়ে নাই। ভয়ে ভাবনায় বুকের ভিতরটা তাহার কেমন যেন করিতে লাগিল। সব চেয়ে তাহার ভয় করিতে লাগিল এই ভাবিয়া যে, রেণুকার মা হয়ত তাহাকে প্রহার করাইবার জন্ত লোক ডাকিতে গিয়াছে। কিম্বা হয়ত সে পুলিশে খবর দিতেও পারে। তাহা হইলেই তো সর্ব্বনাশ! পুলিশে যদি তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায় ত' তাহাকে

তাহার বাবার শরণাপন্ন হইতেই হইবে এবং বাবা যদি তাহার এ-সব ব্যাপার জানিতে পারেন, যদি জানিতে পারেন যে ছেলে তাহার কোন্ অজ্ঞাতকুলশীলা যুবতীর সঙ্গে প্রেম করিতে গিয়া মার খাইয়া পুলিশের হাতে পড়িয়াছে তাহা হইলে তিনিই বা কি মনে করিবেন এবং সে-ই বা তাঁহার কাছে আর মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া! এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রতুল সেই ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। একবার ভাবিল, এখান হইতে পলায়ন করিবার কোনও পথ যদি থাকে ত' সেই পথ দিয়া সে পলায়ন করিবে। কিন্তু দরজার কাছে গিয়া, দরজাটা বার-কতক টানিয়া টানিয়া, এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল, নিরুপায়! পলাইবার পথ নাই। কিন্তু এই সামান্য অপরাধ—অপরাধই বা এমন কী, রেণুকা যুবতী, সেও যুবক, দু'জন দু'জনকে ভালবাসিয়াছে, ভালবাসিয়া সে না হয় রেণুকাকে জড়াইয়া ধরিয়া একটি চুম্বন করিয়াছে, তাও আবার কাহারও অনিচ্ছাসত্ত্বে নয়,—ইহারই জন্য রেণুকার মা যে রাগিয়া চটিয়া একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া তাহাকে এইরূপ ভাবে বন্দী করিয়া রাখিয়া শাস্তি দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিবে তাহা সে কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। আর ইহা যদি অপরাধই হইয়া থাকে ত' সে-অপরাধ কি একা তাহারই? রেণুকাও ইহার জন্য সমান দোষী। সে যদি আগে তাহাকে ভালবাসার কথা

না জানাইত তাহা হইলে তাহার সাধ্য ছিল না যে, রেণুকাকে তাহার নিজের ভালবাসার কথা একটিবারের জন্তও মুখ ফুটিয়া জানায়। ভক্ত পূজারীর মত হয়ত' সে তাহার পূজার পুষ্প হাতে লইয়া প্রতিমার সুমুখে নীরবেই দাঁড়াইয়া থাকিত যতদিন না দেবী প্রসন্না হইয়া পূজার অর্ঘ্য নিজে হইতে গ্রহণ করিতেন—ততদিন!

প্রতুল ভাবিতে লাগিল—পুলিশ যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে ত' সে কি বলিবে। পকেট হাত্‌ড়াইয়া দেখিল, রেণুকার নিজের হাতের লেখা তাহার সেই নাম ও ঠিকানার কাগজটি এখনও তাহার কাছেই রহিয়াছে। সে যে রেণুকার নির্দ্দেশ মতই এখানে আসিয়াছে, তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে যে তাহার পিছু পিছু ধাওয়া করিয়া তাহার উপর অত্যাচার করিতে এখানে আসে নাই, ইহাই তাহার প্রমাণ। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, রেণুকা তাহাকে যে-সব কথা বলিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ অবশ্য কোথাও কিছুই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া পুলিশের কাছে এই সব কথা যদি তাহাকে বলিতে হয় ত' তাহার চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে। এবং রেণুকার লজ্জাই তাহাতে বেশি হইবার কথা। প্রতুল তাহার মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিল, না, তাহা সে কখনই করিবে না; রেণুকা যাহাতে লজ্জা পাইবে তাহা সে জীবন থাকিতে কখনই করিতে পারে না।

রেণুকার মা না হয় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেছে, কিন্তু

রেণুকা কোথায় ? প্রতুল ভাবিল, রেণুকা যদি বাড়ীতে থাকে ত' সে কি আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে ? হয় সে দরজার তালা খুলিয়া দিয়া তাহার এই বিপদ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবে, আর তাহা যদি একান্তই তাহার সাধ্যাতীত হয় ত' নিশ্চয়ই সে তাহার মার কাছে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া বলিবে যে. উহাকে ছাড়িয়া দাও। হয় ত' সে তাহার মা'র এই প্রচণ্ড মূর্ত্তি দেখিয়া বলিতে পারে নাই, ফিরিয়া আসিলেই বলিবে। কিন্তু রাগের মাথায় তাহাকেও যে মা তাহার আর একটা ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া যায় নাই তাই বা কে জানে !

বাড়ীর দরজায় মোটরগাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল বলিয়া মনে হয়। প্রতুল আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না বলিয়া একটা সোফার উপর বসিয়া পড়িয়াছিল, আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দ। কাহারা যেন ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া আসিতেছে। প্রতুল উৎকর্ণ হইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার এক বর্ণও সে বুঝিতে পারিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরেই তালা খোলার শব্দ। ঘরে ঢুকিল রেণুকার মা আর তাহার সঙ্গে বেঁটে মত একটা কিম্ভূতকিমাকার লোক। লোকটাকে দেখিলেই গুণ্ডা বলিয়া মনে হয়। পায়ে নাগরা

জুতা, গায়ে হাত-কাটা ফতুয়া, মুখে গোঁফ ত' আছেই, তাহার উপর ফ্রেঞ্চ্-কাট দাড়ি, চোখ দুইটি ছোট কিন্তু গোলাকার। দেখিলেই অত্যন্ত ইতর গুণ্ডা বলিয়া মনে হয়। ঘরে ঢুকিয়াই সে প্রতুলের কাছে আগাইয়া গিয়া এমন ভাবে তাহার মুখের পানে তাকাইযা একবার হাসিল যে, তাহার হাসি দেখিয়াই প্রতুলের তখন হইয়া গেছে।

প্রতুল চুপ করিযা দাঁড়াইয়াইছিল, লোকটা হাতের ইসারায় পাশের সোফাখানা দেখাইয়া দিযা বলিল, "বোসো হে! অমন করে' দাঁড়িযে রইলে যে?"

প্রতুল তবুও বসিল না দেখিয়া লোকটা তাহার আরও কাছে আগাইয়া গিয়া পানে-রাঙা লাল রঙের ছোট ছোট দাঁতগুলা বাহির করিয়া মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, 'বসলে না যে? ইয়ারকি মনে হলো নাকি?'

বলিয়াই ফট্ করিয়া প্রতুলের গালের ওপর এক চড় মারিয়া বলিল, 'বোস্! প্রেম করবার আর জায়গা পাওনি শালা?'

প্রতুলের আপাদমস্তক তখন রাগে একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে লোকটার সঙ্গে রীতিমত মারামারি করে, কিন্তু উপায় নাই। সে একা, নিতান্তই একা। এবং মারামারি করিয়া ফল বিশেষ কিছু হইবে বলিয়া মনে হয় না। যে লোক এমনি অভদ্রভাবে আসিয়াই মানুষকে গালাগালি

দিয়া চড় মারিয়া বসে, সে লোক অপমানিত হইলে বুকে যে ছুরি বসাইয়া দিবে না তাই বা কে বলিতে পারে! সুতরাং এ-ক্ষেত্রে চড় খাইয়া প্রতুলকে চুপ করিয়া বসিতেই হইল।

লোকটা ডাকিল, 'বিরাজ!'

রেণুকার মা লোকটাকে ঘরে ঢুকাইয়া দিয়াই সরিয়া পড়িয়াছিল, বিরাজ বলিয়া ডাকিতেই দেখা গেল সে আবার দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে কি উহারই নাম বিরাজ নাকি? আর এই গুণ্ডাটা তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল!

লোকটা বলিল, 'একটা কাগজ কলম দাও ত!'

দূরে একটা টেবিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বিরাজ বলিল, 'ওইখানে আছে।'

লোকটা তৎক্ষণাৎ কাগজ কলম আনিয়া প্রতুলের হাতের কাছে ধরিয়া দিয়া বলিল, 'লেখো ত' বাছাধন, লক্ষীছেলেটির মত যা বলছি লিখে যাও, আর নইলে——' বলিয়াই তাহার কোমরে-বাঁধা খাপ হইতে ফস্ করিয়া একটা সাদা চক্‌চকে ছোরা বাহির করিয়া বলিল, 'এইটি দিয়ে ভুঁড়িটি তোমার ফাঁসিয়ে দিয়ে চলে যাব। নাও, লেখো তোমার বাবাকে। লেখো —একটি কথা যেন ইদিক্-উদিক্ না হয়। লেখো—বাবা, বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। এমন একটা কুৎসিত ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িয়াছি যাহা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে অবিলম্বে আমার

পাঁচ শ' টাকার প্রয়োজন। টাকা যদি এই লোকের হাতে পাঠাইয়া দেন ত' জীবন লইয়া ফিরিয়া গিয়া আমার অপরাধের কথা আপনাকে সবিস্তারে বলিয়া আপনার কাছে ক্ষমা চাহিব, আর যদি রাগ করিয়া টাকা না পাঠান তাহা হইলে আমাকে পুলিশের হাতে যাইতে হইবে এবং নালিশ-মোকর্দ্দমা হইলে কেলেঙ্কারীর আর বাকি কিছুই থাকিবে না। তখন আর আপনাকে আমি মুখ দেখাইতে পারিব না। হয় আত্মহত্যা করিব আর নয় দেশত্যাগী হইব। যদি বিশ্বাস না করেন ত' এই লোকের মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া আপনি নিজে আসিয়াও আমাকে এখান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। টাকা ইঁহারা চান না, তবু টাকা দিয়া যদি মান বাঁচে সেই আশায় কোনো রকমে ইহাদিগকে আটকাইয়া রাখিয়া এই লোক পাঠাইলাম। নিবেদন ইতি—সেবক—প্রতুল।'

কথাগুলা লোকটা অনর্গল মুখস্থ বলিয়া গেল আর প্রতুল তাহার প্রাণের ভয়ে তাহাই লিখিল।

লেখাটা শেষ হইবামাত্র প্রতুলকে দিয়া তাহার বাবার নাম ও ঠিকানা লেখাইয়া কাগজখানি সে সরাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ আর একখানি কাগজ বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'লেখো—এতে লেখো— ইংরেজিতে—On demand I promise to pay Srimati Birajmohini Sen mother of Miss Renuka

Sen the sum of Rupees Five Thousand only Rs 5000 with an interest at the rate of 5 per cent per annum. 5th August 1930.

লোকটা ইংরাজিও জানে। প্রতুলের লেখা শেষ হইবামাত্র সে হাত বাড়াইয়া বলিল, 'টিকিট?'

বিরজা টিকিট লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। টিকিটখানি তাহার হাতে দিতেই সে থুতু দিয়া তৎক্ষণাৎ সেটি কাগজে আটিয়া দিয়া বলিল— 'এইবার তোমার নাম সহি করে' দাও এতে। এটা কিছু নয়, এর জন্যে তুমি ভেবো না। এ শুধু বিরাজের কাছে রেখে দেওয়া হবে। বাস্।'

টিকিটের উপর প্রতুল ধীরে ধীরে তাহার নামটি সহি করিয়া দিল।

লোকটি বলিল, 'ঠিকানা দাও। তোমার বাড়ীর ঠিকানা।'

প্রতুল ঠিকানা লিখিয়া দিলে হ্যাণ্ডনোটখানি বিরজামোহিনীর হাতে তুলিয়া দিয়া আগেকার চিঠিখানি সে পকেটে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় বিরজাকে কি যেন একটা ইঙ্গিত করিতেই বিরজা বাহির হইতে আবার তেমনি দরজাটা বন্ধ করিয়া তাহাতে তালা লাগাইয়া দিল।

প্রতুল আবার বন্দী!

এবার তাহার মাথার ভিতরটা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে।

এইটুকু সময়ের মধ্যে কি ব্যাপার যে ঘটিয়া গেল তাহাই সে আর একবার ভাল করিয়া ভাবিতে বসিল। প্রাণের ভয়ে এই গুণ্ডাটা এতক্ষণ তাহাকে যাহা বলিয়াছে তাহাই সে লিখিয়া দিয়াছে। পাঁচশ' টাকা চাহিয়া তাহার বাবাকে একখানি চিঠি লিখিয়াছে আর পাঁচ হাজার টাকার একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়াছে। প্রত্যেকটি কথা এই লোকটার যেন মুখস্থ। এ কাজ করিয়া করিয়া সে যেন অভ্যস্ত হইয়া গেছে। তবে কি ইহাই ইহাদের ব্যবসা নাকি? ওই মেয়েটার ফাঁদ পাতিয়া ছেলে ধরিয়া আনিয়া এমনি করিরা টাকা আদায় করা! তবে কি রেণুকাও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে? কিন্তু না, প্রতুলের মন তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চায় না। রেণুকা নির্দোষ! রেণুকা এ-সবের কিছুই জানে না। তাহাকেও এমনি একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া সুযোগ বুঝিয়া তাহার মা-ই এই সব কাণ্ড করিতেছে। কিন্তু মাকে তাহার ওই লোকটা নাম ধরিয়া ডাকিল: কেন? সে কি তবে রেণুকাদের আত্মীয়স্বজন? এমনি সব নানান্ জটিল প্রশ্নের ধাঁধাঁর মধ্যে পড়িয়া প্রতুলের শুধু মনে হইতে লাগিল, চিঠিখানি পাইয়া তাহার বাবা কি করিবেন। হয় ত' রাগিয়া আগুন হইয়া এইখানে তিনি ছুটিয়া আসিবেন কিম্বা হয় ত' …না, চিঠি লিখিয়া সে ভাল কাজ করে নাই। তাহার চেয়ে গুণ্ডাটা যদি তাহাকে ওই ছোরা দিয়া খুন করিয়াও ফেলিত ত'

তাহাও বরং ছিল ভাল। ছি ছি, প্রাণের ভয়ে ভীরু কাপুরুষের মত এ কাজ করা তাহার উচিত হয় নাই।

এম্‌নি করিয়া কতক্ষণ কাটিয়াছে তাহার কে জানে।

মানসিক দুশ্চিন্তায় ক্লান্ত কাতর হইয়া হঠাৎ কোন্ সময় সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুম ঠিক নয়, আধ ঘুম আধ চেতনার কেমন যেন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন জড়ীভূত ভাব।

অকস্মাৎ নীচের তলায় কিসের যেন একটা বিরাট শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কোথায় যেন উপ্‌রি-উপ্‌রি কয়েকটি গুলির আওয়াজ। নীচে কে যেন আর্ত্তনাদ করিতেছে।

তাহার পর দরজা খোলার শব্দ। তাকাইয়া দেখে, তাহারই ঘরের দরজা খুলিয়া উন্মাদিনীর মত কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপিতে কাঁপিতে রেণুকা আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে। তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না!

—'কি হলো রেণুকা?'

রেণুকা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।—'আমার মা! আমার মা'র কি হ'লো—কে এ কাজ করলে? এসো—দেখবে এসো।'

দু'জনেই তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ধরিয়া নীচে নামিয়া গেল।

ব্যাপার দেখিয়া প্রতুল একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিল, রেণুকার মা সিঁড়ির নীচে গড়াইয়া পড়িয়াছে। কপালের পাশ দিয়া কাঁচা রক্ত গড়াইয়া

সারা মুখে-চোখে-কাপড়ে লাল দাগ লাগিয়াছে। কাছে গিয়া দেখিল, প্রাণহীন নিসাড় নিঃশব্দ দেহ। মনে হয় কে যেন তাহাকে এইমাত্র' গুলি করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আর ওদিকেও ঠিক তেমনি রক্তাক্ত কলেবরে আর-একজন। সেই গুণ্ডাটা। সেও গুলি খাইয়াছে, কিন্তু এখনও সে মরে নাই। মরিবার আগে মানুষ যেমন করিয়া ছট্‌ফট্ করে সেও ঠিক তেমনি করিয়াই অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে।

কিন্তু কে এমন নৃশংস ভাবে ইহাদের হত্যা করিয়া গেল কে জানে!

প্রতুল ছুটিয়া একবার বাহিরে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, কেহ কোথাও নাই।

গুণ্ডাটা প্রতুলকে তাহার কাছে ডাকিল। জামার পকেট হইতে নোটের একটি বাণ্ডিল বাহির করিয়া প্রতুলের হাতে দিয়া বলিল, 'নাও। তোমার বাবা এই পাঁচশ' টাকা দিলেন। দিয়ে বললেন, 'ও যেন আমার বাড়ী আর না ঢোকে। হাণ্ডনোট-খানা বিরাজকে দিয়াছিলাম?—আঃ, ওই যে ছোঁড়াটা গুলি করে' পালালো ওকে আমি চিনতে পেরেছি।'

প্রতুল ঝুঁকিয়া পড়িল। বলিল, 'কে? কোথায় থাকে? কি নাম?'

লোকটা হাত নাড়িল, মাথা নাড়িল। বলিল, 'না। তার আর

দরকার নেই। ঠিকই হয়েছে। আমাদের কাজের উপযুক্ত প্রতিশোধ। ওকেও ঠিক তোমারই মত রেণু একদিন ধরে এনেছিল। মস্ত বড়লোকের ছেলে। এমনি করেই একদিন ওর বাপের কাছ থেকে পাঁচশ টাকা আদায় করে' এনেছিলাম। বিরাজ আমায় আসতে দেখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল, ওকে প্রথম মারে, তারপর আমি ওকে আগ্‌লাই, তখন সে আমাকেও।—যাক্, পুলিশে খবর দিও। বোলো আমরা কিছু জানিনি। ওপর থেকে গুলির শব্দ পেয়ে নীচে নেমে এসে দেখি—এই কাণ্ড। আমায় তোমরা চেনো সেকথা বোলো না। রেণু বিপদে পড়বে।—আর', বলিয়া সে তাহার কোমরের ছোরাখানা দেখাইয়া বলিল, 'এখানা টেনে খুলে ফ্যালো। তারপর যেখানে হোক্ ছুঁড়ে ফেলে দিও।' এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে অতিকষ্টে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ বুজিয়া কি যেন ভাবিল তাহারপর বলিল, 'না, তার চেয়ে এক কাজ করো। তুমি এর মধ্যে থেকো না তোমার বাবা যদি পুলিশের কাছে আমার কথা...তাহ'লে রেণুকে বাঁচানো দায় হবে। তোমার হ্যাণ্ডনোটখানা নিয়ে তুমি এ বাড়ী থেকে চলে যাও। তবে রেণুকে তুমি দেখো, ওকে সাহায্য কোরো, তোমার দুটি হাতে ধরে' বলছি—'

প্রতুলের হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'তোমারই হাতে রেণুকে দিয়ে গেলাম। রেনু!'

রেণু কাছেই বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিল। তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া একবার তাকাইল। লোকটা বলিল, 'তুই যে আমায় চিনিস সেকথা পুলিসের কাছে বলিসনি। আর এই প্রতুলের কাছে চিরকাল থাকিস্। ওর কথার অবাধ্য কোনোদিন হোস্‌নি। তোর মা'র মত কোনোদিন যেন— তাহ'লে মরেও আমরা সুখে থাকব না। আজ মরবার দিনে তোকে একটা কথা বলে' যাই মা রেণু, কাছে আয়!'

রেণু তাহার আরও কাছে আগাইয়া আসিল সে তাহার একখানি হাত একবার ধরিবার চেষ্টা করিল কিন্তু জীবন তখন তাহার শেষ হইয়া আসিয়াছে। হাতটা কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল। বলিল, 'তোকে কোনোদিন জানাইনি। আমি তোর বাবা।'

ইহাই তাহার শেষ কথা। আর কিছু সে বলিতে পারিল না। প্রতুল তাড়াতাড়ি তাহার কোমর হইতে ছোরাটা টানিয়া বাহির করিয়া লইয়াই চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া আবার সে ফিরিয়া আসিয়া ক্রন্দনরতা রেনুকার হাতে ধরিয়া বলিল, 'ওঠো। কাঁদলে চলবে না। দ্যাখো, তোমার মা আমার হ্যাণ্ডনোটটা কোথায় রেখেছেন।'

কাঁদিতে কাঁদিতে রেনুকা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার নিজেরই আঁচলের খুঁট হইতে হ্যাণ্ডনোটের কাগজখানি খুলিয়া

প্রতুলের হাতে দিয়া বলিল, 'তুমি এক্ষুনি আবার আসবে ত' ?'

'হ্যাঁ' বলিয়া প্রতুল ঘাড় নাড়িয়া তাহাকে কি কি করিতে হইবে তাহাই শিখাইয়া দিল।

রেনুকা বলিল, 'কিন্তু একা আমি এই এদের নিয়ে—এই রাত্রে—'

প্রতুল বলিল, 'আমি চলে যাবার পরেই তুমি কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় বেরিয়ে যাকে বলবে ত' সে ই পুলিশ ডেকে দেবে।'

এই বলিয়া প্রতুল আর সেখানে অপেক্ষা করিল না। মৃতদেহ দুইটার দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

পুলিশের হাঙ্গামা বিশেষ কিছুই হইল না। কোনও অসৎ অভিপ্রায়ে হয়ত' কেহ ঘরে ঢুকিয়া ছিল। বিরাজের কাছে প্রথম বাধা পাইয়া আগে তাহাকে হত্যা করিয়াছে। তাহারপর অপরিচিত এই আগন্তুক বাহির হইতে আসিয়া তাহাকে বাধা দিবামাত্র তাহাকেও হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

যাই হোক, মৃতদেহ হাঁসপাতালে চালান গেল। আততায়ীর সন্ধান চলিতে লাগিল।

কিন্তু বিভ্রাট বাধিল প্রতুলের বাড়ীতে।

প্রতুলকে দেখিবামাত্র চন্দ্রমাধববাবু ক্ষেপিয়া উঠিলেন।

চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'বেরিয়ে যা হতভাগা, তুই আবার আমার বাড়ী কি জন্য ঢুকেছিস—বেরিয়ে যা!'

প্রতুল তবু তাঁহার কাছে আগাইয়া গেল। পকেট হইতে পাঁচশ' টাকার নোটের তাড়াটি বাহির করিয়া পিতার পদপ্রান্তে রাখিয়া দিয়া বলিল, 'ফিরিয়ে এনেছি। নিন্।'

চন্দ্রমাধববাবু সে আশা করেন নাই। টাকাগুলি প্রতুল ফিরাইয়া আনিয়াছে দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, 'ফিরিয়ে না হয় এনেছ, কিন্তু কি হয়েছিল শুনি?'

প্রতুল মিথ্যা বলিল। বলিল, 'গুণ্ডাটা আমাদের চেনে। আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় করবার জন্যে আমায় একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়ে পিস্তল দেখিয়ে এই কাণ্ড করেছিল। তারপর অতিকষ্টে টাকাগুলো ছিনিয়ে এনেছি।

চন্দ্রমাধববাবু ভীতু মানুষ। বলিলেন, 'সর্ব্বনাশ! কেন ছিনিয়ে আনতে গেলি বাপু? যেতো ত' যেতো ত' না হয় পাঁচশ' টাকাই যেতো। ওরা যখন অমন করতে পারে তখন মেরে ফেলতে বা কতক্ষণ!

এই বলিয়া পুত্রের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া চন্দ্রমাধববাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'খবরদার, আর যেন একলা অমন করে' বাড়ী থেকে বেরোসনি। বাড়ীর গাড়ী রয়েছে, গাড়ী করেই কলেজে যাবি, আবার গাড়ীতেই ফিরে

আস্‌বি। এক একদিন যদি বেড়াতে ইচ্ছে হয় ত' গাড়ী নিয়েই বেরোস।'

ঘাড় নাড়িয়া প্রতুল চলিয়া গেল বটে, কিন্তু সে মহা সমস্যায় পড়িল।

এখনই ফিরিবা আসিতেছে বলিয়া সে রেণুকাকে কথা দিয়া আসিয়াছে। দুই দুইটা মৃতদেহ তাহার দরজায় পড়িয়া। রেণু একা। কেমন করিয়া সে এই বিপদের সম্মুখীন হইবে, কেমন করিয়া সামলাইবে, কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। কি হইল না হইল নিজে গিয়া অন্ততঃ তাহার দেখিয়া আসাও একবার উচিত। কিন্তু শুধু দেখিয়া আসিলেই চলিবে না রেণুকা একা ও বাড়ীতে আজ রাত্রি কাটাইতে যদি না পারে ত' তাহাকে সেখানে থাকিতে হইবে।—বাস্‌, আজই সন্ধ্যায় এই গুণ্ডার কাণ্ডটা ঘটিয়া গেছে, তাহারপর রাত্রে যদি সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়া সমস্ত রাত্রি আর ফিরিয়া না আসে ত' বুড়া বাপের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধই তাহার এইখানেই শেষ।

কি যে করিবে প্রতুল তাহাই ভাবিতে লাগিল।

রেণুকা যত সুন্দরই হোক, রেণুকাকে তাহার যত ভালই লাগুক, সে যে একজন বারবণিতার কন্যা এবং তাহাকে সে যে বিপদে ফেলিবার জন্যই লইয়া গিয়াছিল, ভালবাসিবার জন্য নয়,—সে কথাও তাহার মনে হইল। মনে হইল, আজ যদি এই আকস্মিক

দুর্ঘটনা না ঘটিত, তাহা হইলে তাহার বাবার দেওয়া পাঁচশ' টাকা তাহারা হাতে পাইয়াই তাহাকে লাথি মারিয়া বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিত, সাহায্য প্রার্থনা করা দূরে থাক, রেণুকাও ভবিষ্যতে কোনদিন আর তাহার সঙ্গে দেখা করিত কি না সন্দেহ।

কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া সে যে আজ মুক্তিলাভ করিয়াছে, ভালই হইয়াছে, আর আহার সেখানে যাইবার কি প্রয়োজন,—সে কথা সে কোন প্রকারেই ভাবিতে পারিল না। শুধু তাহার মনে হইতে লাগিল, রেণুকা বিপদে পড়িয়া আছে, তাহাকে বাঁচাইতে হইবে।

প্রতুল রান্নাঘরে গিয়া বলিল, 'ঠাকুর, খাবার হয়েছে? দাও ত' আমায় শীগ্‌গির-

বিমাতা শ্রীমতী রমারাণী রান্নাঘরের পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, 'কেন, এত কিসের লাট সায়েবের কাজ যে অমনি হুকুম করামাত্তর···দিয়েছিলে ত' এক্ষুনি পাঁচশ' টাকায় জল!'

প্রতুল এমনি একটা ছুতাই খুঁজিতেছিল। বলিল, 'টাকা ত' ফিরিয়ে এনে দিয়েছি। তার জন্যে আবার এত কথা কেন?'

রমা বলিল, 'দাঁড়াও বাবা, তোমাদের ছল চাতুরি কি আর বোঝবার জো আছে? নোট- গুলো বাবুকে আলাদা করে' রেখে দিতে বললাম। বদলে নিয়ে এসেছ কিনা তাই বা কে জানে।'

প্রতুল বলিল, 'সে মতলব যদি থাকতো তা হ'লে ফিরিয়েও আনতাম না।'

'ফিরিয়ে না আনলে কি আর বাড়া ঢুকতে পেতে মনে করেছ ?'

প্রতুল রাগিয়া উঠিল, বলিল, 'বাড়ী কি তোমার একার নাকি ?'

রমা বলিল, 'তাও বুঝি জানো না ? তা বেশ, না যদি জানো ত' আজ থেকে জেনে রাখো যে, বাড়ী আমার। আমার একার।'

প্রতুল বলিল, 'তাহ'লে তুমিও জেনে রেখো যে, প্রতুল তার বাবার বাড়ীতে হয়ত' অপমান সহ্য করেও থাকতে পারে, কিন্তু অন্যের বাড়ীতে আদর পেলেও থাকে না।'

রমা ভেংচি কাটিয়া বলিল, 'না থেকে তুমি যাবে কোথায় শুনি ? এখনও ত' শ্বশুর বাড়ীও হয়নি যে, রাগ করে' সেখানে দুদিন থেকে আসবে।'

প্রতুল আর কোনও কথা বলিল না। ধীরে ধীরে পিছন সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

দোষ আজ প্রতুলের কিছুই নাই। দোষ রমার। পাছে তাহার স্বামী কিছু বলে ভাবিয়া ঠাকুরকে সে একটু পরেই ফিরিয়া পাঠাইল—প্রতুলকে ডাকিবার জন্য। কিন্তু ঠাকুর আসিয়া সংবাদ দিল—প্রতুল নাই।

কোথায় গেল দেখিবার জন্য রমা নিজেই নীচে নামিয়া প্রতুলের পড়িবার ঘরে গিয়া ঢুকিল। দেখিল সত্য সত্যই সে বাড়ী হইতে বাহিরহইয়া গেছে। ঘরের সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দেখে, তাঁহার পড়িবার টেবিলের উপর একটুকরা কাগজে ইংরেজিতে কি যেন লেখা রহিয়াছে।

রমা ইংরেজী পড়িতে জানে না। নিজের ছেলেটাও ছোট। সুতরাং কাগজখানা দেখাইতে হইলে তাহার স্বামীকেই দেখাইতে হয়। কিন্তু সে জানে—প্রতুল যদি সত্যই বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়া থাকে ত' এ কাগজে যাহা লেখা আছে, তাহা যে তাহারই বিরুদ্ধে তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

কাগজখানা তাই সে তৎক্ষণাৎ তাহার কাপড়ের তলায় লুকাইয়া ফেলিয়া চন্দ্রমাধববাবুর কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

প্রতুল একটুখানি দেরি করিয়াই রেণুকাদের বাড়ীর দুরজায় গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, রাস্তার উপর কোনও কোনও বাড়ীর রকে বসিয়া তখনও দু'চারজন লোক বোধকরি এই খুনের ব্যাপার লইয়াই জটলা করিতেছে, আর রেণুকাদের দরজায় দু'জন কনেষ্টবল বন্দুক লইয়া বোধকরি পাহারা দিতেছে। প্রতুল তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই তাহারা বলিল, 'দাঁড়ান বাবু সা'ব।'

প্রতুল যেন কিছুই জানে না! জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে? তোমরা কেন?'

একজন তাহাকে 'কোন্ শালা স্বদেশী ডাঁকুর গুলি করিয়া বাড়ীর গৃহিনীকে হত্যা করিবার কাহিনী বলিতে লাগিল; আর-একজন ভিতরে ঢুকিয়া বোধকরি রেণুকাকে ডাকিতে গেল।

রেণুকা তখনও বোধহয় কাঁদিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতেই সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া প্রতুলকে দেখিয়াই বলিল, 'এসো।'

উপরে গিয়া দু'জনে পাশাপাশি বসিল। রেণুকা বলিল, 'গোলমাল কিছু হয়নি। তার কারণ—'

এই বলিয়া কথাটউচ্চারণ করিতে গিয়া গলাটা তাহার ভারি হইয়া আসিল। মাথা নত করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে কহিল, 'বাবা তখনও বেঁচে ছিলেন। পুলিশের কাছে উনি নিজেই বললেন, কথা তখন আর মুখ দিয়ে সহজে বেরোচ্ছিল না, তবু অতিকষ্টে যেটুকু বললেন তাইতেই সব কাজ হয়ে গেল। পুলিশ তার নাম ঠিকানা জানতে চাইলে, কিন্তু সেকথা তিনি আর বলতে পারলেন না, চোখদুটো দেখতে দেখতে ঘোলাটে হয়ে গেল। আমি শুধু বললাম যে উঠোউঠি গুলির শব্দ পেয়ে নীচে নেমে গিয়ে দেখি—এই কাণ্ড। তারপরেই একে ওকে দু'চারজনকে পুলিশ দু'চার কথা জিজ্ঞেস করেই লাশদুটো হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিলে। যাবার সময় আমি খুব কাঁদছিলাম, ইন্সপেক্টরবাবুটি বেশ ভদ্রলোক, আমায় বলে

গেলেন, তোমার ভয় নেই, আমি দু'জন কনেষ্টবল পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার আত্মীয় স্বজন আপনার লোক যদি কেউ থাকে ত' তাদের খবর দাও, লাশের সৎকার যদি করতে চাও ত' কাল সকালে থানায় খবর দিলেই আমি সব ব্যবস্থা করে' দেবো।—আচ্ছা, সৎকারের কি ব্যবস্থা হবে তাহ'লে?'

প্রতুলও মাথা হেঁট করিয়া ভাবিতে লাগিল।

রেণুকা বলিল, 'থাক্‌গে। আমরা আর একাএকা কোথায় কি করব বল। তার চেয়ে ওরা যা খুশী তাই করবে।'

প্রতুল বলিল, 'সেই ভালো।'

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রেণুকা বলিল, 'যে মেয়েটি আমাদের রান্না করে সে এসেছিল, এক্ষুনি তাকে আমি আবার আসতে বলেছি। আমি কিন্তু একলা-ঘরে কিছুতেই আজ থাকতে পারব না, আজ রাত্রে এইখানে আপনাকে খেতেও হবে, থাকতেও হবে।'

প্রতুল তাহার মুখের পানে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'শুধু আজ রাত্রির জন্যে নয় রেণুকা, বাড়ী ফেরবার পথ আমি আর রাখিনি। আজ থেকে তোমার কাছেই রইলাম, তুমি যদি না কোনোদিন তাড়িয়ে দাও।'

প্রতুলের পাদুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রেণুকা সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল।—'তুমি আমায় ক্ষমা কর।'

যে বাড়ীর মধ্যে একসঙ্গে দুইদুইটা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া গেল সে বাড়ীতে রেণুকা কিছুতেই বাস করিতে পারিতেছিল না। ক্রমাগত বলিতেছিল, 'না বাপু, দিবারাত্তির আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে। নীচে ত' নামতেই পারি না, তা ছাড়া অন্ধকারে যেদিকে যাচ্ছি, একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে থাকলেই মনে হচ্ছে—মা যেন আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।'

প্রতুল বলিল, 'কাজ কি এ-বাড়ীতে থেকে, চল তাহ'লে আমরা অন্য কোথাও উঠে যাই!'

'সেই ভালো। এ বাড়ী কি তাহ'লে ভাড়া দেবে, না বিক্রি করবে?'

প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, 'এ বাড়ী কি তোমাদের নিজের?'

রেণুকা বলিল, 'ওমা! তাও জানো না বুঝি?'

প্রতুল বলিল, 'তবে ত' তুমি বড়লোক, আর ওই কাণ্ড করে' কতগুলি টাকা তোমার মা জমিয়ে গেছেন শুনি?'

রেণুকার লজ্জা হইল। বলিল, 'যাও!'

প্রতুল বলিল, 'যাও নয় রেণুকা, শুনলে তবু মনে খানিকটা ভরসা হবে। বাপের সম্পত্তি ত' দিয়ে এলাম ছেড়ে। ভবিষ্যতে পাই কি না পাই তার কোনও স্থিরতা নেই, বিমাতা আছেন। এ দিকেও যদি শুনি তোমারও শুধু এই বাড়ীখানি সম্বল, তাহ'লে আমায় একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখতে হয়।'

রেণুকা বলিল, 'না এখন আর তোমায় কোন চেষ্টাই করতে হবে না। কাল তুমি ঘুমোলে পর অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে বসে আমি নোটগুলো গুণেছি। দশ হাজার তিন শ' কি চার শ' টাকা হবে।'

প্রতুল বলিল, 'তাহ'লে ঠকিনি। কি বল?'

রেণুকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না ঠকোনি।'

প্রতুল হাসিতে লাগিল।

রেণুকা জিজ্ঞাসা করিল, 'অমন করে' হাসছো যে?'

'অনেককে ঠকিয়েছ কিন্তু আমাকে ঠকাতে আর পারলে না দেখছি।'

রেণুকা বলিল, 'আবার যদি ও-কথা বলবে ত' আমি রাগ করব বলে দিচ্ছি।'

প্রতুল বলিল, 'বাঃ, তুমি করতে পেরেছে আর আমি বলতে পারব না?'

'না, তুমি বলতে পাবে না। সে রেণুকা ত' আর নেই, সে মরেছে।'

'সত্যিই মরেছে ত?'

'হ্যাঁ সত্যিই মরেছে।'

প্রতুল বলিল, 'কাল এক কাজ করতে হবে। অত অত নগদ টাকা বাড়ীতে রাখা উচিত নয়, ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। আর এই

বাড়ীটা বিক্রি করে' অন্য কোথাও চল আমরা ছোট মত একখানি বাড়ী তৈরি করি।'

রেণুকা বলিল, 'বেশ তাহ'লে কাল থেকে বাড়ীর খদ্দের দেখো।'

কলেজের পড়া রেণুকা ছাড়িয়া দিয়াছে। বাড়ীখানিও বিক্রি করিয়া সেই টাকা দিয়া আর-একখানি ছোট বাড়ী কিনিয়া তাহারা তাহাদের নূতন্ বাড়ীতে গিয়া নূতন সংসার পাতাইয়াছে।

প্রতুল এক একদিন হাসি রহস্য করিয়া বলে, 'আমাদের ত বিয়ে হলো না রেণুকা, অথচ আমরা দু'জন দু'জনকে ভালবাসি।'

রেণুকাও হাসিয়া বলে, 'বেশ ত' মশাই, ডাকুন না একজন পুরুত বামুন, তারপর এতই যদি সখ হয়ে থাকে ত' টোপর মাথায় দিয়ে বর সেজে মন্ত্র পরে কর না একদিন বিয়ে! কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, চেলি পরিয়ে আমি তোমায় বর সাজিয়ে দেবো কিন্তু।'

'আর আমি তোমায় ক'নে সাজাবো।'

রেণুকা বলে, 'তাই একদিন করলে হয়।'

প্রতুল দুষ্টমি করিয়া রেণুকাকে রাগাইবার জন্য বলে, 'করলে হয় নয় রেণুকা, করা উচিত। পুরুত-বামুন অন্ততঃ সাক্ষী থাকবে,

নইলে বিশ্বাস কি, আমার চেয়ে ভাল যদি কোনোদিন কাউকে পাও ত' তখন হয় ত' আমাকে তাড়িয়ে দিতেও পার। বলবে, 'কে তোমার স্ত্রী ?'

রেণুকা মুখ ভারি করিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকে। রাগিয়া প্রতুলের সঙ্গে কথা বলে না।

প্রতুল তখন নিজেই তাহাকে সাধিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'রাগলে নাকি ?'

রেণুকা মুখ টিপিয়া হাসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসে।

প্রতুল তাহার হাতে ধরিয়া বলে, 'বা রে, তাহ'লে হাসি-রহস্য করেও কিছু বলবার উপায় নেই ?'

রেণুকা বলে, 'হ্যাঁ, হাসি রহস্য করবার আর ইয়ে পেলে না ?'

প্রতুল বলে, 'কিন্তু তুমি ত' আমাকে ভালো বাসোনি রেণুকা, ভাল আমিই আগে বেসেছি।'

রেণুকা বলে, 'আগে না ভালবাসলে বুঝি আর ভালবাসা হয় না ? ভাল যে বাসিনি তাই বা তুমি কেমন করে' জানলে ?'

প্রতুল বলে, তাহ'লে আমার আগে যে-সব বেচারীদের ডেকে এনে এনে জবাই করতে তাদেরও তুমি—'

রেণুকা তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া প্রতুলের মুখটা চাপিয়া ধরে। বলে, 'বোলো না বলছি। চুপ কর।

প্রতুল তখন চুপ করিতে বাধ্য হয়।

এমনি করিয়া হাসিতে, কান্নায, মান-অভিমানে, গানে গল্পে দিন তাহাদের মন্দ কাটে না।

এক একদিন প্রতুল তাহার বাবার কথা ভাবিতে গিয়া নিতান্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে।

রেণুকা তাহার কাছে গিয়া গলা জড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'কি ভাবছ বল ত?'

প্রতুল বলে, 'ভাবছি বাবার কথা। অনেকদিন কোনও খবর পাইনি, এখনও বেঁচে আছেন কিনা কে জানে।'

রেণুকা বলে, 'চল না একদিন দুজনে একসঙ্গে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে' আসি।

ম্লান একটুখানি হাসিয়া প্রতুল বলে, 'আমাদের তৎক্ষণাৎ তাহ'লে তিনি দূর্দূর্ করে' তাড়িয়ে দেবেন।'

'বেশ ত'। আমরা ত' আব থাকবার জন্যে যাচ্ছি না। তখন চল্লে আসব।'

'আর যদি বলেন তোমরা থাক।' 'থাকতে পারবে?'

'কেন পারব না? বেশ ত', শ্বশুর শাশুড়ী, দি'ব্যি কেমন বৌ সেজে মাথায় এমনি করে' ঘোম্‌টা দিয়ে তোমায় লজ্জা করে'... সত্যি আমার বড় সাধ হয়। চল, যাই একদিন। এখানে একজন দরোয়ান রেখে ঘর-দোর তালা বন্ধ করে দিন কয়েকের জন্যে শ্বশুরবাড়ী করে' আসি চল।'

এই বলিয়া মাথায় সত্যি-সত্যি ঘোমটা টানিয়া বৌ সাজিয়া রেণুকা হাসিতে হাসিতে একেবারে গড়াইয়া পড়ে।

প্রতুল বলে, 'ঠিক বলেছ। চল কালই যাই।'

কিন্তু যাওয়া আর তাহাদের শেষ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে না।

প্রতুলের কেমন যেন ভয়-ভয় করিতে থাকে লজ্জাও হয়। রেণুকা বলে, 'না বাপু, এ বেশ আছি, দুজনে স্বাধীন ভাবে নিজেদের যা খুসী তাই করছি, আর ওখানে গিয়ে বাবা রে বাবা, একে শ্বশুরবাড়ী, তার আবার সৎশ্বাশুড়ী, চুপি চুপি কথা বলতে হবে, হাসতে পাব না, বেড়াতে পাব না, সাধ করে' আর সে জেলখানায় বন্দী হয়ে কোনও লাভ নেই।'

প্রতুলও ভাবে, সেই ভালো! বিমাতার উপর দোষ দিয়া সে বলিয়া আসিয়াছে, বাবা তাহার তাহাই জানিয়া রাখুন, ইচ্ছা করিয়া নিজের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার কি প্রয়োজন!

রেণুকাকে লইয়া প্রতুল সেদিন বায়োস্কোপ দেখিতে গিয়াছিল। গিয়াছিল মোটরে, ফিরিয়া আসিল ট্রামে।

ট্রামটা যখন তাহাদের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, প্রতুলের কাণে কাণে রেণুকা চুপি চুপি বলিল,

'ওই লোকটা আমার পানে কি রকম ভাবে তাঁকাচ্ছে দেখেছ ?'

'কে ?' বলিয়া এদিক ওদিক চাইতেই ট্রামের সুমুখের বেঞ্চে যাহার সঙ্গে প্রতুলের চোখোচোখি হইয়া গেল, সে তাহার বহুকালের বন্ধু—হেমেন।

প্রতুল বলিল, 'আরে হেমেন যে ?'

হেমেন তাহাদের কাছে উঠিয়া আসিতেছিল।

প্রতুল ও রেণুকা সেইখানেই নামিয়া পড়িয়া হেমেনকেও নামাইল।

প্রতুল হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আমার স্ত্রী বলছিল—লোকটা আমার পানে বিশ্রীভাবে তাকাচ্ছে।'

রেণুকা সলজ্জ হাসি হাসিয়া সে এক অপূর্ব্ব লীলায়িত ভঙ্গীতে হেমেনের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া প্রতুলের হাতে একটা চিম্‌টি কাটিয়া দিল।

হেমেন হাত জোড় করিয়া রেণুকাকে একটি নমস্কার করিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'মাপ্ করবেন। তাকাচ্ছিলাম সত্যি, কিন্তু বিশ্রীভাবে নয়, বিস্মিত ভাবে। বিস্মিত হবার প্রথম কারণ আপনার ওই অসাধারণ রূপ, দ্বিতীয় কারণ—আমার বন্ধু প্রতুলের পাশে আপনাকে বসে থাকতে দেখে আমি বুঝতেই পারছিলাম না—আমাদের না জানিয়ে শুনিয়ে প্রতুল

কখন আপনাকে লাভ করলে। এখন বোধ হয় আমার অভদ্রতা আপনি ক্ষমা করতে পারেন।'

রাস্তার প্রচুর গাড়ী ঘোড়া লোকজন, এমন ভাবে দাঁড়াইয়া কথা কওয়া তেমন নিরাপদ নয়। প্রতুল বলিল, 'চল না, বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়েই চল, অনেকদিন পরে দেখা, বসে বসে গল্প করিগে।'

হেমেন বলিল, 'তথাস্তু।'

দোতলায় তাহাদের বসিবার ঘরে হেমেনকে বসাইয়া পাশের ঘরে তাহারা কাপড় বদ্‌লাইয়া আসিতে গেল। রেণুকা বলিল, 'ছি' বন্ধুবান্ধব কেন আবার ডেকে আনতে গেলে বল ত? ও সব আমি ভালবাসি না।'

প্রতুল বলিল, 'ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তা হোক্ লক্ষ্মীটি, চল তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় করে' দিই।'

রেণুকা ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল।—'না, আমি কোনও লোকজনের সুমুখে বেরোব না। একেই ত' আমায় তুমি যা' তা' বলে' ক্ষেপাও তার ওপর—না বাপু, কাজ নেই। এই খানে বসে বসে আমি চা তৈরি করে' দিই, বল ত' খাবারও আনিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দুই বন্ধুতে গল্প করগে যাও।'

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রতুল কিছুতেই ছাড়িল না। বলিল, হেঁ-হেঁ ওই ত' দেখছ ওকে ওই বেঁটে খাটো মানুষটি, কিন্তু ওর কত

গুণ জানো? ওই বই লেখে। ওর পাঁচ ছ'খানা নভেল। মাসিক পত্রে ওর গল্প কবিতা তুমি পড়নি?'

রেণুকা বলিল, কি জানি বাপু, কত লোকের গল্প কবিতাই ত' পড়ি, কিন্তু নাম আর কত মনে রাখব?'

'তাহোক্ চল চল।' বলিয়া একরকম জোর করিয়াই রেণুকাকে প্রতুল তাহাদের বসিবার ঘরে টানিয়া আনিল।

হেমেন বলিল, আসুন! আসুন! কিন্তু হাঁ হে প্রতুল আমি ত' তোমার দাদা বলি না যে ওঁকে বৌদি বলে ডাক্‌ব, এখন ওঁকে কি বলে আমি সম্বোধন করি সেই হয়েছে আমার গুরুতর সমস্যা। এতক্ষণ বসে বসে সেই কথাই ভাবছিলাম।'

প্রতুল হাসিয়া বলিল, 'কবি লোক, তোমাদের ত' কথার ভাবনা ভাবতে হয় না। যাহোক্ একটা কিছু আবিষ্কার করে ফ্যালো।'

রেণুকা কিন্তু বসিল না। না বসিয়াই সে প্রতুলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, 'আমায় নিয়ে ত' এলে না হয় জোর করে, কিন্তু আমি এখানে থাকলে অতিথিকে শুক্‌নো মুখেই বিদেয় নিতে হবে। ঝির হাতের তৈরী চা কি তোমাদের পছন্দ হবে?'

প্রতুল কথা বলিবার আগেই হেমেন বলিয়া উঠিল, 'আজ্ঞে না। আপনি যান। শুক্‌নো মুখে যদি আমায় না ফিরে যেতে

হয় তাহ'লে কিছুক্ষণের জন্যে আপনার অদর্শন আমি নীরবেই সহ্য করব।'

এই বলিয়া সে একবার রেণুকার দিকে একবার প্রতুলের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল।

প্রতুল বলিল, তাহ'লে যাও।'

রেণুকা হাসিয়া পিছন ফিরিয়া চলিয়া গেল।

হেমেন জিজ্ঞাসা করিল, 'একি তোমার শ্বশুরবাড়ী প্রতুল?'

ঘাড় নাড়িয়া প্রতুল বলিল, 'হাঁ।'

'কই আর ত এখানে কাউকে দেখ্‌ছি নে।'

'সম্প্রতি আমরা দুজনেই আছি।'

'ভাল, ভাল, তোমার সৌভাগ্য 'ভাল তা আমি অনেকদিন থেকেই জানি।'

প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার বই-টই কতগুলি হলো?'

হেমেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তা ভাই হলো বইকি খান-সাতেক। বৌ ত আর হলো না, তাই বই নিয়েই দিন কাটছে।'

প্রতুল বলিল, 'ওঁকে তোমার খান কয়েক ভাল বই এনে দিয়ো হেমেন। ও ভারি বইএর ভক্ত।'

হেমেন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'আজ ত আর হয় না ভাই, কাল দেবো।'

প্রতুল হাসিয়া উঠিল।—'তাই বলে তোমায কি আর এখুনি উঠতে বলছি নাকি? কাল হোক্ পরশু হোক্—যেদিন তোমার খুসী, এনে দিও, আমি দাম দেবো।'

হেমেনও এইবার হাসিল।—'দাম দেবে কি হে? তোমার বিয়ের সময় নিমন্ত্রণ করলে আমায় বৌভাতের দিন যৌতুক দিতে হতো না? ধরে নাও, সেই যৌতুক এখনই দিলাম।'

এমনি ধারা কথাবার্ত্তা তাহাদের চলিতেছে, এমন সময় হাতে চায়ের ট্রে লইয়া রেণুকা প্রবেশ করিল।

হেমেন তাহার মুখের পানে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'চমৎকার! ঠিক এমনি ধারা একটা 'সিচুয়েশন' আমি আমার 'কাল-নাগিনী বইয়েতে দিয়েছি। কিন্তু তার নায়িকার হাত থেকে ট্রেটা পড়ে গিয়ে চায়ের পেয়ালাগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, এখানে তা হলো না এই যা তফাৎ।'

মৃদু হাসিয়া ট্রেটি টেবিলের উপর নামাইয়া রেণুকা বলিল, 'আর তফাৎ একটুখানি আছে। যে আগন্তুককে দেখে সবিতার হাত থেকে ট্রে পড়েছিল, সে আগন্তুক ছিল আরও একটু 'ইনটারেষ্টিং', আর আজকার এই রেণুকার আগন্তুক অত্যন্ত 'ডাল্'।'

হেমেন লাফাইয়া উঠিল।—'আমার 'কালনাগিনী' তাহ'লে আপনি পড়েছেন বলুন?'

প্রতুল বলিল, 'তবে আর এতক্ষণ তোমায় বললাম কি ? গল্প-উপন্যাসের উনি ভারি ভক্ত।'

হেমেনের মুখখানা তখন আনন্দে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

গত কয়েকদিন হইতে প্রতুল তাহার বাবার কথাই ভাবিতেছিল। দিবস রাত্রির অধিকাংশ সময় থাকিয়া থাকিয়া তাহার বাবার মুখখানি মনে পড়ে, আর কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া গিয়া শুধু সে ভাবে, তিনি কি করিতেছেন, কি ভাবিতেছেন, তাহার বাড়ী ফিরিবার আশা তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন কিনা। এতদিন বাবাকে না দেখিয়া বুকের ভিতরটা তাহার কেমন যেন করিতে থাকে, তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে যদি তিনি মনে তাঁহার একটুও ব্যথা পাইয়া থাকেন এবং তাহার হেতু যে সে নিজে, এই কথা ভাবিয়া প্রতুল এক-একসময় অস্থির হইয়া ওঠে! ভাবিতে ভাবিতে হয়ত একসময় হঠাৎ মনে হয়, চন্দ্র মাধববাবুর শরীর ভাল নয় তাহার উপর বয়সও হইয়াছে, মানুষের মৃত্যুর কথা বলিবার জো নাই, এতদিন যদি তিনি মরিয়াই গিয়া থাকেন! ভবিষ্যতে যদি কোনাদিন বাবাকে সে তাহার আর না দেখিতে পায়, এবং এই কথা শোনে যে তিনি মরিবার সময় তাহাকে দেখিতে চাহিয়া ছিলেন, তাহা হইলে তাহার আর অনুতাপের বাকি কিছু থাকিবে না।

এমনি সব ভাবনাচিন্তার মজাই এই যে একবার আরম্ভ

হইয়া গেলে তাহা আর সহজে শেষ হইতে-চায় না, বাল্যাবধি আজ পর্য্যন্ত একটির পর একটি কত কথাই না তাহার মনে পড়ে! এক একদিন কথাবার্ত্তায় হঠাৎ হয়ত ফস্ করিয়া বলিয়া বসে, 'না রেণুকা, আর হয়ত আমি পারলাম না থাকতে। যাই একদিন বাবার কাছে, দেখে আসি গে। যা থাকে কপালে। না কি বল?'

রেণুকা হাসে। বলে, 'বেশ ত! যাও না গো! শেষে আবার আমার দোষ দেবে। বলবে—তুমিই আমায় যেতে দিলে না।'

প্রতুল গম্ভীর ভাবে তাহার মুখের পানে তাকায়। বলে, 'কিন্তু তুমি এখানে একলা কেমন করে' থাকবে?'

রেণুকা ভাবিয়াছিল, কাছেই বাড়ী, বাবাকে হয়ত সে একবার চোখের দেখা দেখিয়াই চলিয়া আসিবে, তাই সে একলা থাকিবার কথাটা ভাবিয়াও দেখে নাই।

তাহারও মুখের হাসি এইবার থামিয়া যায়। বলে, 'কতদিন থাকবে সেখানে?'

'থাকতে ত' আমি একদিনও' চাইনে, কিন্তু দেখা করতে গিয়ে কি বলে আবার পালিয়ে আসব সেই কথাই ভাবছি।'

বলিয়া প্রতুলও কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিয়া কোথাও কিছুই কূল-কিনারা না পাইয়া, বলিয়া ওঠে, 'যাক্ গে, আর

ভাবতে পারিনে রেণুকা, এতদিন যাইনি যখন তখন আর গিয়েও কাজ নেই। তোমার জন্যে এ মূল্যটুকু আমায় দিতে হবে।'

'সেই ভালো।' বলিয়া হাসিয়া কাছে আসিয়া রেণুকা তাহার সে দুশ্চিন্তাটাকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও চাপা দিয়া রাখে।

তাহারই দিনকয়েক পরে একদিন সকালে রেণুকা বলিল, 'আজ কি বার? রবিবার না? চল, আজ বায়োস্কোপ দেখে আসি।

প্রতুল বলিল, 'ভালো, বায়োস্কোপ কোথায় আছে তাহ'লে দেখতে হয়।'

বলিয়া সে তাহার নবনিযুক্ত ভৃত্য এককড়িকে কাছে ডাকিয়া বলে, 'রাস্তা থেকে একখানা কাগজ কিনে আন্ দেখি।'

এককড়ি ছেলেমানুষ। বয়স তাহার তেরো চোদ্দ বছরের বেশি নয়। তৎক্ষণাৎ সে ছুটিয়া গিয়া বাংলা একখানি কাগজ কিনিয়া আনিয়া বাবুর হাতের কাছে ধরিয়া দিয়া বলে, 'দু'পয়সা নিলে বাবু।'

ইংরেজি কাগজের দাম চার পয়সা। তাই সে দু'পয়সা বাঁচাইয়া দুটি পয়সা দিয়া একখানি বাংলা কাগজ কিনিয়া

আনিয়াছে। অথচ বাংলা কাগজে সব বায়োস্কোপের বিজ্ঞাপন থাকে না।

প্রতুল হাসিয়া বলিল, 'দূর বোকা! এ কাগজ তোকে কে আনতে বললে রে? ইংরেজি কাগজ চাই।'

রেণুকা কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। এককড়িকে সে-ই নিযুক্ত করিয়াছে। এ বাড়ীতে আসিয়া নূতন যে চাকরাণী রাখা হইয়াছে, এককড়ি তাহারই ভাই-পো। কোথায় কোন্ একটা চায়ের দোকানে চাকরি করিয়া ছেলেটা একেবারেই বিগ্ড়াইয়া যাইতেছিল তাই তাহার পিসিমাই একদিন তাহাকে চায়ের দোকান হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া রেণুকার কাছে রাখিয়া দিয়েছে। রেণুকাও বলিয়াছে, থাক্। সেই অবধি এ বাড়ীতে এককড়িও কাজ করিতেছে, তাহার পিসিমাও কাজ করিতেছে।

রেণুকা হাসিয়া বলিল, 'এককড়ি তোমার দুটো পয়সা বাঁচিয়ে দিলে আর তুমি ওকে বোকা বলছ?'

এককড়ি খুব খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া দাঁত বাহির করিয়া একবার হাসিল। তাহার পর দিদিমণির মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'বাবুর পড়া হয়ে গেলে রাত্তিরে আমিও পড়তে পাব কি না! আমাদের বেঙ্গল রেষ্টুরেণ্টে আমরা পড়তাম দিদিমণি।'

প্রতুল বলিল, 'বেশ করতে বাবা। এটিও তুমিই পোড়ো।

এখন যাও ত দেখি—চট্ করে' একখানি ইংরেজি কাগজ নিয়ে এসো।'

একক‌ড়ি ইংবেজি কাগজ আনিবার জন্য ছুটিল।

অগত্য বাংলা কাগজখানিই খুলিয়া ধরিয়া প্রতুল ব'লল, 'এবাব দ্যাখো, আবার কি কাণ্ড করে' বসে।'

হঠাৎ একটি বিজ্ঞাপনের উপর প্রতুলের নজর পড়িল।

বাবা প্রতুল,

আমি মৃত্যুশয্যায়। মরিবার সময় তোমায় একবার দেখিতে চাই। রাগ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তুমি বাড়ী ফিরিয়া আসিও।

তোমার বাবা

কাগজখানির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিজ্ঞাপনটি প্রতুল দু'তিনবার পড়িল। নাম ঠিকানা কোথাও কিছু নাই। বাংলাদেশে অনেক প্রতুল রাগ করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতেও পারে এবং তাহাদের বাবা থাকাও বিশেষ আশ্চর্য্যের কিছুই নয়।

প্রতুল ডাকিল, রেণুকা, শোনো!'

রেণুকা কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে কাগজখানা সে টেবিলের উপর ফেলিয়া বিজ্ঞাপনটীর উপর আঙুল দিয়া বলিল, 'পড় দেখি এইটে।'

রেণুকার একবারের বেশী পড়িবার প্রয়োজন হইল না। মুখ তুলিয়া বলিল, 'তুমি যাও, তোমার যাওয়া উচিত'।

প্রতুল বলিল, 'কিন্তু এ-প্রতুল যে আমিই আর এ-বিজ্ঞাপন যে আমারই বাবার দেওয়া তা তুমি কেমন ক'রে জানলে? তা না হ'তেও ত পারে!'

রেণুকা বলিল, 'মনকে আর কেন মিছামিছি ভোলাচ্ছ বল ত? এ তুমিই। তুমি আজই যাও। একা থাকবার কথা ভাবছ? একা থাকতে আমায় হবে না। বড়দাকে থাকতে বলব, এককড়ি থাকবে। একদিন না হয়, দুদিন নয় তিনদিন,—এর বেশি ত' নয়! আর টাকাকড়ি বিষয় সম্পত্তির জন্য যদি থাকতেই হয় ত' চট্ ক'রে একবার ফাঁক কেটে পালিয়ে এসে আমায় জানিয়ে যেয়ো।

প্রতুল হেঁটমুখে তখনও ভাবিতেছিল। ইংরেজি একখানি কাগজ আনিয়া এককড়ি টেবিলের উপর নামাইয়া দিল। বাঁহাত দিয়া সেটি সে সরাইয়া রাখিল।

রেণুকা বলিল, "এত ভাববার কি আছে এতে? সকাল-সকাল চারটি খেয়ে নাও, খেয়ে একটুখানি বিশ্রাম করে চলে যাও।"

প্রতুল তেমনি মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। বলিল, এই জন্যেই আজ ক'দিন ধ'রে বাবার কথা আমার এত ক'রে

মনে হচ্ছে রেণু। মনের কি আশ্চর্য্য টান দেখেছ? মন ঠিক বুঝতে পারে।

কণ্ঠস্বর ভারি। রেণুকা তাহার মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত দিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া দেখিল প্রতুলের চোখ দুইটি তখন অশ্রুভারে টলমল করিতেছে। বলিল, 'এ কি' ছি! তুমি এত ছেলেমানুষ?'

প্রতুল বলিল, 'কিন্তু বাবা কি আমার এখনও বেঁচে আছেন? না আমি এক্ষুণি যাব।'

বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রেণুকা বাধা দিল না। শুধু বলিল, 'তুমি খেয়ে যাও। কিছু না খেয়ে তোমায় বেরোতে আমি দেবো না।'

শেষ পর্য্যন্ত তাহাই হইল। স্নান করিয়া সামান্য কিছু মুখে দিয়াই প্রতুল বাহির হইয়া গেল। রেণুকা বলিল, 'আমায় খবর দিয়ে যেতে ভুলো না কিন্তু।' বলিয়া সে জানালার শিক ধরিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লজ্জায় সঙ্কোচে একবারে ম্রিয়মান হইয়া গিয়া প্রতুল তাহার বাবার কাছে গিয়া দাঁড়াইল নিতান্ত অপরাধীর মত। চন্দ্রমাধববাবু তখন সত্যই মরণাপন্ন। রোগশয্যায় আজ মাসাবধিকাল শায়িত। প্রতুলের জন্য বিজ্ঞাপন তাঁহারই দেওয়া।

প্রতুলকে দেখিয়াই চন্দ্রমাধববাবু তাঁহার রোগ শীর্ণ হাত দুইখানি সুমুখের দিকে প্রসারিত করিয়া অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন "আয় বাবা! রাগ করে' কি—'বলিতে গিয়া কণ্ঠে তাঁহার আর ভাষা জোগাইল না, চোখ দিয়া শুধু জল গড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে অতিকষ্টে বলিলেন—'আমার কি অবস্থা হ'য়েছে দ্যাখ্ বাবা, আর আমি বাঁচব না।'

প্রতুল তাহার চোখের জলে সব কিছু ঝাপ্‌সা দেখিতেছিল। বারে বারে চোখ মুছিয়া শুধু সে তাহার বাবার মুখের পানে তাকায়, মুখে কিছু বলিতে পারে না, চোখ দুইটা আবার তাহার জলে ভরিয়া আসে—আবার মোছে, আবার তাকায়।

এমনি করিয়া দুই পিতাপুত্রের অনেকক্ষণ কাটিল। বাড়ীর গৃহিনী রমা বোধকরি দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সবই দেখিতেছিল।

চন্দ্রমাধববাবু বলিলেন, 'পরশু একেবারে মরে গিয়েছিলাম বাবা, আর হয়ত তোকে আমি দেখতে পেতাম না। পরশুই উইল একটা করে' দিয়েছি। যা রেখে গেলাম, তোমার মাকে নিয়ে—'

উইল এবং টাকার কথা উঠিয়াছে দেখিয়া রমা আর দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি তাহাদের কাছে আসিয়া চন্দ্রমাধববাবুরবু শিয়রের পাশে গিয়া 'হ্যাগা. ও কি? আবার তুমি কাঁদতে আরম্ভ করেছ? ডাক্তার না বারণ করে' গেল।'

এই বলিয়া কাপড়ের আঁচল দিয়া সে তাঁহার চোখ মুছাইয়া দিল। বলিল, 'যার জন্যে কাঁদছিলে সে ত' ওই এসেছে। আবার কান্না কিসের?'

নিতান্ত অসহায় ছেলেমানুষের মত চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন, 'কেন কাঁদছি সে তুমি বুঝবে না রমা।'

কথা শুনিয়া রমা বোধহয় একটুখানি বিরক্ত হইল। কট্‌মট্‌ করিয়া প্রতুলের দিকে একবার তাকাইয়া কেমন যেন হতাশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'বেশ, তবে কাঁদো, কাঁদতে কাঁদতে হার্ট ফেল্‌ হয়ে যাক্‌। তাহ'লেই সকলের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।'

এই বলিয়া সে আবার একবার প্রতুলের দিকে চাহিল।

সকলের বলিতে সে যে কাহাকে বলিতেছে প্রতুলের সে কথা বুঝিতে বাকি রহিল না। মুখ তুলিতেই রমার সঙ্গে তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল। বলিল, 'তাহ'লে কি আমি এখান থেকে চলে যাব?'

রমা বলিল, 'কাউকে চলে যেতে ত' বলিনি বলছি—ডাক্তার ওকে কাঁদতে বারণ করেছে।'

চন্দ্রমাধববাবু বুদ্ধিমান। ব্যাপারটা তিনিই বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, আর আমি কাঁদব না!

মুখে বলিলেন বটে, কিন্তু বলিবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল,

চোখের দুইকোণ বাহিয়া দুইটি অশ্রুর ধারা ধীরে ধীরে গড়াইয়া আসিয়াছে।

রোগীর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াই প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, 'উইল কি পরশু হয়ে গেছে ?'

রমা ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে কহিল, 'সেই কথা জানতেই এসেছ নাকি ?'

প্রতুলের মনের অবস্থা ভাল ছিল না, তাহা না হইলে ইহার জবাবে শক্ত কথাই তাহাকে সে শুনাইয়া দিতে পারিত। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, সেই জন্যেই এসেছি।'

রমা বলিল, 'তা আমি জানি।'

প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, সে উইল কোথায় ?'

'কি হবে সে উইল ?'

প্রতুল বলিল, 'দেখব !'

রমা বলিল, রেজেষ্ট্রী করবার জন্য এটর্ণীর হাতে দেওয়া হয়েছে। আমার কাছে নেই, থাকলে দেখাতাম।'

প্রতুল আবার জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম ব্যবস্থা হলো একবার জানতে পারি কি ?'

আমি তার কিছু জানিনে বাবা, যার সম্পত্তি সে ত' এখনও বেঁচে রয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।'

এই বলিয়া রমা আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি অন্যত্র চলিয়া গেল।

প্রতুল ভাবিয়াছিল, উইলের কথা বাবাকে সে তাহার জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর সে পাইল না। চন্দ্রমাধবাবুর অবস্থা ক্রমশই খারাপ হইতেছে। কথা জড়াইয়া যাইতেছে, মুখের চেহারা বদলাইয়া গেছে, চোখ দুইটা ধীরে ধীরে কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম ঘোলাটে হইয়া আসিতেছে।

ডাক্তার বলিয়া গেছেন, 'এ সময় কেহ যেন তাঁহাকে বিরক্ত না করেন। অবস্থা বিশেষ ভাল নয়।'

বিরক্ত অবশ্য কেহ করেও নাই। কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সমস্ত রাত্রিটা তাঁহার কাটিয়া গেল। একটি কথাও তিনি মুখ দিয়া উচ্চারণ করিলেন না এবং তেমনি অবস্থায় পরের দিনটাও কাটাইয়া দিয়া সেদিন সন্ধ্যার পরেই তিনি মারা গেলেন। বাড়ীতে কান্নাকাটির রোল উঠিল। রমা কাঁদিতে লাগিল, প্রতুল কাঁদিতে লাগিল, এ পক্ষের ছেলে মেয়ের কান্নায় বাড়ী একেবারে মুখোরিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু পড়িয়া পড়িয়া শুধু কাঁদিলেই চলে না। প্রতুলকে উঠিতে হইল। রমাকেও উঠিতে হইল। প্রতুল লোকজন জোগাড় করিল। রমা টাকা বাহির করিয়া দিল এবং খুব খানিকটা ঘটা

করিয়া ধনীর শবদেহ পালঙ্কের উপর ফুলের মালায় সাজাইয়া শবযাত্রীরা হরিধ্বনি করিতে করিতে শ্মশানে লইয়া গেল।

যাহার ডাক আসিয়াছে সে যাইবেই, তাহার জন্য দুঃখ নাই। চন্দ্রমাধববাবুর ম'রবার বয়সও হইয়াছিল—সেজন্যও অনুতাপ করা চলে না। অনুতাপ শুধু এই জন্য যে, তাঁহার মৃত্যুর চারদিন তখনও পার হয় নাই, এমন সময় জানা গেল, মৃত্যুর আগে বড় ছেলে প্রতুলের উপর রাগ হয় করিয়া তিনি তাঁহার বিষয় সম্পত্তির চরম ব্যবস্থা পত্রে তাহাকে একেবারেই বঞ্চিত করিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত যাহা কিছু সমস্তই তিনি তাঁহার দ্বিতীয় গৃহিণী রমাসুন্দরী এবং তাহার ছেলেমেয়েদের দিয়া গিয়াছেন।

সকলেই ছি ছি করিতে লাগিল।

বুড়া বয়সে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলে এমনি মাথা খারাপ নাকি সকলেরই হয়! পাড়াপড়সী সকলেই বলিতে লাগিল—ইহাই স্বাভাবিক, রমাসুন্দরীর হাব-ভাব চাল-চলন দেখিয়া সকলে নাকি এই সন্দেহই করিয়াছিল।

প্রতুল বলিল, 'অসম্ভব।'

চাপা হাসিতে রমাসুন্দরী তাহার মুখখানা উজ্জ্বল করিয়া 'বলিল' বিশ্বাস না হয় উইল আনিয়ে দেখতে পারো।'

সেদিন হেমেন তার সদ্য প্রকাশিত বই দু'খানি লইয়া রেণুকার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। আসিয়া শুনিল প্রতুল বাড়ী নাই, সে তাহার বাবার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছে।

রেণুকা বলিল, 'বসুন, আমি আসছি।'

হেমেন বলিল, 'না আমি আজ আর বেশীক্ষণ বসব না। বন্ধুর অসাক্ষাতে বন্ধুপত্নীর কাছে বেশীক্ষণ বসা বোধহয় উচিত নয়।'

বলিয়াই সে রেণুকার মুখের পানে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিল।

রেণুকাও হাসিয়া বলিল, 'ভয় নেই, বসুন, আমি আসছি।'

ফিরিয়া আসিতে রেণুকা খুব বেশী দেরী করিল না। কিন্তু দেখা গেল, ইহারই মধ্যে সে তাহার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া খুব খানিকটা সাজিয়া-গুজিয়া একহাতে খাবার ও একহাতে জল লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

হেমেন এতক্ষণ তাহার নিজের বই লইয়া নিজেই পড়িতেছিল, পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া তাকাইয়া বলিল, 'আপনি দেখছি অতিথিকে শুকনো মুখে কখনই ফিরতে দেবেন না। ভাল, ভাল, অতিথি সেবায় ধর্ম্ম আছে।'

জবাবে রেণুকা কি যেন বলিতে গিয়াও বলিল না, ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'খান্।'

হেমেন চা খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রতুল কোথায় গেছে বললেন? ওর বাপের কাছে? আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।'

রেণুকা একটুখানি বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'কেন?'

হেমেন বলিল, 'ওকে আমরা ছেলেবেলা থেকেই চিনি কি না! থাক আর আপনার কাছে সে সব কথা বলে কি হবে। স্বামী নিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেছিল, আপনিও যদি সেরকম একটা কিছু করে' বসেন ত আমি একা রয়েছি, বড় বিপদে পড়ব তাহ'লে।'

স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে তাহার এই নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুটির কাছ হইতে কিছু জানিবার কৌতূহক হওয়া রেণুকার পক্ষে স্বাভাবিক, হাসিয়া বলিল, দেহত্যাগ করব না, আপনি বলুন।

হেমেন বলিল, 'পাগল হয়েছেন? আমি বলি আর আপনি সেই সব কথা প্রতুলকে বলে দিয়ে আমাদের বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিন।'—হেমেন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'উহুঁ, মেয়েদের আমি বিশ্বাস করি না। কেন, আপনি বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা, এতদিন ধরে' তার সঙ্গে ঘর করছেন আর তাকে আপনি চিনতে পারেন নি? নিশ্চয়ই পেরেছেন বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

রেণুকার কৌতূহল তাহাতে আরও বাড়িয়া গেল। বলিল, 'না, আপনি বলুন, আমি তাকে কিছুতেই বলব না।'

হেমেন জিদ ধরিয়া বসিল সে বলিবে না, রেণুকাও জেদ ধরিয়া বসিল সে শুনিবেই।

এই লইয়া দু'জনের কথা কাটাকাটী চলিতে লাগিল।

শেষে যখন রেণুকা তাহার গায়ে হাত দিয়া ভগবানের নামে শপথ করিল যে, ভুলিয়াও কোনোদিন সেকথা সে তাহার স্বামীকে বলিবে না, এবং যদি কোনোদিন বলে ত' তখন হেমেন তাহাকে যে শাস্তি দিতে চাহিবে সেই শাস্তিই সে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, তখন সে বলিতে সুরু করিল।

বলিল, 'তবে শুনুন।'

'বলুন—শুনছি।"

হেমেন বলিল, 'ওটা শয়তানের একশেষ, ওকে নিয়ে যে আপনি কেমন করে' ঘর করছেন কে জানে! তা আপনার বাহাদুরী আছে। স্কুলে পড়তাম তখন থেকে ও মেয়েদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায়। তার জন্যে পড়াশোনা ত' গেছে জহন্নামে, কতবার কত কেলেঙ্কারী যে হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই।'

মেয়েদের পিছু পিছু ঘুরিবার অপবাদটা রেণুকার ঠিক মনে ধরিয়া গেল। তবে তাহার শয়তানীর পরিচয় আর কিছুই সে পায় নাই। হেঁটমুখে সে চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল।

হেমেন বলিল, 'তারপর অতিকষ্টে কলেজে যখন সে ঢুকলো তখন ও-সব বিষয়ে সে পাকা হয়ে উঠেছে। একদিন রাত্রে প্রতুলের সঙ্গে আমার রাস্তায় দেখা,—মদ খেয়ে তখন সে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

রেণুকা বলিল, 'না—কই মদ ত' সে খায় না।'

হেমেন বলিল, 'স্পর্শমণির ছোঁয়া পেয়ে লোহা তাহ'লে সোণা হয়ে গেছে।'

বলিয়াই সে একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে রেণুকার মুখের দিকে তাকাইয়া একবার হাসিল। বলিল, সত্যি, আপনার মতন এমন সুন্দরী মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি। আপনাকে পেয়েও মানুষ যদি ভাল না হয় তাহ'লে সে মানুষ নয়—একথা আমি জোর করে বলতে পারি। কিন্তু দেখুন, আপনি আমায় আজ পাপের ভাগী করলেন। বন্ধুর স্ত্রীর কাছে এমন বোকার মত বন্ধুর নিন্দে করা আমার উচিত হ'লো না। আচ্ছা যাক্, এখন অন্য কথা বলি।"

এই বলিয়া সে একটুখানি ইতঃস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার বাড়ীতে কই আপনার আত্মীয় স্বজন কাউকে দেখছিনে ত?'

রেণুকা বলিল, 'আত্মীয় স্বজন মা বাবা ভাই বোন—আমার কেউ কোথাও নেই! আমি একা।'

'একা ?'

বলিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে হাঁ করিয়া হেমেন তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

রেণুকা হাসিল। বলিল, 'অমন করে' তাকিয়ে রইলেন যে ?'

হেমেন সেদিক হইতে তাহার চোখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, 'না আর তাকাব না। চোখের দেখায় সাধ যেখানে মেটে না···না, এ আমার অনধিকার চর্চ্চা। আমি আজ উঠি।'

হেমেন উঠিয়া দাঁড়াইল। ভাবিয়াছিল রেণুকা তাহাকে আবার ফিরিয়া বসিতে বলিবে, কিন্তু সে একটি কথাও বলিল না, যেমন বসিয়া ছিল তেমনি চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল।

হেমেন তাহার হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া বলিল, 'নমস্কার ! অনেক কথাই বলে গেলাম, কিছু মনে করবেন না যেন।'

রেণুকাও উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কপালে হাত না ঠেকাইয়া এমনি শুধু মুখেই বলিল, 'নমস্কার।'

হেমেন দরজার কাছে আগাইয়া গিয়াছিল, আবার পিছন ফিরিয়া বলিল, 'আপনার প্রতিজ্ঞার কথা মনে থাকে যেন।'

ঘাড় নাড়িয়া রেণুকা বলিল, 'থাকবে'।

প্রতুল আসিল—খালি পা, খালি গা, মাথার চুল রুক্ষ, মুখখানি ম্লান। তাহাকে দেখিবামাত্র রেণুকা সবই বুঝিতে

পারিয়াছিল, প্রতুলের মুখের পানে তাকাইয়া সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর নিতান্ত করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'দেখতে পেয়েছিলে ?'

প্রতুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ ।'

'কবে মারা গেছেন ?'

'কাল ।'

'তাহ'লে ঠিক সময়ে গিয়েছিলে বলতেহবে ।'

'হুঁ ।' বলিয়া সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, সেইখানেই ঘরের দেওয়াল ধরিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল ।

রেণুকা তাহার কাছে আগাইয়া গেল ।—'এখানে এমন করে' বসে পড়লে যে ?'

প্রতুল বলিল, 'মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল । আর তাছাড়া চেয়ারে ত' এখন বসবার জো নেই, এখন আমার অশৌচ ।'

রেণুকা চুপ করিয়া কি যেন ভাবিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি আজই আবার সেখানে চলে যাবে ?'

ঘাড় নাড়িয়া প্রতুল বলিল, 'না ।'

রেণুকা বলিল, 'সেই ভালো । এখন আর তোমার সেখানে গিয়ে ত' কোনও লাভ নেই । শ্রাদ্ধের আগের দিন গেলেই হবে ।'

প্রতুল বলিল, 'না তাও যাব না, শ্রাদ্ধ আমি এইখানেই করব।'

কথাটার অর্থ রেণুকা ঠিক বুঝিতে পারিল না। দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া সেও তাহার পাশে গিয়া বসিল। বলিল 'ওখানে শ্রাদ্ধ তাহ'লে কে করবে? তুমিই বড় ছেলে, তোমাকেই ত' সব করতে হয়। না করলে নিন্দে হবে না?'

প্রতুল বলিল, 'নিন্দে হ'লে কি আর করছি বল।'

এই বলিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

রেণুকা জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু, খাবে? মাথাটা ঘুরছে বলছ, একগ্লাস বেদানার রস দিয়ে সর্ব্বৎ করে' দেবো?'

'দাও।'

এককড়িকে ডাকিয়া রেণুকা বেদানা আনিতে দিল। বলিল, 'এখানে এমন করে' বসে থাকে না, চল—ভাল করে বসবে চল।'

প্রতুলকে তাহার শোবার ঘরে লইয়া গিয়া রেণুকা বলিল, 'খাটের ওপর উঠে চুপ করে' একটুখানি শুয়ে থাকো।'

প্রতুল বলিল, 'আমায় যে এ ক'দিন মাটিতে কম্বল বিছিয়ে শুতে হয় রেণু, খাটের বিছানায় শোবার ত' উপায় নেই।'

রেণুকা বলিল, 'না অত পালন তোমায় করতে হবে না, তুমি শোও।'

বলিয়া সে প্রতুলের হাত ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে

খাটের উপর তুলিয়া দিয়া বলিল, 'শোও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।'

প্রতুল শুইয়া পড়িল। রেণুকা তাহার চুলের ফাঁকে আঙল চালাইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। বলিল, 'হ্যাগা, এই চুল ত' তোমায় কামিয়ে ফেলতে হবে? একেবারে ন্যাড়া হয়ে যাবে, না!'

প্রতুল তাহার ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ'।

বাপের শ্রাদ্ধ সে সেখানে করিবে না শুনিয়া রেণুকার মনে কেমন যেন একটু সন্দেহ হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখানে কি তুমি ঝগড়া-টগড়া করে এলে নাকি? শ্রাদ্ধ যে ওখানে করবে না বলছ?'

'ঝগড়া?' বলিয়া প্রতুল ম্লান একটুখানি হাসিল। বলিল 'ঝগড়া আমি করিনি, ঝগড়ার সূত্রপাত বোধ করি আমার বাবাই ক'রে দিয়ে গেছেন।'

'কি রকম শুনি?'

প্রতুল বলিল, 'বাবা তাঁর উইলে আমায় কিছু দিয়ে যান নি, তাঁর যা কিছু ছিল সবই দিয়ে গেছেন আমার বিমাতাকে আর তাঁর ছেলেকে।'

কথাটি শুনিবামাত্র রেণুকার মুখের চেহারা অন্যরকম হইয়া গেল। বলিল, 'সত্যি? তুমি দেখেছ সে উইল?'

'না দেখিনি। মার কাছে শুনলাম।'

'মিথ্যা কথাও ত' হ'তে পারে।'

ঘাড় নাড়িয়া প্রতুল বলিল, 'না, সত্যি কথা। আমার মা'টি এবে ধরণের মানুষ, মনে হয় তাঁর দ্বারা সবই সম্ভব হ'তে পারে।'

রেণুকা বলিল, 'কিন্তু তিনি যেমনই মানুষ হোন, তোমার বাবা এ-কাজ করলেন কেন?'

ঈষৎ হাসিয়া প্রতুল বলিল, 'কেন করলেন তুমি বুঝতে পারলে না, রেণু?'

রেণুকা হেঁটমুখে বসিয়া বসিয়া যেমন তাহার চুলে হাত বুলাইতেছিল তেমনি হাত বুলাইতে লাগিল।

হাত বাড়াইয়া প্রতুল তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'বুঝেছ?'

ঘাড় নাড়িয়া রেণুকা বলিল, 'হুঁ।'

প্রতুল বলিল, 'কিন্তু আশ্চর্য্য, সে তোমাদেরই জাত।'

'থাক, আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না, দোহাই তোমার।'

প্রতুল বলিল, মেয়েদের বিশ্বাস করা বড় শক্ত রেণুকা, মেয়েরা সবই পারে।'

রেণুকা বলিল, 'পুরুষেরাও বড় কম যান না।'

প্রতুল তাহার প্রতিবাদ করিল। বলিল, 'পুরুষেরা একাজ করতে বোধ হয় একটুখানি ইতঃস্তত করতো।'

রেণুকা বলিল, 'আর কারও কথা ঠিক জানি না. তবে তুমি বোধহয় ইতঃস্তত করতে না।'

নির্ব্বাক বিস্ময়ে প্রতুল কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। রেণুকার মুখ দিয়া একথা যে কোনদিন বাহির হইতে পারে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। বলিল, 'আমার সম্বন্ধে এ-ধারণা তোমার কবে থেকে হ'লো রেণুকা?'

হেমেনের কাছে রেণুকা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু প্রতুল কিছুতেই ছাড়িল না। বলিল, 'এই কি তোমার চিরকালের ধারণা রেণুকা? তাহ'লে এতদিন সেকথা তুমি আমায় বলনি কেন?'

রেণুকা সেকথার জবাব দিতে পারিল না। লজ্জায় গাল দুইটা তাহার রাঙা হইয়া উঠিল।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই রেণুকা বুঝিয়াছিল যে, বলা তাহার উচিত হয় নাই। নারীজাতির উপর শ্রদ্ধা হয়ত তাহার না থাকিতে পারে, তাহাকে সে যে, মনে মনে চিরদিনই ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে সেকথাও হয়ত সত্য, চরিত্রও হয়ত তাহার নিষ্কলুষ নয়, কিন্তু তাই বলিয়া আজ তাহার এই নিতান্ত দুঃসময়ে, মনের এই অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় এই লইয়া তাহার সঙ্গে ঝগড়া করাটা তাহার যেমন অসুচিত তেমনি অশোভন। তাই সে নিজের অপ্রস্তুত অবস্থাটাকে একটুখানি সামলাইয়া লইয়া তাহার মুখের

উপরেই এমনভাবে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল যে, প্রতুল নিজেই একটুখানি অবাক্ হইয়া গিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'হাসছো যে ?'

রেণুকা বলিল, 'হাসছি তোমার বুদ্ধি দেখে।'

'কি রকম ?'

'হাসি-ঠাট্টাও বুঝবে না ?'

প্রতুল বলিল, 'তাই বল।'

এমনি করিয়া কথাটা রেণুকা উড়াইয়া দিল সত্য, কিন্তু প্রতুল সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন সেই দিন হইতে মনে যেন তাহার বাসা বাঁধিয়া রহিল। প্রশ্নটা এই যে, প্রতুল তাহাকে সত্যই ভালবাসে কি না! তাহার মাতার জীবনের ইতিহাস পবিত্র নয় এবং তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন সে নিজেও কিছু নিষ্কলুষ জীবন যাপন করে নাই। সে সমস্ত জানিয়া শুনিয়াই প্রতুল তাহাকে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং তাহার প্রতি প্রতুলের আর যাহাই থাকুক, শ্রদ্ধা না থাকাই স্বাভাবিক। এবং সে শ্রদ্ধাহীন প্রেমের পরমায়ু যে কতটুকু তাই-বা কে জানে।

মেয়েদের পিছনে তাহার ছুটিয়া বেড়ানো স্বভাবের কথা সে হেমেনের মুখে শুনিয়াছে। তাহারও পিছনে একদিন সে এমনি করিয়া ছুটিতে গিয়াই ধরা পড়িয়াছে। অবশ্য তাহার জন্য কিছু ত্যাগস্বীকার সে যে করে নাই তাহা নয়, কিন্তু সে যদি

তাহার শুধু রূপ আর ঐশ্বর্য্যের জন্যই হয়, তাহা হইলে অচির ভবিষ্যতে তাহাদের সে ফাঁকি যে একদিন ধরা পড়িয়া যাইবে না, তাই-বা কে বলিতে পারে!

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, প্রতুল এবং তাহার নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এ-সব কথা সে ইহার পূর্ব্বে কোনোদিনই ভাবে নাই।

আজও তাই সে তাহার ভাবনাটাকে প্রাণপণে চাপা দিয়া প্রতুলের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পিতার মৃত্যুর পর অশৌচ অবস্থায় যে-সব কঠোর বিধি-নিষেধ সকলকে পালন করিয়া চলিতে হয়, প্রতুল তাহাই পালন করিতে চায়, কিন্তু রেণুকা তাহাকে এত কঠিন নিয়ম কিছুতেই পালন করিতে দিবে না।

বলে, 'যেটুকু না করলে নয়, সেইটুকুই কর বাপু, কেন বেশি বাড়াবাড়ি করতে যাচ্ছ বলত? ওতে যে শরীর তোমার ভেঙে পড়বে গো।'

প্রতুল হাসিয়া বলে, 'তোমার মত নাস্তিক হ'তে পারলে বোধ হয় ভাল হ'তো রেণুকা, কিন্তু কি করি, মনটা কেমন যেন খুঁৎ-খুঁৎ করে।'

অন্যদিন হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু সেদিন তাহার ওই 'নাস্তিক' কথাটা রেণুকার বুকে গিয়া কেমন যেন ধ্বক্ করিয়া বাজিল। বলিল, 'নাস্তিক বললে যে? আমি বুঝি নাস্তিক?'

প্রতুল তেমনি হাসিতে হাসিতেই বলিল, 'তা না ত' কি ? দুনিয়ায় কোনও কিছুতেই ত' তোমার বিশ্বাস নেই।'

রেণুকা ধীরে-ধীরে তাহার কাছে আগাইয়া আসিল। বলিল, 'কিসে কিসে আমার বিশ্বাস নেই তোমায় বলতে হবে।'

কথাটাকে প্রতুল হাল্‌কা রহস্য ভাবিয়াই গ্রহণ করিল। বলিল, 'বলব ?'

'হ্যাঁ বল।'

প্রতুল বলিল, 'বলি।' বলিয়া একটুখানি থামিয়া বলিল, 'ভালবাসায়।'

'তারপর ?'

'ভূতে।'

'তারপর ?'

'ভগবানে।'

রেণুকা হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'পারলে না বলতে। ও সবেতেই আমার বিশ্বাস আছে।'

প্রতুল বলিল, 'এবার তাহ'লে তুমিই বল—কিসে তোমার অবিশ্বাস ?'

রেণুকা তাহার আরও একটুখানি কাছে সরিয়া আসিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিল, 'বিশ্বাস নেই শুধু তোমার ভালবাসায়।'

'তাহ'লে কি তুমি বলতে চাও আমি তোমায় ভালবাসি না ?'

রেণুকা বলিল, 'আমার মনে হয়, মনে মনে আমায় তুমি ঘৃণা কর। ভালবাসতে হয়ত তুমি চাও কিন্তু পার না।'

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই রেণুকা বুঝিল যাহা সে এতক্ষণ ধরিয়া না বলিবার চেষ্টাই করিতেছিল হঠাৎ কেমন করিয়া না-জানি কথায় কথায় তাহাই বলিয়া বসিয়াছে। ভালই হইয়াছে। এই লইয়া চিরজীবন ধরিয়া লুকোচুরি খেলার চেয়ে ব্যাপারটা উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট পরিষ্কার হইয়া যাওয়াই উচিত।

প্রতুল কিয়ৎক্ষণ হেঁটমুখে কি যেন ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'এই যদি তোমার সত্য বিশ্বাস হয় রেণুকা, তাহ'লে তুমি ভুল বুঝে আমার ওপর অবিচার করেছ বলতে হবে।'

রেণুকা বলিল,'কিন্তু আমার জীবনের কাহিনী জেনেও কোনও পুরুষ কি আমায় সত্যিই ভালবাসতে পারে ?'

ঘাড় নাড়িয়া প্রতুল গম্ভীরমুখে বলিল, 'পারে।'

রেণুকা চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতেছিল, প্রতুল মুখ তুলিয়া তাহার সেই চিন্তাক্লিষ্ট মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ একাগ্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ এই এতদিন পরে হঠাৎ তোমার মনে এ প্রশ্ন কেন জাগলো বলতে পার রেণুকা ?'

রেণুকা কিন্তু সেকথার কোনও জবাব না দিয়া বোধকরি তাহার নিজের চিন্তার সূত্র ধরিয়াই বলিয়া বসিল, 'তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না তবে এইটুকু তুমি জেনে রেখো, মা বেঁচে থাকতে অনেকের সঙ্গে অনেক অভিনয়ই আমায় করতে হয়েছে বটে, কিন্তু নিজেকে বিলিয়ে আমি কারও হাতে কখনও দিই নি।'

বলিতে গিয়া কণ্ঠস্বর তাহার রুদ্ধ হইয়া আসিল। চোখদুইটি ছলছল করিতে লাগিল।

প্রতুল বলিল, 'তুমি আজ এ কী আরম্ভ করেছ বল ত,—আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

রেণুকাও যে ঠিক বুঝিয়াছে তাহা নয়। গত কয়েকদিন হইতে তাহার মনে হইতেছিল, আজিকার বন্ধন তাহাদের যত দৃঢ়ই হোক্ হয়ত ইহা চিরস্থায়ী হইবে না, হয়ত তাহাকে ভুল বুঝিয়া প্রতুল একদিন বিদ্রোহ করিয়া জীবন তাহার বিষময় করিয়া দিয়া আবার অন্যের পশ্চাতে ছুটিবে। ভবিষ্যতে সে কেলেঙ্কারী হওয়ার চেয়ে এখন হইতেই সাবধান হওয়া ভালো। প্রতুলের ভাল-বাসা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিন্ত হইবার জন্য তাই আজ তাহার এই ব্যাকুলতা।

মুখ ফুটিয়া সেকথা না বলিলেও প্রতুল তাহা বুঝিল। বলিল, 'তোমার কলঙ্কের কাহিনী জেনেই ত' আমি তোমায় ভালবেসেছি

রেণুকা, ভবিষ্যতে তোমায় ভাল যদি আমার কোনোদিন না লাগে ত' সেদিন মিথ্যা ভালবাসার অভিনয় আমি করব না। সেদিন তোমায় মুখ ফুটে কিছুই বলতে হবে না, আমি নিজেই ধীরে ধীরে তোমার কাছ থেকে সরে যাব।'

রেণুকা চুপ করিয়া রহিল।

প্রতুল আবার বলিল, 'আর তুমি যদি আমায় ভালবাসতে না পার রেণুকা তাহ'লেও তোমায় আমি এইকথা বলে রাখলাম, তুমিও যেন ভালবাসার অভিনয় কোরো না। ফাঁকি দিয়ে কোনও কাজ কখনই হয় না। ফাঁকি একদিন ধরা পড়েই। সেদিন আর লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকে না।'

একথায় রেণুকা আশ্বস্ত হইল কিনা জানি না, শুধু একবার ঘাড় নাড়িয়া ছোট্ট একটি কথায় তাহার জবাব দিয়া আবার পূর্ব্বের মতই গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। বলিল, 'সেই ভালো।'

অথচ আশ্চর্য্য এই যে, ভালবাসাবাসির প্রশ্ন এতদিনের মধ্যে একটি দিনের জন্যও রেণুকার মনে জাগে নাই। প্রতুল ত' রেণুকাকে ভালবাসিতে পাইবার আনন্দে তন্ময় হইয়াই দিন কাটাইতেছিল।

কিন্তু মাঝখান হইতে কে যে কি কুক্ষণে আসিয়া তাহাদের এই অনাবিল ভালবাসা এবং স্বচ্ছল জীবনযাত্রার অব্যাহত এই স্রোতটিকে দুই পা দিয়া ঘাঁটিয়া ঘোলা করিয়া দিয়া গেল তাহার

ইতিহাস রেণুকা জানিলেও প্রতুল তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না।

পিতৃশ্রাদ্ধের আগের দিন পর্য্যন্ত প্রতুল ভাবিয়াছিল শ্রাদ্ধ সে এইখানেই করিবে; যে বিমাতা তাহাকে তাহার পিতার স্নেহ হইতে, সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, যাহার স্বার্থপরতার অন্ত নাই, তাহার কাছে জীবনে সে আর কোনোদিনই ফিরিয়া যাইবে না। কিন্তু শ্রাদ্ধের দিন সকালে হঠাৎ তাহার মত পাল্টাইয়া গেল। ভাবিল, মৃতের মুখাগ্নি যে করিয়াছে শ্রাদ্ধ তাহাকেই করিতে হয়, তাহা ছাড়া সে-ই পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াকর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী। সুতরাং স্থির করিল, বিমাতার কাছে গিয়া শ্রাদ্ধ সে সেইখানেই করিয়া আসিবে এবং এই সুযোগে এই কথাটা সে তাহাকে ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিবে যে, নীচ স্বার্থপরতা যদি একজনকে বিবেক-বুদ্ধিহীন অন্ধ করিয়া তোলে ত তাহার দেখাদেখি অপরেও ঠিক তেমনি নীচ তেমনি স্বার্থপর হয়ত নাও হইতে পারে।

প্রতুল যে শ্রাদ্ধ করিতে আসিবে রমাসুন্দরী তাহা ভাবিতে পারে নাই, তাই সে স্থির করিয়াছিল তাহার বড় ছেলে অতুলই শ্রাদ্ধ করিবে। অতুলের বয়স মাত্র ন' বৎসর। কষ্ট তাহার একটুখানি হইবে। তা হোক্।

কিন্তু হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে শ্রাদ্ধের দিন সকালে প্রতুল যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, রমাসুন্দরী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলিল, 'ভালই হলো বাবা, বাঁচা গেল। ও-সব শ্রাদ্ধের ঝঞ্ঝাট কি আর ওইটুকু ছেলে সইতে পারে কখনও!'

যাই হোক্ ঝঞ্ঝাট কাহাকেও সহিতে হইল না। সমস্ত দিন উপবাস করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধের সমস্ত ঝঞ্ঝাট প্রতুলই পোহাইল।

শ্রাদ্ধ শেষ হইতে বেলা চারটা বাজিল। প্রতুল তখনও পর্য্যন্ত জল স্পর্শ করে নাই। পুরোহিত বলিলেন, 'এবার আপনি উঠতে পারেন।'

প্রতুল তাহার মৃত পিতার উদ্দেশে হেঁট হইয়া একটি প্রণাম করিল। কিন্তু প্রণাম করিতে গিয়া চোখের জল তাহার আর কিছুতেই বাধা মানিল না। যে পিতা তাহাকে এত স্নেহ করিতেন, সেইতিনিই যে তাহাকে এমন করিয়া বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন সে-কথা তাহার মন যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চায় না। তবু সে বার বার তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিল।

তাহার পর চোখ মুছিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বোধকরি সে সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় রমাসুন্দরী দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে তুমি যেয়ো না প্রতুল, শোনো!'

প্রভুলকে রমাসুন্দরী ওদিকের একটা নির্জ্জন ঘরে লইয়া গিয়া বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দিল। বলিল, 'বোসো।'

প্রতুল দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল, 'বল না কি বলবে।'

রমাসুন্দরী বলিল, 'বলছি। বলিয়াই সে ডাকিল, মাতু!'

মাতু-ঝি তাহার এক-হাতে একটি পাথরের গ্লাসে বেদানার রস ও এক হাতে আর-একটি পাথরের থালায় কিছু ফলমূল লইয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রমাসুন্দরী বলিল, 'এইখানে ধরে :দিয়ে তুই একগ্লাস খাবার জল এনে দিয়ে যা মা!'

খাবার ধরিয়া ঝি জল আনিতে গেল।

রমাসুন্দরী বলিল, 'খেতে বোসো।'

এত আদর যত্ন প্রতুল তাহার জীবনে কোনোদিনই তাহার কাছ হইতে পায় নাই। ইহারও মধ্যে কোনও গুপ্ত অভিসন্ধি আছে কিনা তাই বা কে জানে!

বসিতে প্রতুল ইতঃস্তত করিতেছিল। রমাসুন্দরী আবার বলিল, 'বোসো। তোমার কোনও ভয় নেই।'

প্রতুল বলিল 'ভরসাও বিশেষ নেই। আচ্ছা বসছি।'

বলিয়া সে সত্যই খাইতে বসিল।

জলের গ্লাস নামাইয়া দিয়া ঝি চলিয়া গেলে রমাসুন্দরী বলিল, 'উইলে উনি তোমায় কিছু দিয়ে যাননি সত্যি, কিন্তু আমি ভাবছি,

তোমায় কিছু দেওয়া আমার উচিত। না দিলে অধর্ম্ম হবে।'

প্রতুল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'তোমার অনুগ্রহ।'

রমাসুন্দরী বলিল, 'তা তুমি হয়ত হাসতে পার প্রতুল, কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমি করব ভেবেছি। আজ থেকে তুমি আর কোথাও যেয়ো না, এইখানেই থাকো।'

প্রতুল মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, 'তা বেশ। যখন দেবে তখন থাকব। আজ থেকে কেন?'

রমাসুন্দরী বলিল, 'কিন্তু একটি কাজ তোমায় করতে হবে প্রতুল। আমার একটি খুব সুন্দরী ভাইঝি আছে, তাকে তোমায় বিয়ে করতে হবে।'

প্রতুল আবার হাসিল। বলিল, 'ভাইঝি? সে যে আমার মামাতো বোন হবে।'

রমাসুন্দরী বলিল, 'আমি ত' তোমার সৎ-মা। সে আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি। তাতে দোষ নেই।'

প্রতুল বলিল, 'বিয়ে আমি করব না ভেবেছি।'

রমাসুন্দরীও এবার ঈষৎ হাসিল। বলিল, সে অমন অনেকেই ভাবে। তারপর আবার করেও।'

প্রতুল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রমাসুন্দরী বলিল, 'জবাব দিলে না যে?'

প্রতুল বলিল, 'বিয়ে না করলে আমি কিছু পাব না, কেমন, এইত ?'

'না, তা কেন ? বিয়ে করবার জন্যে আমি তোমায় অনুরোধ করছি।'

প্রতুল বলিল, 'আচ্ছা, আমি ভেবে দেখব। আজ চললাম।'

এই বলিয়া সে আর অপেক্ষা না করিয়া সত্যই চলিয়া যাইতেছিল, রমাসুন্দরী তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল,—'যেয়ো না প্রতুল, শোনো, বলি।'

প্রতুল ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রমাসুন্দরী বলিল, 'তোমায় কিছু না দেওয়ার জন্যে তোমার বাবার দোষ কেউ দেবে না প্রতুল, সবাই ভাববে আমিই বুঝি তোমায় দিতে দিই নি। তা বেশ, তোমার বাবা দিলেও যা, আমি দিলেও তাই। আমিই দেবো। কিন্তু তুমি আমায় আজ কথা দিয়ে যাও। আবার কবে আসবে বল।'

প্রতুল বলিল, 'আজ হঠাৎ এ রকম ইচ্ছা তোমার হ'লো কেন আমি কিছু বুঝতে পারছি নি।'

'সে সব বুঝে তোমার প্রয়োজন নেই প্রতুল। আমি দেবো এইটুকু জানলেই তোমার যথেষ্ট হবে।'

প্রতুল বলিল, 'কিন্তু আজ দিতে চাইলেই নিতে আমি সত্যিই পারব কিনা সে সম্বন্ধে আমার একটুখানি সন্দেহ আছে।'

বলিয়াই প্রতুল আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রেণুকা তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিল। প্রতুল ফিরিয়া আসিতেই জিজ্ঞাসা করিল, 'এত দেরি হলো যে? বলে গেলে ওখানে জলগ্রহণ করবে না, শুধু শ্রাদ্ধ সেরে দিয়েই চলে আসবে—'

গায়ের চাদরটা খুলিয়া ফেলিয়া প্রতুল ভাল করিয়া চাপিয়া বসিল। বলিল, 'শ্রাদ্ধ শেস হ'ল বেলা চারটের সময়। তারপর একটুখানি না খাইয়ে ছাড়লে না।'

রেণুকা বলিল, 'আর আমি এদিকে তোমার জন্যে খাবার তৈরি করে' বসে আছি।'

'বেশ ত', সে সব তুমি খাও।'

রেণুকা বলিল, 'এমন কী খাইয়েছে? আর-একবার খাও না! সারাদিন ত' উপোস করে' আছ!'

প্রতুল বলিল, 'একটু পরে।'

বলিয়াই টেবিলের উপর যে দুখানা বই পড়িয়াছিল আনমনে তাহারই একখানা তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে গিয়া দেখিল—হেমেনের লেখা বই, উপহার-পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে—'সুন্দরীপ্রধানা শ্রীমতী রেণুকার করকমলে—'।

বইখানি রেণুকাকে সে স্বহস্তে লিখিয়া উপহার দিয়াছে।

সেখানা নামাইয়া রাখিয়া প্রতুল আর-একখানা তুলিয়া লইল। দেখিল, সেখানিও তাই। তবে তাহার উপহার-পৃষ্ঠায় লেখার ভঙ্গী একটুখানি অন্য রকম। তাহাতে লিখিয়াছে—'যাহার রূপ দেখিয়া দেবী কি মানবী চিনিবার উপায় নাই, যাহার লীলাচঞ্চল দুইটি চক্ষু-তারকায় অতলস্পর্শী সাগরের গভীরতা, আরক্তিম দুটি ওষ্ঠপ্রান্তে যাহার অতৃপ্ত তৃষ্ণা, সর্ব্বদেহে যাহার অপরূপ লাবণ্য, অলক্তক রাগরঞ্জিত যাহার দুটি সুকোমল চরণ-স্পর্শে ধরণী ধন্যা, সেই ভুবনবিজয়িনী নারী—শ্রীমতী রেণুকা দেবীর করকমলে আমার এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তকখানি শোভা পাইবে—কল্পনা করিয়াও নিজেকে আজ আমি কৃতার্থ মনে করিতেছি।'

প্রতুল হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, 'সর্ব্বনাশ! হেমেনের কি মাথা খারাপ হলো নাকি?'

এই বলিয়া মুখ তুলিয়া রেণুকার মুখের পানে তাকাইতেই দেখিল, মুখ টিপিয়া টিপিয়া সেও হাসিতেছে।

প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, 'নিজে এসে দিয়ে গেল বুঝি?'

রেণুকা বলিল, 'সারাদিনই ত' ছিল। এই মাত্তর উঠে

গেল। বাবাঃ! এত বকতেও পারে! আমি বাপু ওর সঙ্গে কথায় পারি না।'

প্রতুল বলিল, 'ওর সঙ্গে কথায় পারবে কিরকম! ও যে একজন বিখ্যাত লেখক। কি রকম সুন্দর মানুষটি দেখলে ত!'

'হ্যাঁ, সুন্দর না ছাই! লিখতে পারে এই যা! নইলে এমন আর কী!'

প্রতুল বলিল, 'তুমি তাহ'লে মানুষ চেনো না'

'খুব চিনি। তোমার চেয়ে বেশি চিনি।' বলিয়া রেণুকা হাসিতে লাগিল।

প্রতুল তখনও হেঁটমুখে একখানি বইএর পাতা উল্‌টাইতেছিল। রেণুকা বলিল, 'তুমি যে ওকে কি-চোখে দেখেছ জানি না। এত প্রশংসা তুমি ওর কর—ওকে যে না দেখেছে, তোমার মুখে শুনলে তার মনে হয় ও মানুষ নয়, দেবতা। কিন্তু আমার ত' বাপু সে রকম মনে হলো না।'

প্রতুল বলিল, 'তুমি এখনও ওকে চিনতে পার নি। আর কিছুদিন যাক্‌।'

রেণুকা খানিক থামিয়া কি যেন ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা তোমার কি বিশ্বাস, হেমেনবাবু তোমায় খুব ভালবাসেন?'

বই হইতে মুখ তুলিয়া প্রতুল জোর করিয়া বলিল, 'নিশ্চয়।

এমন দিন গেছে যেদিন ওকে না দেখে আমি থাকতে পারি না, ও-ও আমাকে না দেখে থাকতে পারতো না। সে আমিই তোমাকে পেয়ে—'

রেণুকা আবার হাসিল। বলিল, 'আমাকে পেয়ে তুমি তোমার এমন বন্ধুকেও ছেড়ে দিলে? আমি তাহ'লে তোমার ব চেয়েও বড়?'

প্রতুল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'যাঃও! কি যে বল…'

বলিয়া আবার সে বইএর পাতায় মন দিল।

রেণুকা বলিল, 'কিন্তু তোমার ওই বন্ধুটি আমার কাছে তোমার অনেক নিন্দাই করেছে।'

কথাটা প্রতুল প্রথমে বিশ্বাস করিল না। বলিল, 'মিথ্যে কথা। কখ্খনো না।'

রেণুকা বলিল, 'আমার কথা বিশ্বাস করলে না? সত্যি বলছি।'

কথাটা সে যেরকম গম্ভীরভাবে বলিল, প্রতুল এবার আর অবিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, 'তাহ'লে তোমায় সে পরীক্ষা করতে চেয়েছে।'

রেণুকারও চট্ করিয়া কেমন যেন মনে হইল—হয়ত' বা তাই সত্যই হয়ত' সে তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই তাহার স্বামীর নামে মিথ্যা কতকগুলা অপবাদ রটাইয়া গেছে।

কিন্তু ছি ছি, এমনি নির্ব্বোধ সে, কই একটিবারের জন্যও এমনি করিয়া কথাটা ত' সে ভাবিয়া দেখে নাই! যাক্, রেণুকা হঠাৎ যেন একটুখানি খুশী হইয়া উঠিল।

প্রতুল তখনও সেই উপহার-পৃষ্ঠার লেখাটা দেখিতেছিল।

রেণুকা হাসিয়া বলিল, 'বার-বার ও লেখাটা তুমি এমন ক'রে দেখছ কেন বল ত? বন্ধুর ওপর রাগ হচ্ছে?'

কথাটা প্রতুল ভাল বুঝিতে পারিল না। বলিল, 'রাগ কেন হবে?'

রেণুকা বলিল, 'ওই এতগুলো মিথ্যা কথা লিখেছে ব'লে।'

প্রতুল হাসিল। 'হ্যাঁ, সেকথা সত্যি। কথাগুলো মিথ্যাই বটে।'

রেণুকা বলিল, 'কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে হ'লেও অন্যের কাছে নয়।'

মুচ্‌কি হাসিয়া প্রতুল চুপ করিয়া রহিল।

রেণুকা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ভাবছ?'

প্রতুল আবার সেই উপহারপৃষ্ঠাটি বাহির করিয়া বলিল, 'ভাবছি—এই কথাটা। এই যে লিখেছে—'আরক্তিম দুটি ওষ্ঠ প্রান্তে যাহার অতৃপ্ত তৃষ্ণা'...তাই ভাবছি তোমার ওষ্ঠে অতৃপ্ত তৃষ্ণা—কথাটা আমার বন্ধুর কাছে সত্য হ'লো কেমন করে!'

রেণুকা হাসিতে লাগিল।

প্রতুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ভাল! তাই যদি হয়ে থাকে ত' আমার চেয়ে বন্ধুকে আমার সৌভাগ্যবান বলতে হবে।'

কিন্তু প্রতুলের মুখের পানে তাকাইতে গিয়া রেণুকার মুখের হাসি সহসা বন্ধ হইয়া গেল। কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ উঠিয়াছে। রেণুকা দখিল, যে-বন্ধু তাহার কাছে সাধারণ মানুষের অনেক উর্দ্ধে, হঠাৎ ওই একটা কথায় তাহারও বিরুদ্ধে ঘনান্ধকার ঈর্ষার একটা কালো ছায়া প্রতুলের মুখের উপর ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

হাসিতে হাসিতে রেণুকা তৎক্ষণাৎ এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা চাপা দিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু একটা ভারি দুষ্ট বুদ্ধি এই প্রসঙ্গে রেণুকার মাথার ভিতর খেলিয়া গেল। ভাবিল, কথাটা অবশ্য এখন সে কাহারও কাছে প্রকাশ করিবে না। আগুন লইয়া খেলা ত' সে অনেক খেলিয়াছে, আবার একবার খেলিয়া দেখিবে।

রাত্রে সে হাসিতে হাসিতে প্রতুলকে বলিল, 'আমার একটা কথা রাখবে?'

'কি কথা বল।'

রেণুকা বলিল 'যে-সে কথা নয়। বড় ভীষণ কথা। আমার জীবন-মরণ সমস্যা।'

প্রতুল অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

'অমন করে তাকিয়ে রইলে যে?'

প্রতুল বলিল, 'ভাবছি তোমাদের এই নারী জাতটার কথা। তোমাদের মধ্যে বিধাতা যাদের সৌন্দর্য্য দিয়েছেন তাদের শুধু সৌন্দর্য্য দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি অদ্ভুত মন তাদের দিয়েছেন—যার কোনও হদিশ পাবার উপায় নেই, আমাদের মত পুরুষের পক্ষে যার লীলা বুঝা ভার!'

রেণুকা বলিল, 'তোমায় আর এত কবিত্ব করতে হবে না, তুমি শোনো।'

'শোনবার জন্যে এ অধীন সর্ব্বদাই প্রস্তুত। বলতে আজ্ঞা হোক্!'

এই বলিয়া হাত জোড় করিয়া প্রতুল সে এক অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

রেণুকা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'হাসিয়ো না বাপু, শোনো। আমি একটি কাগজে একটি কথা লিখে তোমায় রাখতে দেবো। কাগজের লেখাটি কিন্তু তুমি পড়তে পাবে না। তারপর আমি যখন বলব তখন তুমি খুলে পোড়ো। বল তুমি এ বিশ্বাস রাখবে?'

প্রতুল বলিল, 'কেন রাখব না?'

'কেন রাখ্‌ব না নয়। যার শপথ তোমার অন্তরের কাছে খুব বড় শপথ, আজ তোমার সেই তার নামে শপথ করে' বলতে হবে।

বিশ্বাস যদি তুমি রাখতে পার ত' বল, আমি তোমায় বিশ্বাস করে' লেখাটি লিখে দিই।'

প্রতুল বলিল, 'তোমার বিশ্বাস আমি রাখব এইটুকুমাত্র বিশ্বাস করে' তুমি লিখে দাও। বিশ্বাসঘাতকতা আ'ম করব না।'

রেণুকা তৎক্ষণাৎ কাগজ কলম লইয়া লিখিতে ব'সল। এবং লেখা শেষ করিয়া কাগজখানি একটি খামে মুড়িয়া বন্ধ করিয়া খামের মুখটি গালা দিয়া সযত্নে শীল্ করিয়া দিল।

বলিল, 'এই নাও। খুললে কিন্তু আমি বুঝতে পারব। তা যদি বুঝতে পারি ত' সেই দিন থেকে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। বুঝলে?'

প্রতুল খামখানি হাতে লইয়া তাহার নিজের আলমারি খুলিয়া তাহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার জন্ম উঠিয়া গেল। বলিল, 'এত কিছু বলবার প্রয়োজন নেই রেণুকা, আমি খুলব না, খুলব না, খুলব না—হলো ত?'

রেণুকা হাসিয়া বলিল, 'হ'লো।'

তাহার পর সে সম্বন্ধে কেহ কোনও কথাই উত্থাপন করে নাই। প্রতুলের শুধু মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে এই রহস্যজনক গোপনীয় লেখাটুকুর অর্থই-বা কি এবং ইহার প্রয়োজনই-বা কি! ভাবিয়া ভাবিয়া সে তাহার সমাধান করিতে কিছুতেই পারে না।

অথচ কঠোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কৌতূহল দমন করিবারও কোনও উপায় নাই। সুতরাং ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের মত এমন যে একটা মজার ব্যাপার তাহাদের জীবনে ঘটিয়াছে সেটাকে ভুলিয়া যাইতে হইবে!

দিনকতক পার হইতে না হইতে ভুলিয়া সে যায়ও।

আজকাল রেণুকা প্রায়ই তাহাকে তাহার ভালবাসা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে।

প্রতুল বলে, 'এখনও সেই এক কথা রেণুকা? আমার ভালবাসা সত্যি কিনা এখনও সেই এক প্রশ্ন?'

রেণুকা হাসিয়া বলে, 'কি জানি বাপু, আমার হয়ত' নিজের মনে পাপ আছে, বারে বারে তাই আমি শুধু সেই এক কথাই বলি।'

'কিন্তু আমার মন একেবারে নিষ্পাপ রেণুকা, আমি তোমায় সত্যি ভালবাসি। তোমার এই ধন-সম্পত্তি-ঐশ্বর্য্যকে নয়,—তোমাকে। এই যে আমার চোখের সুমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে, এই পরমা সুন্দরী রেণুকাকে।'

রেণুকা বলিল, 'আমি যদি বলি, আমার বিশ্বাস হয় না।'

প্রতুল বলিল, 'পরীক্ষা ক'রে দেখতে পার।'

'পরীক্ষা করবার মত বুদ্ধি যদি আমার না থাকে?'

প্রতুল হাসিল। হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

রেণুকা বলিল, 'হাসছ যে ?'

প্রতুল বলিল, 'হাসছি তোমার কথা শুনে। পৃথিবীতে আর সবই আমি বিশ্বাস করতে রাজি আছি, শুধু এই একটি কথা ছাড়া।'

'কি কথা ?'

'আমার রেণুকা নির্ব্বোধ। একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।'

রেণুকা আবার হাসিয়া বলিল, 'ধন্যবাদ!'

হেমেন্দ্রনাথ ঠিক সময় বুঝিয়াই আসে।

আসে ঠিক তেমনি সময়, যে সময় প্রতুল বাড়ী থাকে না।

আসিয়াই বলে, 'প্রতুলের সঙ্গে একদিনও আমার দেখা হচ্ছে না, ব্যাপারখানা কি বলুন দেখি ?'

রেণুকা বলে, 'দেখা করবার ইচ্ছে না থাকলে এমনিই হয়।'

'তাহ'লে কি বলতে চান দেখা করবার ইচ্ছে আমার নেই ?'

'দেখে ত তাই মনে হয়।'

'তার কি এমন কারণ থাকতে পারে বলুন ত ?'

'কারণ—আপনি আসেন দেখা করতে আমার সঙ্গে, আপনার বন্ধুর সঙ্গে নয়।'

হেমেন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।— 'বেশ ত', তাহ'লে

সব গোলমালই ঢুকে গেল। আপনার সঙ্গে দেখা করাই যখন আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন প্রতুলের সঙ্গে দেখা যে আমায় করতেই হবে তারও ত' কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।'

হেমেনের দেওয়া সে দিনের সেই বই-দু'খানা টেবিলের উপর তখনও তেমনি পড়িয়াছিল। হাত বাড়াইয়া রেণুকা সেই দুখানি টানিয়া আনিয়া উপহার-পৃষ্ঠাটি খুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'আচ্ছা, এই যে লিখেছেন,—এই লেখা দেখে আপনার বন্ধু যদি ভাবেন, আপনার মনের মধ্যে পাপ আছে, এবং সেই কারণে এ-বাড়ী আসা আপনার যদি তিনি বন্ধ করে' দিতে চান তাহ'লে আপনি কি করেন?'

হেমেন জোর করিয়া বলিয়া উঠিল, 'কখ্‌খনো না। প্রতুল কখনও আমার আসা বন্ধ করতে পারে না।'

রেণুকা হাসিতে লাগিল। বলিল, 'বুঝেছি। আপনার বন্ধুর দুর্ব্বলতা আপনি জানেন। আপনি সেই দুর্ব্বলতারই সুযোগ নিচ্ছেন।'

হেমেন কিয়ৎক্ষণ হেঁটমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মুখ দেখিয়া মনে হইল, রেণুকার কথায় যেন সে আহত হইয়াছে।

রেণুকা জিজ্ঞাসা করিল, 'হঠাৎ এমন চুপ হয়ে গেলেন যে?'

মুখ তুলিয়া হেমেন বলিল, 'ভাবছি—কাল থেকে সত্যিই আসা আমার আর উচিত কিনা।'

রেণুকা বলিল, 'মনে যদি সত্যিই আপনার কোনও দুরভিসন্ধি থাকে তাহ'লে দয়া করে না আসাই উচিত।'

হেমেনের মুখ দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কোনও কথা বাহির হইল না।

রেণুকাও চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া তাহারই সেই বই দু'খানার পাতা উল্‌টাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে হেমেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আসি।'

'আজ এমন তাড়াতাড়ি উঠলেন যে?'

হেমেন বলিল, 'আপনার কথা শুনে আরও আগেই ওঠা আমার উচিত ছিল। উঠতে পারিনি শুধু লজ্জায়।'

এই বলিয়া পিছন ফিরিয়া দরজার কাছ পর্য্যন্ত যখন সে চলিয়া গেছে, রেণুকা ডাকিল, 'শুনুন!'

হেমেন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রেণুকা বলিল, 'আপনি আসতে পারেন।'

'কেন?'

'আপনার বন্ধু আমায় পরিত্যাগ করে' আবার একটা বিয়ে করবেন।'

কথাটা শুনিয়া বিস্ময়ে হেমেন একেবারে যেন চমকিয়া উঠিল। বলিল 'মিথ্যা কথা।'

রেণুকা বলিল, 'মিথ্যে নয়। আপনার বন্ধুর বিমাতা তাঁকে

তাঁর বিষয়-সম্পত্তির প্রাপ্য অংশ দিতে রাজি হয়েছেন। রাজি হয়েছেন অবশ্য এই সর্ত্তে যে তাঁর একটি সুন্দরী ভাইঝি আছে তাকে বিয়ে করতে হবে।'

হেমেন বলিল, 'কখ্‌খনো না। বিষয়-সম্পত্তির অংশের জন্যে প্রতুল এ-কাজ করবে আপনি বলতে চান?'

রেণুকা হাসিতে লাগিল। বলিল, 'বাঃ, কেন করবে না? আপনি তাঁর চরিত্রের যে বর্ণনা আমায় দিয়েছেন তাতে ত' একাজ করা তাঁর পক্ষে খুব বেশী কষ্টকর নয়।'

হেমেন আর একটুখানি কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল, 'তবু একথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না রেণুকা।'

রেণুকা বলিল, 'অবিশ্বাসের ত' কিছু নেই।'

হেমেন জিজ্ঞাসা করিল, 'মেয়েটি কি আপনার চেয়েও সুন্দরী?'

রেণুকা বলিল, 'আপনি লেখক মানুষ, সুন্দরী অসুন্দরীর ওপর ভালবাসা নির্ভর করে না, সেটুকু বুঝা আপনার উচিত।'

'আপনার কি মনে হয়, প্রতুল আপনাকে ভালবাসে না?'

'যদি বলি, না—বাসে না।'

'কি জানি কেন, আমার মাথার ভেতরটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে রেণুকা দেবী, আজ আমায় কথাটা একবার ভেবে দেখতে দিন।'

এই বলিয়া এবার আর সে অপেক্ষা না করিয়া পিছন ফিরিয়া তাড়াতাড়ি দরজা পার হইয়া চলিয়া গেল।

রেণুকা সেইখান হইতেই জোরে জোরে বলিল, 'কাল আবার আসবেন ত' ?'

হেমেন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'কি জানি, ঠিক বলতে পারছি না।'

রেণুকা একাকিনী বসিয়া বসিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

রেণুকা সেদিন হাসিতে হাসিতে বলিল, 'কই গো, সেই যে সেদিন তুমি বললে, তোমার মার একটি ভাইঝি আছে, তাকে বিয়ে করলে রাজকন্যার সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজত্ব পাবে তার কি হ'লো ?'

প্রতুল বলিল, 'হবে আবার কি! তিনি বলছিলেন, সেই কথাই তোমায় এসে বললাম।'

রেণুকা বলিল, 'বা-রে! তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসে...তুমি ত' বেশ মানুষ!'

প্রতুল একবার রেণুকার মুখের পানে ভাল করিয়া তাকাইল। তাকাইয়া বলিল, 'প্রতিশ্রুতি ত' দিইনি। আর কেনই বা দিতে যাব ? আমি কি খেতে পাচ্ছি না, না আমার স্ত্রী নেই যে, আবার আর-একটা বিয়ে করতে হবে ?'

রেণুকা বলিল, 'আজ না-হয় তোমার খাবার-পরবার অভাব নেই, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ত' বলা যায় না, ধরো—তোমার. সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া হ'লো, আমি হয়ত রেগে তোমায় বলে' বসলাম—আমার সম্পত্তিতে বাবুগিরি তোমার চলবে না, তুমি আপনার পথ দ্যাখো। তখন কি করবে?'

প্রতুল তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, 'কী যে তুমি পাগলের মত বল রেণুকা, আমি এ-সবের মানে কিছু বুঝতে পারি না। এই শক্ত শক্ত কথাগুলো আমায়. তুমি মাঝে মাঝে কি জন্যে শোনাও বলত'?'

রেণুকা বলিল, ভবিষ্যতের জন্যে আমার ভাবনা হয় বলেই শোনাই। কত বিয়ে-করা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন ঝগড়া হয়েছে শুনেছি যে, তাই থেকে তাদের একেবারে চির জীবনের জন্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আর আমাদের না হয়েছে বিয়ে, না হয়েছে কিছু, তা ছাড়া আমার বংশের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আমার ওপর হঠাৎ একদিন তোমার বিতৃষ্ণা আসতে পারে ত?

প্রতুল তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

'অমন করে তাকাচ্ছ যে?'

প্রতুল বলিল, 'বল বল, বলে যাও, থামলে কেন?'

রেণুকা বলিল, 'না না, হাসির কথা নয়, আমি সত্যি বলছি। শেষ জীবনে এমনি একটা কিছু হওয়ার চেয়ে—আগে থেকেই সাবধান হয়ে থাকা ভালো। তার চেয়ে বেশ ত' হাতের পাঁচ আমি ত' রয়েইছি, তার ওপর আর একটা বিয়েও করে' রাখলে বিষয়-সম্পত্তিও পেলে, বাস্, আমার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি যেদিন হ'লো সেই দিনই তুমি চলে গেলে তার কাছে…

প্রতুল বোধকরি রহস্য করিযাই তাহার বাকি কথাটা শেষ করিয়া দিল। বলিল, 'আর তুমি তোমার পূর্ব্বপুরুষের সুনাম বজায় রাখবার জন্তে মায়ের পন্থা অনুসরণ করলে! কেমন? এই ত?'

রেণুকা বলিল, 'সে আমি তখন যাই করি না, তোমার ত' কিছু দেখবার দরকার হবে না। বিয়ে করা স্ত্রীও নই যে তোমার সম্মানের হানি হবে।'

প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, 'আর কিছু তোমার বলবার আছে?'

রেণুকা হেঁটমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রতুল বলিল, 'তাহ'লে আমার কথা শোনো। তুমি আমার বিয়ে-করা স্ত্রী নও, তোমার বংশ পরিচয় আমি জানি, তুমি অতি নীচ, তুমি ঘৃণ্য, তুমি অস্পৃশ্য, তুমি—তুমি যা-কিছু সব, কিন্তু তবু তুমি আমার—তুমি আমার কী, তা আমি তোমায় মুখের কথায় কেমন করে বোঝাব রেণুকা!'

এই বলিয়া তাহাকে সে তাহার বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া চাপিয়া ধরিল এবং তাহার সুচারু দুই ওষ্ঠপুটে, আরক্তিম গণ্ডে এবং তাহার সেই অনিন্দ্য-সুন্দর মুখমণ্ডলের সর্ব্বত্র বারম্বার চুম্বন করিয়া করিয়া তাহাকে একেবারে বিহ্বল করিয়া দিয়া বলিতে লাগিল, 'তোমায় আমি বহুবার বলেছি, আবার আজও বলছি রাণী, তোমার সন্দেহ বৃথা, তোমায় আমি চিরদিনই ঠিক এমনি ভালই বাসব।'

তাহার পর রেণুকার মুখখানি প্রতুল তাহার দুইহাতে তুলিয়া ধরিয়া একাগ্র মুগ্ধদৃষ্টিতে সেই দিকপানে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া আবার বলিল, 'এ মুখ আমার কাছে জীবনে কখখ্নও পুরণো হবে না রেণু। তোমার এই মুখখানির পানে দিবারাত্রি একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে।'

রেণুকা ঈষৎ হাসিল। সে বড় সুন্দর হাসি। যে না দেখিয়াছে তাহাকে বুঝাইবার উপায় নাই। বলিল, 'আমার এ মুখ—এমনটি ত' চিরকাল থাকবে না গো!'

প্রতুল বলিল, 'না থাক্, তবু আমার ভালবাসা থাকবে।'

'যদি না থাকে?'

বারম্বার শুধু সেই এক প্রশ্ন! প্রতুল বোধকরি মনে মনে একটুখানি রাগ করিল। বলিল, 'দ্যাখো, আমার ভালবাসার

ওপর তোমার এত বেশি সন্দেহ যে, শুনে শুনে তোমারই ভাল-বাসার ওপর আমার কেমন যেন সন্দেহ জন্মে যাচ্ছে।'

রেণুকা বলিল, 'আচ্ছা তাই যদি হয় তাহ'লে কি করবে?'

'কি করব তা ঠিক জানিনে। তবে'—প্রতুল বলিল, 'তোমার ভালবাসা না পেলে সমস্ত পৃথিবী আমার কাছে অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা হয়ে যাবে। তখন আর আমি বেঁচে থেকে কোনও সুখ পাব না। কি জানি হয়ত আত্মহত্যাও করে' বসতে পারি।'

আত্মহত্যা!

রেণুকা হাসিতে হাসিতে কেমন যেন অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বলিল, 'যাঃও! সামান্য একটা মেয়ের জন্যে—তুমি পুরুষ মানুষ··ছি! আমার মত এমন কত পাবে।'

হেমেন আবার আসিল। যাইবার সময় সে যাহাই বলিয়া যাক্, রেণুকা জানিত—সে আসিবে এবং ঠিক সেই সময় আসিবে যে সময় প্রতুল বেড়াইতে বাহির হয়। বাড়ীর কাছাকাছি কোথাও লুকাইয়া থাকে কিনা তাই বা কে জানে!

রেণুকা তাহাকে দেখিবামাত্র হাসিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িল।

তাহার এই হাসি দেখিয়া হেমেন্দ্রনাথ প্রথমে একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল, পরে অতি কষ্টে তাহার সে অপ্রস্তুতের

ভাবটা জোর করিয়া কাটাইয়া রেণুকার কাছে একটুখানি আগাইয়া আসিয়া বলিল, 'হাসছো যে ?'

'আপনি' না বলিয়া তাহার এই 'তুমি' বলাটা রেণুকা যে লক্ষ্য করিল না তাহা নয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য না করিয়াই আঙুল বাড়াইয়া চেয়ারটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'বসুন।'

হেমেন কিন্তু বসিল না, রেণুকার আরও কাছে আগাইয়া গিয়া একেবারে তাহার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। অনুচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন হাসছ বল আগে, তারপর বসব।'

রেণুকা সরিয়া দাঁড়াইল না। হাসি তখন তাহার থামিয়াছে, কিন্তু তাহার সেই সুন্দর মুখের উপর হাসির আভা তখনও সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই। বলিল, 'বলছি, বসুন না!'

হেমেন্দ্রনাথ, কি সাহসে জানি না, হাত বাড়াইয়া রেণুকার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, 'না, কেন হাসছিলে বল আগে।'

এবার রেণুকা তাহার হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া নিজেও সরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'হাসছিলাম আপনার কাণ্ড দেখে।'

হেমেনের মুখখানি হঠাৎ যেন শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। বলিল, 'কি কাণ্ড দেখলেন ? কই, কিছুই ত' আমি করিনি।'

'তুমি' ছাড়িয়া আবার 'আপনি'! রেণুকা মনে-মনে একটু-খানি না হাসিয়া পারিল না। বলিল, 'কাণ্ড এমন বিশেষ কিছুই নয়। কাল যাবার সময় বলে গেলেন—আর আসব না, আজ আবার এলেন। এই!'

হেমেন যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল, 'ও, এই! এরই জন্যে এত হাসি! কিন্তু কই, আমি ত' আসব না বলিনি। বলেছিলাম, নাও আসতে পারি।'

রেণুকা বলিল, 'একই কথা।'

হেমেন বসিয়া বসিয়াই দুই হাত দিয়া চেয়ারটাকে রেণুকার দিকে অনেকখানি সরাইয়া আনিয়া মুখ বাড়াইয়া নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত হাসিয়া চোখ দুইটার সে এক অদ্ভুত রকমের চেহারা করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'আমি না এলে কি তুমি সুখী হতে রেণুকা?'

তাহার বলিবার ভঙ্গী, তাহার এই 'তুমি' সম্বোধন এবং নাম ধরিয়া ডাকা রেণুকার কাছে নিতান্ত অশোভন বলিয়াই বোধ হইল, কিন্তু তথাপি সে তাহার কোনোরূপ প্রতিবাদ না করিয়াই বলিল, 'না না সুখী নয়, না এলে বরং দুঃখিতই হই।'

হেমেন্দ্রনাথ একগাল হাসিয়া বলিল, 'তা আমি জানি।'

বলিয়াই বেশ একটু গম্ভীর ভাবে ভাল করিয়া একবার চাপিয়া বসিয়া বলিল, 'মানুষের মনের কথা বোঝবার এক-আধটু ক্ষমতা

ভগবান আমাদের দিয়েছেন রেণুকা, তাই সেটা বুঝতে আর বিশেষ কষ্টবোধ হয় না।'

রেণুকা হাসিল না, প্রতিবাদও করিল না, বরং তাহার সেই কথাটাকেই যেন সমর্থন করিতেছে এমনি ভাণ করিয়া হেঁটমুখে নিজের পায়ের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হেমেন সাহস পাইয়া এইবার আবার একবার রেণুকার দিকে হাত বাড়াইল এবং নিতান্ত অতর্কিতে তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া অন্তরের দুর্দ্দমনীয় আবেগে থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

রেণুকা মুখ তুলিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা দ্বারপ্রান্তে তাহার নজর পড়িতেই দেখিল সেখানে প্রতুল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রেণুকার হাতখানা সজোরে নিজের দিকে টানিয়া হেমেন বোধকরি তাহাকে জড়াইয়াই ধরিতে গেল, কিন্তু পশ্চাতে সহসা প্রতুলের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আচম্‌কা চমকিয়া সে রেণুকার হাত খানা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখখানি তখন তাহার শুকাইয়া গেছে, আপাদমস্তক থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে, কথা বলিতে গিয়া দেখে, গলাটা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেছে।

হেমেনের দোষ কি! প্রতুলকে সে একেবারেই দেখিতে পায় নাই।

হেমেন্দ্রনাথের নিজের আচরণের জন্ম তাহার নিজেরই লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রথমতঃ সে ভাবিল, প্রতুল কিছুই বুঝিতে পারে নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহার প্রতি প্রতুলের দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা সে বেশ ভাল করিয়াই জানে। তাই সে ঠিক অকুতোভয় শয়তানের মতই নিতান্ত ভাল মানুষের ভাণ করিয়া প্রতুলের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং হাসিয়া বলিল, 'তুমি যে একেবারে ডুমুর ফুল হয়ে পড়েছ প্রতুল! তোমার ত' দেখাই পাবার জো নেই।'

হেমেনের সঙ্গে তাহার আজ কয়েকদিন পরে দেখা, অন্ত সময় হইলে তাহাকে হয়ত সে বুকে জড়াইয়া ধরিত কিম্বা হয়ত তাহাদের কথাবার্ত্তা গল্প গুজব আর শেষই হইতে চাহিত না, অথচ প্রতুল সেদিন কি ভাবিয়া যেন নিজেই নির্ব্বিবাদে বলিয়া বসিল, 'হ্যাঁ ভাই, কয়েকদিন ধরে' ভারি একটা গুরুতর কাজে ব্যস্ত হয়ে রয়েছি।'

বলিয়াই সে সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল, আবার কি ভাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। রেণুকার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'আমার সেই জিনিসটা;—তুমি একবার আসতে পারো রেণুকা?'

তাহার এই ঔদাসীন্ত হেমেন যে লক্ষ্য করিল না তাহা নয়। এবং লক্ষ্য করিয়াই বোধকরি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আজ আসি তাহ'লে।'

প্রতুল বলিল, 'আচ্ছা।'

হেমেন্দ্রনাথ মুখে তাহার শুষ্ক একটুখানি হাসি টানিয়া আনিয়া রেণুকাকে একটি নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

প্রতুলের দিকে না তাকাইয়াই রেণুকা তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল। বলিল, 'শুনুন!'

হেমেন ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আমাকে ডাকছেন ?'

'হ্যাঁ, আপনাকেই ডাকছি।' বলিয়া রেণুকা আর প্রতুলের দিকে না চাহিয়াই বলিল,—'কাল রাত্রে এখানে আপনি খাবেন, নিমন্ত্রণ রইলো, বুঝলেন ?'

হেমেন্দ্রনাথ একটুখানি অবাক্ হইয়া গিয়া এই রহস্যময়ী নারীর মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কাল রাত্রে ? আমায় এখানে খেতে হবে ? কেন ?'

রেণুকা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'খেতে হবে মানে খেতে হবে। কেন খেতে হবে সেকথা আপনি জানেন।'

'বেশ।' বলিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া হেমেন বাহির হইয়া গেল।

হেমেন চলিয়া গেলে রেণুকা প্রতুলের মুখের পানে তাকাইল। দেখিল, মুখখানা গম্ভীর। মনে হইল যেন ঝড় উঠিয়াছে। রেণুকা মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিল। সে তাহাই চাহিয়াছে।

প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, 'ওকে নিমন্ত্রণ করলে ?'

ঠোঁট দুইটা চাপিয়া হাসি বন্ধ করিয়া রেণুকা বলিল,—'হ্যাঁ। কেন ? কিছু অন্যায় হলো নাকি ?'

প্রতুল তাহার মনের কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল. 'না, অন্যায় আর কি! অন্যায় কেন হবে ? তবে তুমিই না আগে বলতে—হেমেন তেমন ভাল মানুষ নয়! আমার কথায় ত' তুমি প্রতিবাদ করতেগো!'

রেণুকা বলিল, 'এখন যদি আবার সেই কথাটারই প্রতিবাদ করি! এখন যদি বলি—না, তোমার কথাই ঠিক। আমিই ওঁকে ভুল বুঝেছিলাম,—তাহ'লে ?'

প্রতুল চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

রেণুকা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ভাবছ ? বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার হঠাৎ ফিরে এলে যে? কী তখন আমায় বলবে বলছিলে না ?'

ঘাড় নাড়িয়া তেমনি গম্ভীরভাবেই প্রতুল বলিল, 'না কিছু বলিনি।'

প্রতুল সেদিন আর বাড়ী হইতে বাহির হইল না। মুখখানি অসম্ভব রকম গম্ভীর। মনে হইল কিসের যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

চিন্তাটা যে কিসের রেণুকা তাহা যেন বুঝিয়াও বুঝিতে

চাহিল না। বার-কতক্ সে জিজ্ঞাসা করিল, ‘কি ভাবছ?’ কিন্তু প্রতুলের কাছ হইতে ভাল করিয়া তাহার জবাব না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

প্রতুল তাহার লিখিবার টেবিলের কাছে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া হেঁটমুখে চয় চয় করিয়া কি যেন লিখিল, তাহার পর একটা বই খুলিয়া সে পড়িতে বসিল।

রেণুকাও একটা বাংলা নভেল লইয়া তাহার খাটের উপর শুইয়া পড়িল। কাহারও মুখে কোনও কথা নাই! নীরব নিস্তব্ধ সেই সুসজ্জিত গৃহাভ্যন্তরে দুই স্বামী স্ত্রী দুদিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বই খুলিয়া বসিয়া আছে। গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়নরত এই দুই দম্পতীকে দেখিলে হাসি পায়। প্রতুল তাহার মুখের সামনে ইংরেজি বইখানি খুলিয়া ধরিয়াছে মাত্র, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হইয়া যাইতেছে, অথচ একটি পৃষ্ঠাও সে উল্‌টাইতেছে না।

ওদিকে রেণুকার অবস্থাও ঠিক তাই। প্রতুল সেদিকে একবার তাকাইলেই দেখিতে পাইত বইখানির মলাটের উপর সোনার জলে হেমেন্দ্রনাথের নাম লেখা। তাহারই রচিত সেই উপহার দেওয়া উপন্যাসখানি! রেণুকা বোধকরি ইচ্ছা করিয়াই হেমেনের নাম-লেখা সেই ঝক্‌ঝকে মলাটের দিকটা প্রতুলের দিকে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। বইখানি পড়িবার

কোন লক্ষণই তাহার নাই। বইএর পাতা সে-ও উল্টাইতেছে না। প্রতুল যদি-বা একদৃষ্টে শুধু বইএর দিকেই তাকাইয়া আছে, রেণুকার দৃষ্টি কিন্তু চঞ্চল। বইএর পাতার আড়ালে মুখখানি লুকাইয়া সে শুধু ঘন-ঘন প্রতুলের দিকে চুরি করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

এমনি নীরবে তাহাদের বহুক্ষণ কাটিল। চাকর আসিয়া খাবারের কথা বলিয়া গেল তবু তাহাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

অবশেষে রেণুকাই হঠাৎ একসময় উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'খাবে? না আজ এমনি মন-ভারি করে' বসে বসেই রাত কাটাবে?'

প্রতুল তাহার হাত হইতে বইখানা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, 'হ্যাঁ দাও।'

খাবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য রেণুকা উঠিয়া গেল।

প্রতুলকে খাইতে বসাইয়া রেণুকা অন্যদিন তাহার সুমুখে বসিয়া থাকে, কিন্তু সেদিন সে অন্যদিনের মত তাহার সুমুখেও বসিল না, প্রতুল কি খাইতেছে না খাইতেছে তাহার তত্ত্বাবধানও করিল না। খাবারের ঘরে প্রতুলের ঠাঁই করিয়া দিয়াছিল চাকরে, রাঁধুনী আসিয়া খাবার ধরিয়া দিয়া গেল, প্রতুল খাইতে বসিল এবং তাহাকে বসাইয়া দিয়াই রেণুকা বলিল, 'আমার একটুখানি কাজ আছে। আসছি।'

বলিয়া সে আবার তাহাদের শোবার ঘরে গিয়া ঢুকিল। প্রতুল এতক্ষণ তাহার টেবিলের কাছে বসিয়া বসিয়া কি যেন লিখিতেছিল। কি লিখিতেছিল তাহাই দেখিবার জন্য রেণুকা সেই টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। এদিক-ওদিক কাগজ-পত্রগুলা উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল—একখানি চিঠি।—ঠিকানা লেখা খামের ভিতর বন্ধ। তাড়াতাড়ি খামের ভিতর হইতে চিঠিখানি সে বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে চাপা হাসিতে মুখখানি তাহার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেখিল—চিঠিখানি প্রতুল লিখিয়াছে তাহার বিমাতা, রমাসুন্দরীকে।

লিখিয়াছে, তাঁহার ভাইঝিকে বিবাহ করিবার কথা সে ভাবিয়া দেখিয়াছে। তাহাকে বিবাহ সে ঠিক করিবে কিনা সেকথা এখনও সে স্থির নিশ্চিত কিছুই বলিতে পারে না। তবে এইটুকুই শুধু সে জানিতে চায়—তাঁহার ভাইঝিকে বিবাহ যদি সে না করে তাহা হইলে তাহার পিতার সম্পত্তি হইতে এমন কিছু সে পাইবে কিনা যাহা পাইলে এই কলিকাতা শহরে কোনোরকমে সে খাইতে পরিতে পায়। এবং উপরের ঠিকানায় দু'একদিনের মধ্যেই এই চিঠির সে জবাবের প্রত্যাশা করিবে।

চিঠি খানি রেণুকা খাম সমেত তৎক্ষণাৎ তাহার জ্যাকেটের নীচে বুকের তলায় লুকাইয়া রাখিল। এবং

হাসিতে হাসিতে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চিঠির খোঁজ পড়িল পরদিন রাত্রে। দিনের বেলাটা কোনো-রকমে কাটিল। কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। নিতান্ত যাহা না বলিলে নয় প্রতুল যেন তাহার বেশি আর বাক্যব্যয় করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

বৈকালে প্রতুল অন্যদিন বেড়াইতে বাহির হয়, সেদিন তাহাও গেল না। রেণুকাও সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিল না, মনে মনে একটুখানি হাসিল মাত্র।

রাত্রি ক্রমশ অধিক হইতেছে, অথচ আজ যে একজনের এখানে আহারের নিমন্ত্রণ সেকথা যেন রেণুকার মনেই নাই।

প্রতুলই সেকথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল। বলিল, 'হেমেনকে আজ যে এখানে খাবার নিমন্ত্রণ করেছ সেকথা কি তুমি ভুলে গেলে নাকি?'

রেণুকার যেন চমক ভাঙ্গিল। এমনি ভাণ করিয়া একবার চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'তাইত! ভাগ্যিস্ মনে করিয়ে দিলে, আমি ত' ভুলেই গিয়েছিলাম।'

প্রতুল বলিল, 'খাবারের বন্দোবস্ত বোধহয় কিছুই করনি। এবার ত' সে এলো বলে'।

রেণুকা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কতক্ষণই বা লাগবে!

উনি ত' বিয়ে-থা করেন নি। বাড়ী ফিরতে রাত্রি হ'লেও বৌ বকবে না। বেশি রাত্রি হ'লে না-হয় এইখানেই রাত্রিবাস করবেন, —আমাদের ঘরের ত' অভাব নেই, না কি বল ?'

প্রতুলের মুখখানা সহসা কেমন যেন হইয়া গেল। কথাটার সে জবাব দিতে পারিল না। হেঁটমুখে টেবিলের কাগজপত্র নাড়াচাড়া করিতে করিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'আমার চিঠি ?'

রেণুকা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'খামে মোড়া একখান চিঠি ত ? ওপরে একটি মেয়ের নাম লেখা ?'

'হাঁ' বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া প্রতুল হাত পাতিল। বলিল, 'দাও ! সব তাতেই তোমার বাড়াবাড়ি। চিঠিপত্র—'

কথাটা তখনও তাহার শেষ হয় নাই। রেণুকা বলিল, 'চিঠি তোমার আমি পড়িনি। না পড়েই ডাকে দিয়ে দিয়েছি।'

প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাকে দিয়েছ ? টিকিট বসিয়ে দিয়েছ ত' ?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, টিকিট বসিয়ে দিয়েছি। বিয়ারিং হবে না। সে ভাবনা নেই। কিন্তু সে ভদ্র মহিলাটি কে শুনি ?'

প্রতুল বলিল, 'সে তোমার শুনে কাজ নেই, তুমি যাও তাড়াতাড়ি হেমেনের খাবার ঠিক করগে।'

রেণুকা বলিল, 'তা বেশ ত', বলতে না চাও, জোর করে' আমিও শুনতে চাইনে।'

বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, প্রতুল বলিল, 'নামটা বোধ হয় শ্রীযুক্তা রমাসুন্দরী ছিল। তোমার বোধহয় মনে আছে।'

কথাটা রেণুকা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। পরে বুঝিল সে চিঠির কথাই বলিতেছে। বলিল 'হ্যাঁ মনে আছে।'

প্রতুল বলিল, 'রমাসুন্দরী আমার মা'র নাম। ভদ্রমহিলা আমার মা হ'ন। তোমার সন্দেহ বৃথা।'

এমন সময় দেখা গেল, হেমেন ঘরে ঢুকিতেছে।

প্রতুল বলিল, 'এই নাও, তোমার 'গেষ্ট' এসে গেছে। অথচ এখনও তোমার—'

হাসিয়া দাঁত বাহির করিয়া রেণুকার মুখের পানে তাকাইয়া হেমেন বলিল,—'তাতে আর কি হয়েছে! হোক্ না, হোক্ না! দেরিতে খাওয়াই আমার অভ্যেস। মেসে থাই বুঝতেই ত' পারছেন।'

এই বলিয়া টানিয়া টানিয়া সে যেন জোর করিয়াই হাসিতে লাগিল।

রেণুকা ঘরের চৌকাঠ পার হইয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আবার কি ভাবিয়া ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। বলিল, 'এতক্ষণ আমাদের সেই কথাই হচ্ছিল। কথা হচ্ছিল, আপনি মেসে থাকেন, দেরি হলেও বলবার কেউ নেই। বৌ থাকলে হয়ত বকুনি খেতেন। খুব যদি দেরি হয় ত' এক কাজ

করতে পারেন আপনি। এইখানেই শুয়ে পড়তে পারেন। আর, একটা লোকের শোবার জায়গা এখানে অনায়াসেই হবে।'

প্রতুলের মুখ দেখিয়া মনে হইল এবার যেন সে রাগিয়া উঠিয়াছে। রেণুকার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, 'আঃ, সে এখন হবে গো হবে। আগে খাওয়া হোক, তারপর শোবার ব্যবস্থা! তার জন্যে তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? যাও, তুমি আগে ওর খাবার ব্যবস্থাটাই ক'রে এসো।'

হেমেন্দ্রনাথ বলিল, 'হচ্ছে হচ্ছে, তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন প্রতুল। পথ ত' উনি আগেই মেরে রাখলেন! একান্তই যদি দেরি হয় ত' আমি এখানে রাত্রিটা কাটিয়েও ত' যেতে পারি।'

প্রতুল বলিল, 'না তুমি জানো না হেমেন, তোমায় যে আজ এখানে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, সে কথা ওর মনেই ছিল না, এইমাত্র মনে পড়লো।'

ইহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া একটুখানি রসিকতা করিবার সুযোগ মিলিয়াছে ভাবিয়া হেমেন্দ্রনাথ রেণুকার মুখের পানে ফিরিয়া তাকাইল। হাসিয়া বলিল, 'বাঃ, অতিথিকে আসতে বলে' নিজে একেবারে ভুলেই বসে আছেন? মন্দ নয়! বাঃ!'

রেণুকা এতক্ষণ ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার ওদিকের একটা সোফার উপর ভাল করিয়া চাপিয়া বসিল। বলিল, 'নিন তাহ'লে আর রান্নাঘরের দিকে যাবই না। ভাল করেই ভুলে

গেলাম।' বলিয়া মুখখানির সে এক অপরূপ ভঙ্গী করিয়া নীরবেই হাসিতে লাগিল।

প্রতুল তখন রাগিয়া একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছে। হেমেনকে দেখিয়া সে যেন আর নড়িতে চায় না! ছি ছি, এ কি অভদ্র আচরণ রেণুকার!

প্রতুল বলিল, 'ভাল! এমনি রসিকতা করলেই ও আজ খেয়েছে!'

হেমেন্দ্রনাথের এ'সময় হাসিবার কোনও কারণ ছিল না। তবু সে অকারণেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রেণুকা বলিল, 'দ্রৌপদীর কথা জানেন ত'? এমনি অপ্রস্তুত অবস্থায় অনেক অতিথিকে সে খাওয়াতে পারতো।'

হেমেন্দ্রনাথ বলিল, 'দ্রৌপদীর সখা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, কাজেই তার দ্বারা সবই সম্ভব হ'তো।'

রেণুকা বলিল, 'শ্রীকৃষ্ণ যে আমারও সখা নয় তাই-বা কেমন করে' জানলেন?'

হেমেন্দ্রনাথ আবার হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'অবিশ্বাসের কিছু নেই। আপনি ত' মানবী ন'ন। সেকথা আমি ত' অনেক আগেই বলে' দিয়েছি।'

প্রতুল বলিল, 'হ্যাঁ, ওই বলেই ত' ওর মাথাটি খেয়েছ।'

রেণুকা বুঝিল, প্রতুল অত্যন্ত রাগিয়াছে। হাসিয়া বলিল, 'কেন, আমি কি দ্রৌপদী হ'তে পারি না মনে করেছ?'

প্রতুল বলিল,'কেন পারবে না? ওই দ্রৌপদীই তোমার উপযুক্ত খেতাব্।'

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর কথাটা রেণুকা এতক্ষণ ভাবিয়া দেখে নাই। অথচ প্রতুল ঠিক সেই ইঙ্গিতই করিয়াছে।

রেণুকা এইবার একটুখানি লজ্জিত হইয়া উঠিল। বলিল,—'ওগো থামো, আর উপহাস কোরো না। ওদিককার সব ব্যবস্থাই আমি করেছি। এত বোকা আমি নই।'

প্রতুল এতক্ষণে যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলিল,—'তাই বল!'

হেমেন হাসিতে হাসিতে বলিল, 'সে আমি আগেই বুঝেছি।'

এইবার খাইবার পালা।

রেণুকা সব ব্যবস্থাই করিয়াছিল। এতটুকু ত্রুটি কোথাও হয় নাই।

কিন্তু ত্রুটি হইলেই প্রতুল বোধকরি সুখী হইত বেশি। কারণ একটার পর একটা ক্রমাগত নূতন খাবার আনিয়া রাঁধুনী যতই হেমেনের থালার উপর ধরিয়া দিতে লাগিল, ততই তাহার এই অকৃত্রিম বন্ধুর প্রতি তাহারই প্রিয়তমা পত্নীর এই অসাধারণ অনুরাগের কথা স্মরণ করিয়া মুখখানি তাহার বিষণ্ণ ম্লান হইয়া উঠিতে লাগিল।

প্রতুল যে তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিল না তাহা নয়,

কিন্তু নানান্ কথা বলিয়া যতই সে তাহার মনের ভাব ঢাকিবার চেষ্টা করে, রেণুকার কাছে ততই যেন তাহা প্রকট হইয়া উঠে।

হেমেনের খাওয়া যেই শেষ হইয়া গেছে, দেওয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া রেণুকা বলিল, 'ইস্, বারোটা বেজে গেল? থাক্, তা'হলে আজ আর আপনার মেসে গিয়ে কাজ নেই। এইখানেই—আমাদের ওই পাশের ঘরে...'

কথাটা তাহার শেষ না হইতেই প্রতুল বলিয়া উঠিল,—'বা রে! ওর 'মেস' ব'লেই বুঝি অরাজকের পুরী? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর কাছে ওকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না?'

হেমেন বলিল, 'হুঃ! আমাদের আবার মেস! তার আবার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট! হুঃ! কৈফিয়ৎ না আরও-কিছু!'

ইহার পর আর কিছু বলা চলে না। বলিতে গেলেই প্রতুলকে ধরা পড়িতে হয়।—মনের ভাব তাহার প্রকাশ হইয়া পড়ে। অথচ গত কাল হইতে হেমেনের উপর রেণুকার যে প্রীতি সে লক্ষ্য করিতেছে তাহার পরেও তাহাদেরই পাশের ঘরে হেমেনকে রাত্রিবাস করিতে দিবার ইচ্ছা প্রতুলের নাই। তাই সে এইবার যেন একেবারে মরীয়া হইয়াই রেণুকার দিকে তাকাইয়া হেমেনকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল,—'না না এত রাত এখনও হয়নি যে ওকে মেসে ফেরা বন্ধ করতে হবে। কলকাতা শহরে বারোটা রাত্রি আবার রাত্রি নাকি? আর তা ছাড়া—'

বলিয়া হেমেনের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে এক রকম জোর করিয়াই ঘরের বাহিরে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে প্রতুল বলিল, 'তাছাড়া আমি জানি ত' একটা রাত্রি বাইরে কাটালে মেসের ছোক্‌রারা কিরকম করতে থাকে! কত কি সন্দেহ করে, কত কি বলে, তার চেয়ে কাজ নেই বাপু. চল—চল, তোমায় আমি পৌঁছে দিয়ে আসি—চল।'

যাইবার ইচ্ছা হেমেন্দ্রনাথের একেবারেই ছিল না। এ যেন জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া! কি আর করিবে, প্রতুলের টানাটানিতে তাহাকে যাইতে হইল। দরজার কাছ হইতে পিছন ফিরিয়া সতৃষ্ণ নয়নে রেণুকার মুখের পানে একবার তাকাইয়া বলিয়া গেল—'আসি তাহ'লে। নমস্কার!'

রেণুকাও হাসিয়া তাহার হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া বলিল, —'নমস্কার!'

প্রতুল তাহা লক্ষ্য করিল। মনে হইল, চোখে যদি আগুন থাকিত এবং সে আগুনে যদি কোনও কাজ হইত তাহা হইলে আজ হয়ত রেণুকাকে সে এই চোখের আগুনে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়া যাইত!

যাই হোক্, মাঝ-রাস্তায় হেমেনকে ছাড়িয়া দিয়া প্রতুল বাড়ী ফিরিল। বাড়ী ফিরিয়াই দেখে, ঘরে আলো জ্বালিয়া গম্ভীর

মুখে সোফার উপর রেণুকারাণী একাকিনী বসিয়া আছে। 'ইহারই মধ্যে কখন্ সে একখানি ভাল শাড়ী পরিয়াছে, চমৎকার একখানি জামা গায়ে দিয়াছে, গায়ে দু'একখানি গহনা উঠিয়াছে,—সুনিপুণ প্রসাধনে নিজেকে সুসজ্জিতা করিয়া সে এক অপরূপ মূর্ত্তিতে তাহার সেই আয়ত দুইটি চক্ষু প্রসারিত করিয়া মনে হইল, কি যেন ভাবিতেছে।

প্রতুল ভাবিল, রহস্যময়ী নারীর ইহাও একটা ছল, ইহাও চাতুরী! সরাসর সে তাহার কাছে গিয়া সজোরে তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—'তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা আছে রেণুকা!'

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে রেণুকা কহিল, 'কি কথা বল।'

কথাটা বলিতে বোধকরি প্রতুলের কোথায় যেন বাধিতেছিল। বলিল, 'তুমি কি এখনও তা বুঝতে পারনি রেণুকা? আমাকেই বলতে হবে?'

রেণুকা সহসা সেই নিস্তব্ধ গৃহ মুখরিত করিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রতুল বলিল, 'হাসছো যে?'

রেণুকা তেমনি হাসিতে হাসিতে একেবারে যেন ভাঙিয়া পড়িয়া বলিল, 'দিয়ে এলে ত' বন্ধুকে তাড়িয়ে?'

প্রতুল বলিল, 'দেবো না? যে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ তুমি!'

রেণুকার হাসি তখনও থামে নাই। জোর করিয়া হাসি থামাইয়া বলিল, 'তোমার অসহ্য মনে হয়েছে, না? বন্ধুর ওপর ঈর্ষ্যা হচ্ছিল ত?'

প্রতুল বলিল, 'হবে না? কাল থেকে তোমায় আমি আর কারও সুমুখে বেরোতে দেবো না।'

'ঘরের মধ্যে বন্ধ করে' রাখবে?'

'হ্যাঁ—রাখব। কোথাও যেতে দেবো না। কাউকে তোমার মুখ দেখতে দেবো না।'

রেণুকা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক্, এতদিন পরে তাহ'লে আমি বাঁচলাম।'

প্রতুল বলিল, 'তোমার এ হেঁয়ালী আমি কিছুই বুঝতে পারছি না রেণুকা।'

'বুঝতে পারছ না? আচ্ছা, তোমার কাছে একদিন একটা কাগজ আমি রাখতে দিয়েছিলাম তোমার মনে আছে?'

'কেন থাকবে না? তার সঙ্গে এ-সবের কি সম্বন্ধ?'

রেণুকা বলিল, 'তুমি নিয়ে এসো সেই কাগজখানা একটিবার, আমি দেখি।'

প্রতুল উঠিয়া গেল এবং পাশের ঘর হইতে লোহার সিন্দুক

খুলিয়া খামে-মোড়া সেই কাগজখানি আনিয়া রেণুকার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, 'এই নাও তোমার সেই কাগজ।'

রেণুকা বলিল, 'তুমি খোলো। খুলে পড়।'

প্রতুল খামখানি খুলিয়া পড়িল।

তাহাতে লেখা ছিল—

প্রিয়তম—

তুমি আমাকে সত্যই ভালবাসো কিনা একবার আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই। তোমাকে নয়—তোমার ভালবাসাকে। শুনিয়াছি—ভালবাসায় ঈর্ষ্যা যদি না থাকে তাহা হইলে সে ভালবাসা ভালবাসাই নয়। তাই একবার দেখিতে চাই—তোমার ভালবাসায় ঈর্ষ্যা আছে কি-না। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে চাই তোমার বন্ধু হেমেন্দ্রনাথকে। হেমেন্দ্রনাথকে আমি চিনিতে পারি নাই বলিয়া তুমি সেদিন আমাকে তিরস্কার করিয়াছ। তুমি বলিয়াছ—তোমার বন্ধু হেমেন্দ্রনাথ অতি সৎ, অতি মহৎ, এবং সচ্চরিত্র। আমি বলিতেছি, সে মহৎ নয়, সৎ নয় এবং সচ্চরিত্র ত' নয়ই। সে বিশ্বাসঘাতক, সে পশু, সে নরাধম। আমি এই সঙ্গে একবার তাহাকেও পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

আগুন লইয়া খেলা করিতেছি। শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে জানি

না। তাই এই পত্রখানি লিখিয়া তোমারই কাছে রাখিয়া দিলাম। ইতি—

তোমারই
রেণুকা

চিঠিখানি পড়িয়া প্রতুল একবার রেণুকার মুখের পানে তাকাইল। দেখিল, রেণুকার দু'চোখ বাহিয়া তখন অশ্রু গড়াইতেছে। প্রতুল তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—'তোমার এ অভিনয় আমি বুঝতে পারিনি রেণুকা, আমায় ক্ষমা কর।'

রেণুকা তাহার কোলের উপর কাঁদিতে কাঁদিতে লুটাইয়া পড়িল।

প্রেমের কাহিনী

*

*　　　*

এ গল্পটি যিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার নাম আমি করিব না। নামটি তাঁহার গোপন রাখিবার জন্ম আমি তাঁহার কাছে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছি। তবে এইটুকু মাত্র জানিয়া রাখুন, যিনি লিখিয়া-ছেন, তিনি একজন ভদ্রমহিলা।—'প্রেমের কাহিনী'র রেণুকা তিনি নিজেই, কিন্তু রেণুকা তাঁহার নাম নয়। তাঁহার নাম আমি বলিব না। বয়স এখনও কুড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই। দেখিতে অসামান্যা সুন্দরী। আমি তাঁহার নাম দিলাম—অপরিচিতা।

এই অপরিচিতা দেবীর সঙ্গে কেমন করিয়া কি সূত্রে আমার প্রথম পরিচয় হয় সে কথাও সম্প্রতি গোপন রাখিলাম।

একদিন এক বর্ষার রাত্রে আমি আমার ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিলাম, এমন সময় চাপা হাসির শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি—শ্রীমতী অপরিচিতা আমার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। চেহারা দেখিলে চোখ ঝলসিয়া যায়—এত রূপ! বৃষ্টিতে সামান্য ভিজিয়াছেন।—দেখিলাম, মুখের উপর বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির জল তখনও লাগিয়া আছে, ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু মৃদু হাসি!

বলিলাম, 'বোসো!'

অপরিচিতা আমার খাটের উপরেই বসিলেন, বলিলেন, 'অভিসারে এসেছি।' বলিয়াই হাসিতে লাগিলেন।

সহজে কিছুই বুঝিবার জো নাই। সত্যই রহস্যময়ী!

তাঁহার মুখের পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিলাম। বলিলেন, 'চোখ নামান্ বলছি!'

বলিলাম, 'কেন?'

বলিলেন, 'ওরকম চাউনি আমি সহ্য করতে পারি না।'

বলিয়াই তাঁহার কাপড়ের তলা হইতে চমৎকার বাঁধানো একখানি খাতা বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'এইটি আপনাকে পড়তে হবে। আমার সঙ্গে পরিচয়ের শাস্তি।'

বলিলাম, 'তার পর?'

'তারপর যা হয়ে থাকে। এই প্রেমের কাহিনী সকলে যাতে পড়তে পারে তার ব্যবস্থাও আপনাকেই করতে হবে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর কিছু বলবার আছে?'

অপরিচিতা বলিলেন, 'আছে। লেখায় দোষ-ত্রুটি হ'লে সংশোধন করে' দিতে হবে। আর সব-চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, আমার নামে এ-বই প্রকাশিত হবে না,—হবে আপনার নামে।'

একটুখানি অবাক হইয়া গেলাম।

বলিলাম, 'সে কি ?'

অপরিচিতা বলিলেন, 'এই আমার অনুরোধ। কারও কাছে আমার সত্যিকারের নাম বলতে পাবেন না। আর এই গল্পের হেমেন্দ্রনাথ যদি কোনোদিন আপনার কাছে আসেন কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে, তাকে কি বলবেন বলুন ত' ?'

বলিলাম, 'সেদিন যা আমাকে বললে তাই যদি লিখে থাকো, তাহ'লে লজ্জায় সে আর আমার কাছে আসবে না। সুতরাং সে ভয় আমার নেই।'

অপরিচিতা হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'তাকে লজ্জা দেবার জন্যেই আমার এই লেখা।'

বলিয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বলিলেন, 'তাহ'লে আসি।'

বলিলাম, 'এসো।'

'আমার অনুরোধ রাখবেন ত ?'

কি যে বলিব তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। নীরবে একটুখানি হাসিয়াছিলাম মাত্র।

অপরিচিতা বলিলেন, 'রাখতে আপনাকে হবেই।'

এই বলিয়া সেদিন যিনি বিদ্যুতের মত চকিত হাস্যে আমায় সচকিত করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমার

আর দেখা হয় নাই, হইবার আশাও নাই। শুনিলাম, স্বামীর সঙ্গে পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়া কোথায় কোন্ ট্রেণ দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

খাতাটি আমার কাছে পড়িয়াই ছিল। আজ—এই এতদিন পরে, সেই বহ্নিবর্ণা রহস্যময়ী রূপসীর প্রেমের কাহিনী প্রকাশ করিয়া আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলাম।